উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৪ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 20 December 2024 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 211 MLD

ইউনুসের দেশ নতুন পাকিস্তান, তোপ চিন্ময়ের আইনজীবীর

▸▸ তেরোর পাতায়

আচমকা অবসর নিয়ে অনুশোচনা নেই অশ্বীনের

▸▸ পনেরোর পাতায়

উত্তরের খোঁজে

দুই বাংলার দুই আন্দোলন যখন আলো থেকে আঁধারে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিদ্বেষের বাংলাদেশের কাগজে ক'দিন আগে দেখলাম শিরোনাম-- ভারত তুমি রিয়ালিটি মাইন্যে নাও।

আরেকটা শিরোনাম-- ভারতের কথা ও আচরণে মিল থাকতে হবে।

রিয়ালিটি মাইন্যে নাও মানে কী? আসলে বাস্তব মেনে নিতে বলা। কথা ও আচরণের ব্যাপারটা? আসলে কথায় ও কাজে মিল নেই।

ঢাকা বলতেই পারে, ভারতের অন্দরে সংখ্যালঘুদের উপর কি অত্যাচার হচ্ছে না? উত্তরপ্রদেশ, মুম্বই, হরিয়ানা, নয়াদিল্লি থেকে মুসলমানদের হেনস্তার কত খবর আসে! যোগী জমানায় তো বহু শহরের নাম বদলাল মুসলিম স্পর্শ থাকায়। কে দিব্যি দিল অন্য দেশ নিয়ে ভাবতে?

ভারতের অনেকে বোঝাতে চাইছেন, ৫৪ বছর আগে বাংলাদেশের যুদ্ধে আমরা কত সাহায্য করেছিলাম। ওপার বাংলা কি সব ভুলে গেল? ভারতে আর যাই হোক, সংখ্যালঘুদের প্রাণভয়ে কাঁটাতার পেরিয়ে, নদী সাঁতরে অন্য দেশে পালাতে হয় না এখনও। বিশৃঙ্খলার বাংলাদেশে যা নিয়মিত ছবি আজ।

পরিবর্তিত সমাজে হয়তো প্রসঙ্গটা অর্থহীন।

এখন অত বছর আগের উপকার মনে রাখার দিন শেষ। এখন প্রচুর ছেলেমেয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় বাবা-মাকেই। সব জলভাত। *এরপর দশের পাতায়*

"বাংলাদেশের মৌলবাদীরা যদি প্রশ্রয় পায়, ক্ষমতার স্বাদ পায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের দিকে হাত বাড়াবে। বাংলার মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুরে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু। মুর্শিদাবাদে ৭০ শতাংশ মুসলিম বসবাস করে। এরা আগামীদিনে এই এলাকাগুলোকে বাংলাদেশের অতিরিক্ত অংশ হিসেবে দাবি করবে।

অধীররঞ্জন চৌধুরী
কংগ্রেস নেতা

জঙ্গি হানার ছক

- বুধবার ভোর চারটে নাগাদ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার দুটি প্রত্যন্ত এলাকায় হানা দেয় অসম এসটিএফের একটি দল। গ্রেপ্তার করা হয় দুই সন্দেহভাজনকে
- তদন্তকারীদের দাবি, দুই ব্যক্তির বাড়ি থেকে জেহাদি কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে দুইটি মোবাইল, একটি পেন ড্রাইভ
- গোয়েন্দা সূত্র বলছে, রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে ক্রমাগত সংগঠন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে তারা
- মালদার তিনজন শিক্ষকের দিকে নজর রয়েছে গোয়েন্দাদের। যাঁদের একজনের বাড়ি উত্তর মালদায়। সিমির সঙ্গে তাঁদের যোগ রয়েছে বলে অনুমান

অতি স্পর্শকাতর উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদা ও মুর্শিদাবাদ

হরিহরপাড়ায় জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার ২

কল্লোল মজুমদার ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

মালদা ও কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : অসমের কোকরাঝাড় ও ধুবরি থেকে ৫ জৈশ-ই-মহম্মদ সংগঠনের সদস্য ধরা পড়ার পরেই মালদা ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত দিয়ে দেশে ঢুকতে পারে জঙ্গিরা, এমনটাই আশঙ্কা ছিল গোয়েন্দাদের। আর সেই আশঙ্কাই হয়তো সত্যি হতে চলেছে। বুধবার ভোর চারটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার দুইটি প্রত্যন্ত এলাকায় হানা দেয় অসম এসটিএফের একটি দল। গ্রেপ্তার করা হয় দুই সন্দেহভাজনকে। প্রাথমিকভাবে অনুমান ছিল ধৃতরা জাল পাসপোর্ট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি মোবাইল, পেন ড্রাইভ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ক বইপত্রও। যা থেকে গোয়েন্দাদের অনুমান, ধৃতদের সঙ্গে যোগ রয়েছে জঙ্গি সংগঠনের।

ধৃতদের নাম মহম্মদ আব্বাস আলি ও মিনারুল শেখ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-র ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার পরেই মালদার সীমান্তেও বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। বুধবার সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অফিসাররা বৈঠকে বসেন। সেখানেই উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে অতি স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপরই এই ৪ জেলার সীমান্তরক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহেই সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে পরিস্থিতির রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। ওই রিপোর্ট দেওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন বিএসএফের কর্তারা। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মণিন্দর সিং পাওয়ার বলেছেন, 'সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এছাড়া টহলদারিও আগের তুলনায় অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। একটা অনুপ্রবেশও *এরপর দশের পাতায়*

সাংসদদের ধস্তাধস্তি, কাঠগড়ায় রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : সংসদের অন্দরের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল সংসদের বাইরেও। সংসদ ভবনের প্রধান প্রবেশদ্বার মকরদ্বারের বাইরে আম্বেদকর বিতর্কে সম্মুখসমরে জড়িয়ে পড়ল বিজেপি এবং কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার গোটা দেশ সাক্ষী থাকল দুই শিবিরের সাংসদদের মধ্যে প্রায় বেনজির ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি, দোষারোপ, চোখ রাঙানির দৃশ্যের।

এদিন সকালে বিজেপি সাংসদরা সেই সময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আম্বেদকরকে অসম্মান করার অভিযোগে প্রতিবাদ দেখাচ্ছিলেন। উলটোদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াংকা গান্ধি

'অভব্য' আচরণের অভিযোগও

ভদরাদের নেতৃত্বে হাত শিবির ও ইন্ডিয়া জোটের কিছু শরিক দলের সাংসদ আম্বেদকরের ছবি ও জয় ভীম স্লোগান দিতে দিতে মকরদ্বারের দিতে এগোচ্ছিলেন। প্রথমে দু-পক্ষের মধ্যে বচসা, তারপর ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যান প্রতাপ সারেঙ্গি। তাঁর মাথার বামদিকে চোট লাগে। তাঁকে দেখতে এগিয়ে আসেন রাহুল। সেইসময় নিশিকান্ত দুবে সহ বিজেপি সাংসদরা সরাসরি রাহুলের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন। নিশিকান্ত দুবে তাঁকে দেখে বলেন, 'আপনার একটুও লজ্জা হচ্ছে না? আপনি একজন গুন্ডার মতো আচরণ করছেন।'

রাহুল বলার চেষ্টা করেন, 'সারেঙ্গিই আমাকে ধাক্কা মেরেছেন।' *এরপর দশের পাতায়*

দালালদের খপ্পরে পড়ুয়ারা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : 'কেরিয়ার কাউন্সেলিং'। ইংরেজি ভাষার এই ছোট দুটি শব্দের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন। তবে সঠিকভাবে এই বিষয়টিকে না বোঝার ফল যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ রায়গঞ্জ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পরেই সঠিক 'কেরিয়ার' নির্বাচন করতে গিয়ে দালালদের ফাঁদে পড়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বহু ছাত্রছাত্রী।

দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই প্রতারক চক্রের মূল শিকার পড়ুয়ারা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই বাড়ি বাড়ি চলে যাচ্ছে দালালদের দল। সঙ্গে থাকছে ভিনরাজ্যে বিভিন্ন কোর্স ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রলোভন। যার মধ্যে মূলত রয়েছে নার্সিং ও মেডিকেলের অন্য শাখাগুলির কোর্স। অনভিজ্ঞ কিশোর-কিশোরীরা, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন। নাটকের প্রথম অধ্যায় সম্পন্ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছেলেমেয়েদের সেইসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার জন্য লক্ষাধিক টাকা পর্যন্ত খরচ করে ফেলছেন অভিভাবকেরা। কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারেন তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। 'কোর্স' শেষে পড়ুয়ারা পাচ্ছেন না সার্টিফিকেট। এমনকি সঠিক প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো পর্যন্ত নেই ওই সমস্ত কলেজে।

নিরুপায় হয়ে ওই ছাত্রছাত্রীরা ফিরে আসছেন গ্রামে। সঙ্গে থাকছে একরাশ হতাশা। বিশেষ করে নার্সিং ট্রেনিংয়ের নামে কার্যত এক চক্র গড়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। এমতাবস্থায় কী করা উচিত তাঁদের, এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের ক্যারিটাস হলে বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী মিতা জানায়, 'ভিনরাজ্যে নার্সিং নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে কিছুই শিখতে পারিনি। শুধু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। তাই ফিরে এসেছি। অনেকে সেখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসলেও কোনও নার্সিংহোমে কাজ পাচ্ছে না।'

এদিন রায়গঞ্জের পাশাপাশি ইটাহার, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও করণদিঘির বিভিন্ন সরকারি স্কুল ও কলেজের প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী এখানে এসেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের অভিযোগ, প্রায়দিন ভিনরাজ্যের বিভিন্ন নার্সিং ও ফার্মাসিস্ট কলেজ থেকে এজেন্টরা আসছে। বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য প্রভাবিত *এরপর দশের পাতায়*

প্রতারণার ফাঁদ

- ভিনরাজ্যে বিভিন্ন কোর্স ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রলোভন দেখাচ্ছে দালালরা
- রয়েছে নার্সিং ও মেডিকেলের অন্য শাখাগুলির কোর্স। চোখে স্বপ্ন নিয়ে পড়ুয়ারা ফাঁদে পা দিচ্ছেন
- লক্ষাধিক টাকা খরচ করেও 'কোর্স' শেষে ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছেন না সার্টিফিকেট
- এমনকি সঠিক প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো পর্যন্ত নেই ওই সমস্ত কলেজে

বাতিল হতে পারে এসএসসি প্যানেল, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসির) শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলার শুনানি হল বৃহস্পতিবার। মামলার চলতি বছরের শেষ শুনানিতে এসএসসির ভূমিকা নিয়ে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এসএসসির ২৫ হাজারের বেশি পদের প্যানেল থেকে যোগ্য ও অযোগ্যদের চিহ্নিত করা না গেলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখা ছাড়া উপায় থাকবে না। ২২ এপ্রিল হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বর রশিদির বেঞ্চ এসএসসির ২০১৬ সালের পুরো প্যানেল বাতিল বলে ঘোষণা করেছিল। এর জেরে রাতারাতি চাকরি গিয়েছিল ২৫,৭৫৩ জনের।

বাতিল প্যানেলে থাকা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশকে চার সপ্তাহের মধ্যে পুরো বেতন ১২ শতাংশ সুদ সহ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। শীর্ষ আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশে অবশ্য অধিকাংশ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী আপাতত পদে বহাল রয়েছেন। সেই মামলার শুনানিতে এদিন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ যেসব পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছে তাতে অস্বস্তি বেড়েছে এসএসসির। উদ্বেগে বিতর্কিত প্যানেলে থাকা শিক্ষকরাও। এদিনের শুনানিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী দাবি করেন, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ কমবেশি সব রাজ্যে উঠেছে। তাঁর কথার রেশ ধরে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, 'ডাল মে কালা হ্যায়, ইয়া সব কুছ হি কালা হ্যায়'। *এরপর দশের পাতায়*

মা কার্নিভাল

হবিবপুর, ১৯ ডিসেম্বর : নতুন করে বুলবুলচণ্ডীতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'মা কার্নিভাল'। ২৪ ডিসেম্বর বিভিন্ন খ্যাতনামা শিল্পীদের সমন্বয়ে এই কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে বুলবুলচণ্ডীতে।

স্বাভাবিকভাবেই সাজোসাজো রব এই কার্নিভাল নিয়ে। আমন্ত্রিত হয়েছেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা।

ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। ভালো মানের ডিজিটাল ক্যামেরা (ডিএসএলআর/মিররলেস) থাকা আবশ্যিক। যোগ্য প্রার্থীরা ২৫ ডিসেম্বর (২০২৪)এর মধ্যে নিজের তোলা পাঁচটি নমুনা ছবি সহ বায়োডাটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন। সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

E-mail : jobs.uttarbanga@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ছবি বদলায়নি মালডাঙ্গার

রাস্তা, ঘর এমনকি মেয়ের দায়িত্ব কিছুই মেলেনি

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১৯ ডিসেম্বর : রাস্তা বেহাল থাকায় মালডাঙ্গার অসুস্থ মামণি রায়কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল খাটিয়া করে। নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর কেটে গিয়েছে এক বছর। আশ্বাস মতো রাস্তার কাজ শুরু হলেও চলছে ধীরগতিতে। অধিকাংশ কাজ এখনও বাকি। অভিযোগ, মৃতার সন্তানের সবরকম দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি সরকারিভাবে একটি ঘর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও কিছুই মেলেনি। পরিবারের সঙ্গে পরে দেখা করেননি বিধায়ক তথা মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মৃতার পরিবার।

ঠাকুরমার কোলে মামণি রায়ের মেয়ে। বৃহস্পতিবার। - সংবাদচিত্র

মামণি রায়ের শ্বশুর নিশিকান্ত রায়ের অভিযোগ, 'এলাকায় রাস্তা নির্মাণের আশ্বাস, মামণির মেয়ের সবরকম দায়িত্ব নেওয়া, একটি ঘর করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন আবদুর রহিম বক্সী। রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হলেও মেলেনি ঘর। মামণির মেয়ের দায়িত্ব নেওয়া হয়নি।' অভিযোগ, ছোট মেয়েকে বাবা-মায়ের কাছে রেখে উপার্জনের জন্য ছেলে কার্তিককে যেতে হয়েছে ভিনরাজ্যে।

এই বিষয়ে তৃণমূলের বামনগোলা ব্লক সভাপতি অশোক সরকার জানান, 'জেলা সভাপতি রাস্তার কাজের আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই কাজ চলছে। তৃণমূল সরকার কথা দিয়ে কথা রাখে। কিন্তু ঘর ও মেয়ের দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাসের কথা আমার জানা নেই। এই বিষয়ে বক্সী'র সঙ্গে কথা বলব।'

ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বীণা সরকার কীর্তনীয়া কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূলের তরফে জেলা সভাপতি রহিম বক্সী মৃত মামণি রায়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সবরকম আশ্বাস দিয়েছিলেন। এক বছরে মাত্র এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি দেড় কিলোমিটারের কাজ শুরু করেছে। কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।' তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বীণা সরকার কীর্তনীয়া বলেন, 'তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিতে জানে, রাখতে জানে না।'

সীমান্তে চোরাচালান রুখতে চৈনগরে থানা

হেমতাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে হেমতাবাদ থানার দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার। সীমান্তবর্তী এলাকায় বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয় নানা অপরাধের ঘটনা। সেই সব অপরাধ রুখতে এবং কড়া নজরদারির উদ্দেশ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চৈনগরে পুলিশ ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে। ১৫ শতক জমিতে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে পুলিশ ক্যাম্প তৈরির কাজ। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ করেছে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ ও চৈনগর পঞ্চায়েত। এদিন এই নির্মীয়মাণ পুলিশ ক্যাম্পের ছাদ ঢালাই হয়। ছিলেন হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের এক নাবালক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। তাদের মধ্যে একজন নেশার সিরাপ পাচার করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়। এছাড়া ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রচুর পরিবার রয়েছে যাদের আত্মীয় বাংলাদেশে রয়েছে। সুযোগ বুঝে ও ঘন কুয়াশায় বাংলাদেশিরা ভারতে প্রবেশ করে এই সমস্ত আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে থানা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চৈনগর, নওদা, রাধিকাপুর, অনন্তপুর দিয়ে রাতের অন্ধকারে নেশা জাতীয় সামগ্রীর পাশাপশি বিভিন্ন অবৈধ সামগ্রী পাচার হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পাশাপাশি বাড়ছে সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনাও। তাই সীমান্তে নজরদারি আরও বৃদ্ধি করতে চলেছে পুলিশ। সেই কারণে এই পুলিশ ক্যাম্পের গুরুত্ব রয়েছে দাবি পুলিশের।

সুজিত লামা বলেন, 'পুলিশ ক্যাম্পে থাকবে আটটি ঘর। খুব দ্রুত কাজ শেষ করে ক্যাম্প চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এই ক্যাম্প থেকেই আগামীতে এলাকায় নজরদারি চালানো হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা তথা জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্যা মকলেসা খাতুন বলেন, 'চৈনগর পঞ্চায়েত থেকে থানা প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রামে পুলিশের পৌঁছাতে সময় লাগত। অভিযোগ জানাতেও থানায় যেতে এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যা হত। তাই এলাকায় পুলিশ ক্যাম্পের দাবি উঠেছিল।'

শা'র মন্তব্যের প্রতিবাদ

নিউজ ব্যুরো

১৯ ডিসেম্বর : সংবিধানপ্রণেতা আম্বেদকরের উদ্দেশ্যে সংসদে অমিত শা'য়ের করা অশোভন মন্তব্যের জেরে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'য়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করল কালিয়াগঞ্জ কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের বিবেকানন্দ মোড়ে এই কর্মসূচি পালনে হাজির ছিলেন কংগ্রেস নেতা সুজিত দত্ত, তুলসী জয়সওয়াল, গিরিধারী প্রামাণিক প্রমুখ ।

পাশাপাশি বৃহস্পতিবার কালিয়াচক-২ ব্লকের মোথাবাড়ি চৌরঙ্গি মোড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল ছাত্র পরিষদ। এই প্রতিবাদ সভায় অমিত শা'য়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের ছাত্র পরিষদের সভাপতি বলেন, 'অমিত শা সংবিধানকে অপমান করেছেন। বিজেপি সংবিধান মানে না। এরা দেশে ক্ষমতায় থাকলে সংবিধান পরিবর্তন করে দেবে। তাই ছাত্র

কুশপুত্তলিকা দাহ। - সংবাদচিত্র

পরিষদ অমিত শা'র বিরুদ্ধে এই মোথাবাড়ি সহ গোটা রাজ্যে প্রতিবাদে নেমেছে।'

বৃহস্পতিবার বিকেলে রায়গঞ্জ শহরের ঘড়ি মোড়েও বিক্ষোভ দেখায় জেলা কংগ্রেসের সদস্যরা। জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, 'দেশের গৃহমন্ত্রীর এই অপরাধমূলক মন্তব্যের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অবিলম্বে ওনাকে বরখাস্ত করতে হবে এবং প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।' এদিন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে সারা দেশের জেলা সদর দপ্তরের সামনে এবং প্রদেশ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে।

পাচারে ধৃত

বৈষ্ণবনগর, ১৯ ডিসেম্বর : মাদক পাচারের অভিযোগে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম কারিম শেখ। বাড়ি কালিয়াচক থানার মজমুরের হারুচকে। এই নিয়ে এই মামলায় মোট তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আনুমানিক মূল্য ৫০ লক্ষ টাকার মাদক সহ দুইজনকে ধুরিটোলা মোড় থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃত দুই পাচারকারীর মধ্যে একজন তরুণ, নাম নাজমুল হোসেন (২২)। দ্বিতীয়জন আতাউল সেখ (৫৫)। বৈষ্ণবনগর থানার নতুন শ্রীকস্তি ধুরিটোলায় সন্দেহজনকভাবে তারা ঘোরাঘুরি করছিল। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের থেকে উদ্ধার হয় ৪০৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার।

NOTICE INVITING TENDER

Name of the work : Construction of C.C. roads under Tufanganj Municipality NIT No. TUFANGANJ/05/2024-25 (2nd Call), ID : 2024_MAD_787177_1 & 2024_MAD_787177_2 Memo No-1216, dt. 18.12.2024. NIT No. TUFANGANJ/01/2024-25 (2nd Call), ID : 2024_MAD_787750_1 Memo No-1222, dt. 19.12.2024. NIT No. TUFANGANJ/04/2024-25 (2nd Call), ID : 2024_MAD_787776_1 & 2024_MAD_787776_2 Memo No-1223, dt. 19.12.2024. Start date of dropping tender-05.00 P.M. on 19.12.2024 to last date of dropping tender 05.00 P.M. on 26.12.2024. Tender opening date at 12.00 noon on 30.12.2024. Details will be available at office Notice Board & web portal **http://wbetenders.gov.in**

Sd/-
Chairman, Tufanganj Municipality
PO-Tufanganj, Dist-Cooch Behar

আজ টিভিতে

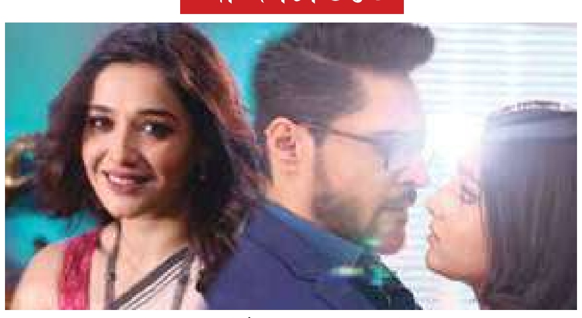

ঝোরার কারণেই কি ঝড় উঠবে ঋষি-ঝিল্লির জীবনে? **তেঁতুলপাতা** ১ ঘণ্টার মহাপর্ব বিকেল ৫.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ প্রতিশোধ, ২.৩০ তিনমূর্তি, বিকেল ৫.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১২.০০ সোনার কেল্লা।

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সঙ্গী, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ খোকা ৪২০, সন্ধে ৭.৩০ সূর্য, রাত ১০.৩০ প্রতীক

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবা, বিকেল ৪.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধে ৭.৩০ গোলমাল, রাত ১০.৩৫ মজনু

কালার্স বাংলা সিনেমা : দুপুর ২.০০ আগুন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রতিভা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দায়বদ্ধ

জি সিনেমা : সকাল ১০.২৫ মিলি, দুপুর ১২.৫৫ ধমাল, বিকেল ৩.৪৩ মেন নাম্বার থার্টিন, ৫.৪৪ রাউডি নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ পিন্ডম, রাত ১০.৫৫ ভাই- মেরা বিগ ব্রাদার

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৬ শূরবীর, দুপুর ১.১৬ জানোয়ার, বিকেল ৪.৫০ পুলিশগিরি, সন্ধে ৭.৩০ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.৩১ সিং ইজ কিং

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৩১ ইসি কা নাম জিন্দেগি, দুপুর ২.০৮ কর্তব্য, বিকেল ৫.০১ পুকার, সন্ধে ৭.৫৫ অল দ্য বেস্ট- ফান বিগিনস, রাত ১০.৩৫ স্টুয়ার্ট লিটল

স্টার মুভিজ : বিকেল ৩.৩০ টার্মিনেটর জেনিসিস, ৫.৩০ মনস্টার ট্রাকস, সন্ধে ৭.১৫ গডজিলা ভার্সাস কং- দ্য নিউ এম্পায়ার, রাত ৯.০০ দ্য মেগ, ১০.৪৫ রেসিডেন্ট এভিল - দ্য ফাইনাল চ্যাপ্টার

সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৫ হোয়াইট হাউস ডাউন, ২.৪০ অ্যানাকোন্ডা, বিকেল ৪.১১ সুপারম্যান রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫৩ ঘোস্টবাস্টার্স-আফটার লাইফ, রাত ৯.০০ দ্য মেকানিক, ১০.২৬ স্পাইডার ম্যান- হোমকামিং

বেশ করেছি প্রেম করেছি বিকেল ৪.৩০ **জলসা মুভিজ**

হলিডে- আ সোলজর ইজ নেভার অফ ডিউটি সন্ধে ৭.৩০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

দ্য মেগ রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ**

স্নেক স্কোয়াড রাত ৯.০০ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

নং : সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তাং. ১৮.১২.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in**-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। **নিলাম ক্যাটালগের বিশদ : (১) নিলাম ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৪-১২এফ। **ট্রেন :** ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় :** ৩১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। HWH-494/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে জানুয়ারি' ২০২৫ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে **অটোমেটিক টেলার মেশিন (এটিএম)**-এর জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং. : এটিএম-০১-২০২৫। নিলাম শুরুর তারিখ : ০২.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে অটোমেটিক টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য ই-নিলাম। এসইকিউ. নং.; লট নং /বিভাগ; স্টেশন** নিম্নোক্ত মতো হবে : **এএ/১;** এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জেন-৩৫-২৪-১; বারিয়ারপুর। **এএ/২;** এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জেন-৪৪-২৪-২; সাহেবগঞ্জ। **এএ/৩;** এটিএম- এমএলডিটি-জিজিএ-জেন-২৮-২৪-১; ঘোগা। **এএ/৪;** এটিএম- এমএলডিটি- এমজেডসি-জেন-৩৯-২৪-১; মীর্জাচৌকি। **এএ/৫;** এটিএম-এমএলডিটি- বিএকেএ- জেন-২৫-২৪-১; বাঁকা। **এএ/৬;** এটিএম-এমএলডিটি- আরজেএল- জেন-৩১-২৪-১; রাজমহল। **এএ/৭;** এটিএম-এমএলডিটি- এসবিও-জেন-৪০-২৪-১; সবৌর। **এএ/৮;** এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ -জেন-৪২-২৪-১; তিনপাহাড়। **এএ/৯;** এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জেন-৪৩-২৪-২; পীরপৈন্তি। **এএ/১০;** এটিএম-এমএলডিটি- এমএলডিটি-জেন-৩০-২৪-১; মালদা টাউন। **এএ/১১;** এটিএম-এমএলডিটি- জেআরএলই -জেন-৩৮-২৪-১; জঙ্গীপুর রোড। **এএ/১২;** এটিএম-এমএলডিটি- ডিজিএলই- জেন-২৭-২৪-১; ধুলিয়ানগঙ্গা। **এএ/১৩;** এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জেন-৩৩-২৪-১; অভয়পুর। **এএ/১৪;** এটিএম-এমএলডিটি- জিওডিএ -জেন-৩৬-২৪-১; গোড্ডা। **এএ/১৫;** এটিএম-এমএলডিটি- এমজিআর -জেন- ২৯-২৪-১; মুঙ্গের। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-168/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এস/৫০/এসআর.ডিএমএম/কেআইআর/পিইডিবি/ই-টেন্ডার/ ২০২৪-২৫/০৬, তারিখ : ১৬-১২-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : কেটি২৪৫৬০৫;

বন্ধ/খোলার তারিখ : ০৬-০১-২০২৫ (১৪:৩০ টায়), পরিমাণ : ৫৮ টি

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৭/২০১৮ রেভ. ২.১ বা সর্বশেষ অনুসারে প্লেইন এমআইসি স্ট্যান্ডার্ড আনুষঙ্গিক সহ ভিএইচএফ ২৫ ওয়াট রেডিও, ক্ল্যাম্পিং সহ ক্ল্যাম্প ১.২৫ ইঞ্চি পাইপ পোল মাস্ট সহ এন্ড কানেক্টর (৩০ মিটার) হাই গেইন বেস অ্যান্টেনা সহ আই-লিড সংযোগকারী এলএমআর ৪০০ কো-অক্সিয়াল কেবল সহ ব্যাটারি চার্জার সহ পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট (১৩.৫ভি/১৫এ) ১২ভি/১০০এএইচ ভিআরএলএ ব্যাটারি এবং স্টে ওয়্যার ব্যবস্থা বেস স্টেশন ইউনিট -এর সরবরাহ এবং পরীক্ষা।

প্রেরক: এসএসই/টেলি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)।

দ্রষ্টব্য :- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথিপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (**www.ireps.gov.in**) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙ্গিয়ায় পৃথক প্রাথমিক খণ্ডের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৭-২০২৪-২৫ তারিখ: ১৬-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম:** রঙ্গিয়া মণ্ডলের বিভিন্ন য়ার্ডে বিভি-II খণ্ডের প্রত্যেক লাইনের জন্য পৃথক প্রাথমিক খণ্ডের ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার রাশি:** ২,৫৪,১২,৮৫৯.৪৪/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,৭৭,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ০৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি-আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১২-২৪-২৫ তারিখ: ১৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. আরটি-আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১২-২৪-২৫ কাজের নাম:** ডিইএন-II/ রঙ্গিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে ক্রস ওভার দৈর্ঘ্যের (টিএনসি থেকে টিএনসি) বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। **টেন্ডার রাশি:** ৭১,১৪,৭৪৫.৬১/- টাকা। **বায়না রাশি:** ১,৫৮,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ০৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. : ১৬৫ - ১৬৭ -এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ১২.১২.২০২৪ **(সিভিল অ্যান্ড পি. ওয়ে ওয়ার্কস)।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্র. নং. : ১; টেন্ডার নং : ১৬৫-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/ মালদার অধীনে সাহেবগঞ্জ স্টেশনে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মে পথিমধ্যে কোচে জল দেওয়ার সুবিধার ব্যবস্থা করার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ৮৩,২৪,০৯০.০২ টাকা। **ক্র. নং. : ২; টেন্ডার নং : ১৬৬-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/ পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে ভাগলপুরে বিদ্যমান শান্টিং নেক-এর পাশে দুটি কোচিং স্টেবলিং লাইনের ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে -র কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ২,১৭,১৫,৩০৩.৭৩ টাকা। **ক্র. নং. : ৩; টেন্ডার নং : ১৬৭-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম :** সিনিয়র ডিইএন/II/ মালদা টাউনের আওতাধীনে এইএন/সাহেবগঞ্জ -এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/সাহেবগঞ্জ শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ সাহেবগঞ্জ গুডস সাইডিং, এসএলজে গুডস সাইডিং, সকরিগলি গুডস সাইডিং, মহারাজপুর গুডস সাইডিং, মীর্জাচৌকি এবং করমটোলা গুডস সাইডিং প্রভৃতির ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ৫৫,২৮,৪৮৩.৩০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ৩০.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ১-এর জন্য ও ০৩.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ২ ও ৩-এর জন্য। **ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ড : www.ireps. gov.in** এবং ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, মালদা টাউন। MLD-170/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, বয়স 30-45 পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর : 9679967639. (C/114226)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মিঠুন সাহা হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। আমার আসল দলিলটি হারিয়ে গেছে তার নম্বর 3205, রেজিস্ট্রেশন 2003, কেউ পেয়ে থাকলে 9832630661 নম্বরে যোগাযোগ করবেন। (C/114229)

অ্যাফিডেভিট

Service No 5003786X, (Assam Rifles), I am Bhakti Karjee, S/o Karma Singh Karjee. The name of my wife wrongly entered in my service record as Sujata Mochary in place of Sujata Karjee. By affidavit at Notary, Alipurduar Court on 19.12.2024, my wife's name has been rectified from Sujata Mochary to Sujata Karjee. (C/113723)

CINEMA
সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
PUSHPA-2
(Hindi)
Time : 2.15 P.M. & 6.00 P.M.

Superhit 3rd week at
BISWADEEP
PUSHPA-2
Time : 12.30, 4.15, 7.45 P.M.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৭৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৭৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

WEST BENGAL STATE RURAL DEVELOPMENT AGENCY
Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

The Executive Engineer (PIU-Head), WBSRDA Cooch Behar-II Division, invites E-tenders through E-Tendering Vide e-NIT No: WBSRDA/COB2/FLOODDAMAGE/11/2024-25, Details may be seen in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
HPIU, WBSRDA, Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। বিদেশে পাঠরত প্রিয়জনের সুসংবাদ প্রাপ্তি। **বৃষ :** কম্পিউটার কাজের সঙ্গে যুক্তদের নানা ক্ষেত্র থেকে উপার্জনের আশা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক তৃপ্তি। **মিথুন :** বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি লাভ। ঈশ্বর বিশ্বাস গভীর হবে। **কর্কট :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অহেতুক তর্কে জড়িয়ে পড়ে সমস্যায়। **সিংহ :** বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কন্যার চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদে আনন্দ। **কন্যা :** সামান্য কারণে আজ উত্তেজিত হওয়া কাজ নষ্ট করতে পারেন। দাম্পত্যে শান্তি। **তুলা :** অন্যায় কাজকে না বুঝতে পেরে সমর্থন করে ফেলতে পারেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। **বৃশ্চিক :** কোনও কিছুর জন্যে আজ অনুতাপ করতে হবে। গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসায় ক্ষতি। **ধনু :** পৈতৃক সূত্রে লাভ হবে। নতুন জমি ক্রয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। **মকর :** কর্মক্ষেত্রে আপনার ভুলে সমস্যা বৃদ্ধি। হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে। **কুম্ভ :** প্রতিবেশীর সঙ্গে হঠাৎ বিবাদ এবং মানসিক অশান্তি। মায়ে রোগমুক্তি। **মীন :** বাধাবিঘ্নের মধ্যে ব্যবসায় অগ্রগতি। বিলাসিতায় লাগাম না দিলে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৪ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৯ অগ্রহায়ণ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪, ৪ পুহ, সংবৎ ৫ পৌষ বদি, ১৭ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৪।৫২। শুক্রবার, পঞ্চমী দিবা ১২।৪৯। মঘানক্ষত্র শেষরাত্রি ৬।৮। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৯।৩। তৈতিলকরণ দিবা ১২।৪৯ গতে গরকরণ রাত্রি ১।২৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, শেষরাত্রি ৬।৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১২।৪৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৮।৫৭ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৩ গতে ৯।৫৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ১২।৪৯ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।১৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রয়াত আইইএম ইউইএম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা

নিউজ ব্যুরো

১৯ ডিসেম্বর : চলে গেলেন আইইএম-ইউইএম গ্রুপের চ্যান্সেলার ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী। ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিক্ষার জগতে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং অটুট অঙ্গীকার ভারতের শিক্ষার মানচিত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে। আইইএম-ইউইএম গ্রুপ ডঃ চক্রবর্তীর পরিবার, সহকর্মী, ছাত্র এবং তাঁর সব অনুরাগীর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। তাঁর চলে যাওয়ায় অপূরণীয় ক্ষতি হল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখাবে।

উৎসব শুরু

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বড়দিন উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন উত্তর পানিয়ালগুড়ি এলাকায় অবস্থিত ক্রাইস্ট দ্য কিং চার্চে। এদিন বিকেল ৫টা নাগাদ সেখানে ভার্চুয়ালি উৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, চার্চের ফাদার কমিটির সম্পাদক ফ্রান্সিস জেভিয়ার বাক্সলা সহ অন্যরা। এদিন চার্চ আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল এলাকার শিশুরাও। শিশুদের হাতে চকোলেট তুলে দেন জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর প্রমুখ। উৎসবের আমেজে মেতে উঠতে দেখা গেল সেই এলাকার বাসিন্দাদের।

ভিভোর ফোন

নিউজ ব্যুরো

১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার কলকাতার হায়াত রেজেন্সিতে খোসলা ইলেক্ট্রনিক্স লঞ্চ করল ভিভো এক্স২০০ সিরিজ। ফোনটির অল ইন্ডিয়া রিলিজের আগেই কলকাতায় প্রথম লঞ্চ হয়। প্রথমদিনে ১০০টি ফোন বিক্রি হয়ে যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেরণা খোসলা গুপ্তা, ভনশিকা খোসলা এবং ডিজিএম (সেলস) ভিভো ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আন্দামান ভাস্কর সেনগুপ্ত। প্রিমিয়াম গ্রাহক, ইনফ্লুয়েন্সার এবং টেক এনথুসিয়াস্ট এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেলফি জোন এবং একটি মজাদার ফোটোগ্রাফি ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৬টি ডেমো ফোনের সাহায্যে ফোনের একাধিক ফোটোগ্রাফিক ফিচারের ব্যবহার দেখানো হয়।

Great Eastern™
We serve you best
PRESENTS
YEAR END SALE
NEWLY OPENED
KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK
BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI* OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
kotak Kotak Mahindra Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank
FREE WATER HEATER WORTH ₹6990
1.5 Ton - Inverter ₹30990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹31990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹33990
1.5 Ton - Inverter ₹34990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹42990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹39990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹40990
SAMSUNG A16 5G (8/128) EMI 1499
S24 5G (8/256) EMI 2833
Apple16 (128) EMI 3329
Apple 16 Plus(128) EMI 3746
vivo Y300 (8/128) EMI 1833
V40 E (8/128GB) EMI 2417
mi MI 13C 5G(4/128) EMI 850
Note13 5G (8/256) EMI 1500
realme C65 (6/128) EMI 1333
13 Pro+ 5G(8/256) EMI 1667
oppo F27 5G (8/128) EMI 1750
Reno12 5G(8/256) EMI 2750
FREE Kettle
20 L ₹5990
20 L Conv. ₹10490
21 L Conv. ₹10790
23 L Conv. ₹11790
27 L Conv. ₹13490
30 L Conv. ₹14490
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGER-BAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHIN-SURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUI-PUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BUR-DWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

"MB"
Great Eastern™
We serve you best
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
24 LED TV ₹5990
32 HD LED ₹7190
32 SMART TV ₹8990
32 GOOGLE TV ₹9990
43 SMART TV ₹17990
43 GOOGLE TV ₹18390
43 4K GOOGLE TV ₹22990
43 4K QLED ₹25490
55 4K GOOGLE TV ₹30490
55 4K QLED ₹34990
65 4K GOOGLE TV ₹43990
75 4K GOOGLE TV ₹75990
LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko
2X STORAGE SPACE
FREE MIXI
180 L ₹13490
184 L ₹13990
190 L ₹14290
185 L ₹15990
187 L ₹15490
200 L ₹14990
187 L ₹18490
238 L ₹20990
235 L ₹21490
240 L ₹22490
242 L ₹23490
243 L ₹25990
240 L ₹22990
280 L ₹28990
368 L ₹47990
445 L ₹49990
401 L ₹57990
472 L ₹49990
564 L ₹56990
602 L ₹62990
650 L ₹75990
LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko
FREE IRON
6 KG - FL ₹23990
6.5 KG - FL ₹26490
7 KG - FL ₹26990
7 KG - FL ₹27990
8 KG - FL ₹32990
8 KG - FL ₹34490
9 KG - FL ₹34990
9 KG - FL ₹35490
10 KG - FL ₹40490
11 KG - FL ₹50490
13 KG - FL ₹58490
ZERO PRESSURE FILL TECHNOLOGY
FREE IRON
6 KG - TL ₹11990
6.5 KG - TL ₹12990
6.5 KG - TL ₹13490
7 KG - TL ₹13990
7.5 KG - TL ₹18290
8 KG - TL ₹18990
8.5 KG - TL ₹23990
9 KG - TL ₹22990
9.5 KG - TL ₹24990
10 KG - TL ₹23990
11 KG - TL ₹29990
Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS
3 L ₹2190
₹2990
10 L ₹4990
15 L ₹5490
25 L ₹6990
hp DELL Lenovo ASUS
Ryzen3 - 7320 | 8 GB | 512 SSD |15.6 | Win 11 & Office ₹31990
Ci3 12th Gen| 8 GB | 512 BK LIT |15.6 | Win 11 & Office ₹33990
Ci5 - 12th Gen | 8 GB | 512| BK LIT |15.6 | Win 11 & Office ₹42990
Ryzen5-5600H | 8 GB | 512 4GB RX6500M |15.6 | Win 11 ₹48490
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

গাছতলায় পড়াশোনা, সিঁড়িঘরে রান্না

গৌতম দাস

গাজোল, ১৯ ডিসেম্বর : নিজস্ব ভবন নেই। তাই গাছতলাতে, কখনও অন্যের উঠোনে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা খোলা আকাশের নীচে চলছে পঠনপাঠন। গ্রামের কারও বাড়ির সিঁড়ির নীচে চলছে রান্নার কাজ। শিশু ও প্রসূতিদেরও ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তবে সকলের সমস্যার কথা মাথায় রেখে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ার জন্য নিজস্ব তিন শতক জমি দান করেছিলেন স্থানীয় সমাজসেবী ছবিলাল ঘোষ। কিন্তু জমি দান করার তিন বছর হয়ে গেলেও আজও ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হল না। ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন ওই কেন্দ্রের শিক্ষিকা ও কর্মীরা।

গাজোলের ৬৯৫ নম্বর মাঝরা আইসিডিএস সেন্টার। সেন্টারে প্রসূতি ও শিশু মিলে প্রায় পঞ্চাশ জন রয়েছে। বৃহস্পতিবার ওই সেন্টারে গিয়ে দেখা গেল, ভবন না থাকায় গাছতলায় ত্রিপল বিছিয়ে চলছে পড়াশোনা। দিদিমণি রেখা প্রামাণিক শিশুদের পড়াচ্ছেন। কেন গাছতলায় ক্লাস? রেখাদেবীর উত্তর, 'আমাদের নিজস্ব ভবন নেই। তাই গ্রামের কিছু লোকের বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ করা হয়। বর্ষার সময় হয়তো কেউ সিঁড়িঘরের তলায় অথবা সামান্য একটু জায়গা ছেড়ে দেন। বর্তমানে জয়ন্ত ঘোষ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে রান্নার কাজ চলছে। সেন্টার চালাতে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।'

তাঁর সংযোজন, 'ওই গ্রামের সমাজসেবী ছবিলাল ঘোষ সেন্টারের জন্য জায়গা দান করেছেন। এই জমিতে হয়তো নতুন ভবন গড়ে তোলা হবে।'

সমাজকর্মী ছবিলাল ঘোষের বক্তব্য, 'এই সেন্টারটি কয়েক দশকের পুরোনো। আমাদের বাড়ির অনেকেই এই সেন্টার থেকে সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু সেন্টারটির কোনও ঘর নেই। এলাকাবাসী, সেন্টারের দিদিমণি এবং সিডিপিও জায়গার জন্য আমাকে বলেছিলেন। আমি জায়গা কিনে সেটি সেন্টার করার জন্য দান করেছি। কিন্তু প্রায় তিন বছর হতে চলল এখনও ভবন তৈরি হয়নি। আমি চাই, দ্রুত ওই জমিতে নতুন ভবন গড়ে উঠুক।'

যদিও দ্রুত ভবন তৈরি হবে আশ্বাস দিয়েছেন সিডিপিও খোকন বৈদ্য। তাঁর কথায়, 'ওই সেন্টারটি পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেছি, একটি বাড়িতে সেন্টারটি চলছে। আমরা এলাকার সমাজসেবী ছবিলাল ঘোষকে জায়গা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিজের টাকা দিয়ে জায়গা কিনে সেটি আইসিডিএস কেন্দ্র করার জন্য দান করেছেন তিনি। বিষয়টি আমি বিডিও অফিসে জানিয়েছি। আশা করি, খুব তাড়াতাড়ি সেন্টারের নতুন ভবন তৈরির কাজ শুরু করতে পারব আমরা।'

খোলা আকাশের নীচে। বৃহস্পতিবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

অপহরণের পর মুক্তিপণ দাবি দালালের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : ঠিক যেন সিনেমার প্লট। পরিচিতই বুনেছে অপহরণের ছক। সেই পূর্বপরিচিত আর কেউ নয়, যারা ব্যবস্থা করে দিয়েছিল রুটিরুজির। দিয়েছিল কাজের সন্ধান। ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি সংস্থার দালালদের বিরুদ্ধে। মুক্তিপণও চাওয়া হয়। কিন্তু দালালদের সেই ছক বানচাল করল পুলিশ।

বাড়ি থেকে দুই তরুণকে অপহরণের ঘটনায় এভাবেই বড় সাফল্য বালুরঘাট পুলিশের। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃতদের উদ্ধার করার পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয় একজনকে। ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাটের চকভৃগু গোবিন্দপুর এলাকায়।

ধৃতের নাম সৌমেন মল্লিক (২৭)। বাড়ি তপন থানার গোফানগর গ্রামে। পাশাপাশি ধৃতকে বৃহস্পতিবার বালুরঘাট আদালতে পাঠানো হয়। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'অপহরণের অভিযোগ পেয়েই মামলা রুজু করা হয়েছিল। পুলিশি তৎপরতায় অপহৃতদের উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, অপহৃত তরুণদের নাম বাপি সাহা ও সুকুমার মহন্ত। তারা পেশায় ভিনরাজ্যের নির্মাণ শ্রমিক। সম্প্রতি তারা সেকেন্দ্রাবাদ থেকে কাজ করে বাড়ি ফিরেছিলেন। অভিযোগ, গত মঙ্গলবার বিকেলে একটি চার চাকা গাড়িতে চেপে তিনজন অপহৃত তরুণদের বাড়ির সামনে আসে এবং তাদের ডেকে পাঠায়। গাড়িতে থাকা তিনজনের মধ্যে একজন তাদের পরিচিত হওয়ায় ওই গাড়িতে উঠে বসে বাপি ও সুকুমার। আর এরপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই দুই তরুণ। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে কেউ বিশেষ চিন্তা না করলেও টনক নড়ে অপহরণকারীদের ফোনে। অপহৃতদের পরিবারকে ফোন করে অপহরণকারীরা দেড় লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায়। আর এই টাকা না দিলে বাপি ও সুকুমারের লাশ বাড়িতে পাঠানো হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়।

বুধবার বালুরঘাট থানায় এক অপহৃতের দিদি রিঙ্কি সাহার এই সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের হতেই নড়েচড়ে বসে বালুরঘাট থানার পুলিশ। তিনজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ।

বাপির দিদি অভিযোগকারী রিঙ্কি সাহা বলেন, 'আমার ভাইকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পেছনে অভিযুক্তদের একজন ওদের পরিচিত ছিল। যে দালালরা ভাইদের কাজের জন্য ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল, তারায় রয়েছে এই অপহরণের পেছনে। তাদের বিরুদ্ধেই আমি থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।'

অভিযোগ

- গত মঙ্গলবার বিকেলে একটি চার চাকা গাড়িতে চেপে তিনজন অপহৃত তরুণদের বাড়ির সামনে আসে এবং তাদের ডেকে পাঠায়
- গাড়িতে থাকা তিনজনের মধ্যে একজন তাদের পরিচিত হওয়ায় ওই গাড়িতে উঠে বসে বাপি ও সুকুমার। আর এরপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই দুই তরুণ
- এরপর অপহৃতদের পরিবারকে ফোন করে অপহরণকারীরা দেড় লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায়। টাকা না দিলে বাপি ও সুকুমারের লাশ বাড়িতে পাঠানো হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়

জেলার খেলা

শুভমের শতরান

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : এসটিএম কাপ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার গাজোল কলেজ মাঠ দল ৪ উইকেটে ঝংকার ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে ঝংকার ৮ উইকেটে ১৭৩ রান তোলে। জবাবে গাজোল ১৮.২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শুভম দে ১০১ রান করার সঙ্গে ২ উইকেট নেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে শুভম দে (ডানে)।

অন্য ম্যাচে জেনিথ এফসি ৫১ রানে রাইজিং স্টার কাটিহারের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে জেনিথ ৮ উইকেটে ১৭৮ রান তোলে। জবাবে রাইজিং ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়। ব্যাটে ৩৩ রান ও বল হাতে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন জেনিথের বিপিন চন্দ্রা।

পর্ণাভ'র দাপট

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার কেআইটিএম বুনিয়াদপুর ৫ উইকেটে নবযুগ ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে নব যুবক টসে জিতে ৩৩.২ ওভারে ১৩৫ রানে অলআউট হয়। প্রীতম দাস ৩২ ও কুণাল দাস ২১ রান করেন। সৌভাগ্য সরকার ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন পর্ণাভ চক্রবর্তী (৩৬/৩)। জবাবে বুনিয়াদপুর ১৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয়। রহিমুল ইসলাম ৪৩ ও পর্ণাভ ৩৯ রান করেন। বকুল রায় ৪৩ রানে ২ উইকেট নেন।

চ্যাম্পিয়ন রাইজিং

সামসী, ১৯ ডিসেম্বর : রতুয়ার পাকুড়তলা নবীন প্যারাডাইস ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির পাকুড়তলা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আরএ রাইজিং স্টার। বুধবার ফাইনালে তারা ৩ উইকেটে রক্সিং আর একাদশকে হারিয়েছে। পাকুড়তলা মাঠে রক্সিং প্রথমে ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৭ রান তোলে। প্রতিযোগিতার সেরা আনোয়ার আলি ৩২ বলে ৬৯ রান করেন। জবাবে রাইজিং ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৮ রান তুলে নেয়। ফাইনালের সেরা অভীক কর্মকার ২৭ বলে ৫৯ রান করেন।

জয়ী কুপাদহ

বামনগোলা, ১৯ ডিসেম্বর : ব্ল্যাক মিডিল ইলেভেনের তিনদিনের ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হল। প্রথম ম্যাচে কুপাদহ একাদশ ৪৮ রানে বোলপুর একাদশকে হারিয়েছে। নালাগোলা মাঠে প্রথমে কুপাদহ ৬ ওভারে ৪ উইকেটে ১২১ রান তোলে। জবাবে বোলপুর ৬ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৩ রানে আটকে যায়।

আম্পায়ারদের শিবির শেষ

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : সিএবি-র গ্রেড ওয়ান আম্পায়ারদের প্রশিক্ষণ শিবির বৃহস্পতিবার শেষ হল। এদিন ২৫ জন অংশ নিয়েছিলেন। এদিন মাঠে থেকে আম্পায়ারিংয়ের বিভিন্ন নিয়ম শেখানো হয়। তবে আম্পায়ার প্রশিক্ষণ শিবির নিয়ে যতটা আশা ছিল, তা পূরণ হয়নি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন প্রশিক্ষক প্রদীপ ঘোষ।

সৌগতর জোড়া গোল

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় এবং টাউন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় কুলদাকান্ত ফুটবলে বৃহস্পতিবার কল্যাণী নেচার পিওর ৩-০ গোলে সুভাষগঞ্জ ইউনাইটেডকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে জোড়া গোল করেন সৌগত হাঁসদা। অন্যটিতে ম্যাচের সেরা সমীর বেসরা। শুক্রবার খেলবে কলকাতার পুলিশ অ্যাথলেটিক্স ক্লাব ও পশ্চিম বর্ধমানের শ্যাম মেটালিক্স ফুটবল অ্যাকাডেমি।

জেলা ক্রীড়া

হরিরামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হাইস্কুল ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া ৩১ জানুয়ারি হরিরামপুর ব্লকের এএসডিএম হাইস্কুল ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। মহকুমা পর্যায়ের বার্ষিক ক্রীড়া হবে ২৪ জানুয়ারি বংশীহারী ব্লকের শিওল হাইস্কুল মাঠে। কুশমণ্ডি ব্লকের জোনাল পর্যায়ের বার্ষিক ক্রিড়া অনুষ্ঠিত হবে ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি খাগাইল টঙ্কনাথ হাইস্কুল মাঠে।

বার্ষিক ক্রীড়া

সামসী, ১৯ ডিসেম্বর : রতুয়ার কারবনা কাঞ্চননগর হাই মাদ্রাসার বার্ষিক ক্রীড়া বৃহস্পতিবার হল। আসরে মোট ৩৮টি ইভেন্টে চার শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল।

যোগাসনে ৪

গঙ্গারামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : স্টুডেন্ট হেলথ হোমের রাজ্যস্তরের ক্রীড়ায় যোগাসনে গঙ্গারামপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে অংশ নেবে রুপতৃষা হালদার, প্রণবেশ রায়, শ্রীপর্ণা রানি সাহা ও শিবা রায়। প্রতিযোগিতা ২২ ডিসেম্বর রায়গঞ্জে হবে।

সচিব শুভজিৎ

কুশমণ্ডি, ১৯ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের নতুন সচিব হলেন গঙ্গারামপুর সাবডিভিশনের কুশমণ্ডি ব্লকের নাহিট হাইস্কুলের শিক্ষক শুভজিৎ মিশ্র। এর আগে ওই পদে ছিলেন কুমারগঞ্জ হাইস্কুলের শিক্ষক ভজন দেব।

জোনসেরা উত্তর ২৪ পরগনা

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃজেলা ছেলেদের ক্রিকেটে জোন চ্যাম্পিয়ন হল উত্তর ২৪ পরগনা। বৃহস্পিতবার উত্তর ২৪ পরগনা হারিয়েছে নদিয়াকে।

সাব-জুনিয়ার খো খো

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : রাজ্য সাব-জুনিয়ার খো খো বৃহস্পতিবার শুরু হল কালিয়াগঞ্জে। প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশ নিয়েছে।

সকাল সকাল ফুলের পসরা নিয়ে। বৃহস্পতিবার ইংরেজবাজারের রথবাড়িতে। - স্বরূপ সাহা

১৫ জন প্রভাবশালীর নামে লুক আউট নোটিশ

বিশ্বজিৎ সরকার

করণদিঘি, ১৯ ডিসেম্বর : সংখ্যালঘু দপ্তরের স্কলারশিপের কোটি কোটি টাকা তছরুপ। আর সেই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার আদালতে চার্জশিট দাখিল করল সিআইডি। নিখোঁজ ১৫ জন প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশের পাশাপাশি গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি আদালতের। প্রভাবশালীরা বাংলাদেশ ও নেপালে গা-ঢাকা দিয়েছে বলে সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, অভিযুক্তদের ধরার জন্য বিশেষ অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে সিআইডি। এই ঘটনায় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের স্বামী সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন মহম্মদ ফাইজুল রহমান, আবদুস সালাম, নার্সিং স্টাফ রাজিবুল ইসলাম, আবদুর রশিদ এবং শেখ জাকারিয়া। ধৃতদের বাড়ি করণদিঘি থানার রাঘবপুর গ্রামে।

বস্তুত, বয়স্করাই ছাত্র সেজে সংখ্যালঘু দপ্তরের কোটি কোটি টাকা হাতিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এর পেছনে ছিল করণদিঘি থানার সাবধান হাইস্কুলের শিক্ষক, কেরানি, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। স্কুল লাগোয়া একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে চলত এই অপারেশন। আদতে সাবধান হাইস্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা যত, তার চেয়ে দ্বিগুণ দেখিয়ে সংখ্যালঘু দপ্তরের স্কলারশিপের টাকা হাতিয়ে নেয় অভিযুক্তরা। দীর্ঘদিন ধরে চলে এই দুর্নীতি। এরপর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই করণদিঘি ব্লকের সাবধান গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ আবু সানা সহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

তদন্ত শুরু করে পুলিশ। উঠে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযুক্তরা শাসকদলের দাপুটে নেতা হওয়ায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এরপর ধৃতদের সিআইডি হেপাজতে নেওয়ার পাশাপাশি, বাজেয়াপ্ত করা হয় একাধিক নথি। অভিযুক্তদের কাছ থেকে পাওয়া যায় নয় লক্ষ টাকার জমির দলিল। একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র আর ১৬০টি এটিএম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

স্কলারশিপ কেলেঙ্কারি

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের স্পেশাল পাবলিক প্রোসিকিউটর শাওন চৌধুরীর বক্তব্য, 'বৃহস্পতিবার বিকেলে সিআইডির তরফ থেকে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। যে সমস্ত অভিযুক্ত নিখোঁজ, তাদের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করেছেন বিচারক। সিআইডি জানিয়েছে, এদের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশে ও নেপালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।' যদিও ভবানী ভবনের সিআইডি দপ্তরের আধিকারিকরা এই বিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ।

চোর সন্দেহে মারধরে জখম তরুণ

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : চোর সন্দেহে এক তরুণকে বেধড়ক মারধর দিয়ে খুন করার চেষ্টার ঘটনায় শোরগোল পড়ে রায়গঞ্জে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে বীরঘই পঞ্চায়েতের শাকদোয়া গ্রামে। ওই তরুণকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর যায় তরুণের পরিবারের কাছে। পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে জখম তরুণকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করে।

মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম তরুণের নাম বুধু বর্মন (২৪)। পেশায় চালকলের শ্রমিকের কাজে কর্মরত। তার বাড়ি বীরঘই পঞ্চায়েতের রূপাহার সংলগ্ন মহাদেবপুর গ্রামে। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সন্ধে সাতটা নাগাদ রায়গঞ্জ থানায় বিলাতু রায়, বিজয় রায় সহ তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

এই প্রসঙ্গে জখম তরুণের বাবা শিবু বর্মন বলেন, 'এদিন বিকেলে চালকলের মিল থেকে কাজ করে বাড়ি ফেরার সময় একদল দুষ্কৃতী আমার ছেলেকে খুন করার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে গিয়ে আমার ছেলেকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করি। এই ঘটনায় কিছুক্ষণ আগে রায়গঞ্জ থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

বেআইনি কার্যকলাপে হেপাজতে ২০

পতিরাম ও কুমারগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : বেআইনি মদ ও বিভিন্ন নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে পতিরাম ও কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবারের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছে ২০ জন।

পাগলিগঞ্জ, খোরনা, পার পতিরাম, কদমতলী থেকে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে পতিরাম থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, কুমারগঞ্জ থানার ডাঙারহাট, মোল্লাদিঘি, সুন্দরপুর ইত্যাদি এলাকা থেকে অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার কারণে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার ও পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো জানান, লাগাতার অভিযান চলবে।

প্রয়াত নেতা

কুশমণ্ডি, ১৯ ডিসেম্বর : ৭৫ বছর বয়সে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তথা জেলা কমিটির সদস্য কার্তিকচন্দ্র মিশ্র। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস রায় মণ্ডল, সভাপতি অজিত সরকার প্রমুখ।

প্রার্থনায় রোগ সারানোর আশ্বাস

সিভিকের পাহারায় বুজরুকির নালিশ

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর ১৯ ডিসেম্বর : প্রার্থনার মাধ্যমেই নাকি সেরে যাবে অসুখ। সেই প্রতিশ্রুতি নিয়ে বুনিয়াদপুরের ঢেলপিরে এসেছিলেন বিহারের খ্রিস্টান মিশনারি মঙ্গল হেমরম ও তাঁর চ্যালারা। ক্যাম্পে পাহারার জন্য নিয়োগ করা হয় সিভিক ভলান্টিয়ারও। রোগমুক্তি তো হলই না, উলটে তিন দিনের ক্যাম্প ছেড়ে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতে হল স্বঘোষিত 'প্রাণদাতাদের'।

শুধু স্থানীয়রা নয়, দূরদূরান্ত থেকেও প্রার্থনা করতে আসেন রোগীরা। আবার ক্যাম্পে নিয়োগ করা হয় সিভিক ভলান্টিয়ারকেও। প্রশ্ন উঠছে, সব জানার পরেও পুলিশ কেন কোনওরকম ব্যবস্থা নেয়নি? উলটে সহযোগিতা!

দৃশ্যটা অনেকটা এরকম, বিশাল এক প্যান্ডেলে প্রচুর মানুষ। তাঁদের প্রার্থনা করতে বলছেন মঙ্গল হেমরম। কখনও ভেসে আসছে দুই হাত তুলে মন্ত্রোচ্চারণের আদেশ, কখনও আবার মেরি ও যীশুর উপর শ্রদ্ধা রেখে প্রার্থনা করার অনুরোধ। সঙ্গে আবার তেল এবং জল পড়া, মোমবাতি দান। অবশ্যই তেল ও জলের বোতল, মোমবাতি কেনার দায়িত্ব রোগীদের।

এলাকার এক অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষকের বক্তব্য, 'প্যান্ডেলের বাইরে যিশু ও মেরির ছবি, মালা, জলের বোতল, মোমবাতির এবং খাবারের দোকান রমরম করে চলছে।'

হরিরামপুর থেকে এসেছিলেন নীল হাঁসদা। তাঁর আকাঙ্খা, 'আমার দুর্ঘটনায় এক পা অকেজো হয়ে গিয়েছে। এই প্রার্থনা সভায় এসেছি সুস্থ হব বলে। সেজন্য ২২০ টাকা কমিটিকে দিতে হয়েছে। তিনদিন থেকে এখানে আছি।' সভায় হাজির ছিলেন জন্মান্ধ ব্যক্তিও। একলাখি থেকে তাঁকে নিয়ে মঙ্গল হেমরমের প্রার্থনা সভায় এসেছেন সুপর্ণা মার্ডি। তাঁর কথায়, 'শুনেছি এখানে যে কোনও রোগ ভালো হয়ে যাবে। অথচ তিনদিন হয়ে গেল এখনও অন্ধত্ব ভালো হল না। সব বুজরুকি।' বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক কমল সরকারের বক্তব্য, 'জানতে পেরেছি বংশীহারী থানার তরফে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছিল।'

যদিও বিজ্ঞানমঞ্চ একে বুজরুকি ছাড়া আর কিছু বলতে নারাজ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজ্ঞানমঞ্চের সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ির সাফ কথা, 'ঢেলপিরের বিষয়ে আমরা জানি না। আমরা খুব তাড়াতাড়ি ওদের বোঝাব।'

> অসুখ হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। তুকতাক, প্রার্থনা, জলপড়া, তাবিজে কোনও রোগ সারে না। এভাবে গ্রামের অশিক্ষিত সরল আদিবাসী মানুষদের ভুল বুঝিয়ে এক শ্রেণির মানুষ পয়সা লুঠছে।
>
> **অনিমেষ লাহিড়ি**
> সম্পাদক, জেলা বিজ্ঞানমঞ্চ

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে

রতুয়া, ১৯ ডিসেম্বর : মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে এক সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ শিবির বসে। বিষয় ছিল সুসংহত পদ্ধতিতে সবজি পোকা দমন। শিবির শুরু হয় ১৩ ডিসেম্বর, চলে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শিবিরে ১৫ জন ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে বুকলেট, সবজির বীজ ও শংসাপত্র দেওয়া হয়।

মালদা উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, 'এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রয়োজন। গ্রামের ছেলেমেয়েরা চাষবাসের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে পারবেন। আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে পারবেন।' বিজ্ঞানী ডঃ শুদ্ধসূচি দাস জানান, এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সুসংগত পদ্ধতিতে সবজি চাষ এবং তাদের রোগ পোকা দমন করার পদ্ধতি যেমন হলুদ ফাঁদ, নীল ফাঁদ, নিম তেল তৈরির পদ্ধতি, উন্নত জাতের মাশরুম চাষ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।'

প্রচারে নাচ

কুশমণ্ডি, ১৯ ডিসেম্বর : ক্রেতাদের সচেতন করতে প্রচারে নামল মুখোশধারীরা। বৃহস্পতিবার কুশমণ্ডির একাধিক জায়গায় বাসিন্দাদের সচেতন করতে অডিওবার্তায় নৃত্য পরিবেশন করেন। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের দক্ষিণ দিনাজপুরের আধিকারিক মনোজিৎ রাহা জানান, এই অভিযান ক্রেতাদের সচেতন করতে সারাবছর করা হয়।

কিষান মান্ডিতে ধান কম কেনার অভিযোগ

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কিষান মান্ডিতে কম পরিমাণে ধান কেনার অভিযোগ উঠল। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের উদয়পুরে উত্তেজনা দেখা দেয়। এদিন রায়গঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধান বিক্রি করতে আসেন কৃষকরা। প্রায় সকলেই ৩০ কুইন্টাল করে ধান বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কার্ড প্রতি ৩০ কুইন্টাল করে ধান কেনার কথা। কিন্তু বুধবার ফোনে কৃষকদের জানানো হয়, ১৫ কুইন্টাল করে ধান কিষান মান্ডিতে বিক্রির জন্য তাঁরা যাতে নিয়ে আসেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কৃষকরা ৩০ কুইন্টাল করে ধান বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। মিল মালিকরা সব ধান কিনতে না চাওয়ায় তাঁরা বিক্ষোভ দেখান।

কৃষক তুলসী দাসের অভিযোগ, 'এখানে আজ ৩০ কুইন্টাল করে ধান কিনতে চাইছেন না।' অপর এক কৃষক নারায়ণচন্দ্র দাস অভিযোগ করেন 'উপরমহলের অর্ডার বলে কাজ চালাতে চেষ্টা করছেন আধিকারিকরা।'

যদিও এই পারচেজ অফিসার মহেন্দ্রনাথ মহালি জানান, 'বেশি ধান কেনায় ১৫ কুইন্টাল করে ধান আনতে বলা হয়েছিল। যেহেতু তাঁরা ধান এনেছেন, তাই ৩০ কুইন্টাল করেই ধান কেনা হবে।'

মুর্শিদাবাদের আকর্ষণ ধুলিয়ান সংহতি উদ্যান

অর্ণব চক্রবর্তী

ধুলিয়ান, ১৯ ডিসেম্বর : পার্কে ঢোকার মুখে বিশাল একটি ফোয়ারা। সন্ধ্যা নামলে জ্বলে ওঠে ফোয়ারার রঙিন আলো। এক লহমায় বদলে যায় পরিবেশ। উদ্যানে আছে নানা ধরনের গাছ। বসার জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য রয়েছে জিরাফ, হাতি, হরিণের মডেল।

উদ্যানের দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি। কোথাও দেখা যাচ্ছে পুকুরে হাঁস। কোনও দেওয়ালে কয়েকজন মেয়ে আড্ডায় ব্যস্ত। যারা মোটর সাইকেল নিয়ে আসবেন, তারা তাদের গাড়ি এখানে পার্কিং করতে পারবেন। তার জন্য দিতে হবে ২০ টাকা। উদ্যান খোলে বিকেল ৪টায়, বন্ধ হয় ৯টায়। পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন এই পার্কে। এমনকি দূর থেকেও পার্কে বেড়াতে আসছেন মানুষ।

এই চিত্র ধুলিয়ান সংহতি উদ্যানের। উদ্যান উদ্বোধন করেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ২০২২-এর ২৬ জানুয়ারি। ছিলেন ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারপার্সন আলম মেহবুব।

উদ্যান যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য রয়েছে একাধিক বিধিনিষেধ। এই উদ্যানে খাবার, প্লাস্টিকের জলের বোতল নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। ধুমপান, মদ্যপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ। পান, গুটখা খেয়ে পার্কে যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা যাবে না। উদ্যানের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। উদ্যানে থাকা গাছ, ফুলে হাত দেওয়া যাবে না। গাছ থেকে ফুল তোলাও পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

মূল ফটক। - সংবাদচিত্র

পার্কের পরিবেশে মুগ্ধ সামিম আখতার। এসেছেন সুতি থেকে। পেশায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সামিম কর্মসূত্রে থাকেন কলকাতায়। বলেন, 'ধুলিয়ানের মতো একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিনোদন পার্ক হবে, সেটা ভাবাই যাচ্ছে না।'

পার্কের পরিবেশে মুগ্ধ ক্লাস ওয়ানের সরফরাজ। এখানে প্রথম এলো সরফরাজ। কেমন লাগছে জানতে চাওয়ায় ও বলে, 'বেশ ভালো।'

পুরসভার চেয়ারম্যান ইনজামামুল ইসলাম বলেন, 'ধুলিয়ানের মতো জায়গায় কোনও পার্ক ছিল না। পুরসভার উদ্যোগে এমন একটা সুন্দর জায়গা আমরা করতে পেরেছি। উদ্যান যথেষ্ট জনপ্রিয়। ধুলিয়ান পার্শ্ববর্তী এলাকা, এমনকি ঝাড়খণ্ড থেকেও মানুষ এখানে ঘুরতে আসে।' ভবিষ্যতে এই পার্ককে আরও কী করে সুন্দর করে তোলা যায়, তা নিয়ে তারা চিন্তাভাবনা করছেন বলে জানিয়েছেন।

কে যেন আবির ছড়িয়ে দিল, ভোরের আকাশে... । বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের গোপালবাটি মাঠে। অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

গ্রেপ্তারের ‘ভয়ে’ গলায় ফাঁসে মৃত্যু তরুণের

পুরোনো মামলায় বাড়িতে পুলিশি হানার জের

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : পুরোনো মামলার জেরে বেরিয়েছে ওয়ারেন্ট। প্রতিদিনই বাড়িতে হানা দিচ্ছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের ধরপাকড়ের ভয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃতের নাম সোনা পাহান (৩৫)। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিপুরে। পেশায় ইটভাটার শ্রমিক। বুধবার বিকেলে বাড়ির পাশে একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

বছর ৬-৭ আগে সোনা পাহানের বিয়ে হয়। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে বাড়ির পাশে ইটভাটাতে শ্রমিকের কাজ করেন। এদিকে প্রায় বছর দুয়েক আগে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ থানায় দায়ের করেন সোনার স্ত্রী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় সোনা। প্রায় তিন মাস কারাবাস হয়। তারপর সে বাইরে বেরোয়। সেই মামলা এখনও চলছে। এদিকে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়। যার ফলে তাঁরা একসঙ্গেই থাকতে শুরু করে। এদিকে স্ত্রীর করা সেই অভিযোগ পরে আর তুলে নেননি তিনি। যার ফলে চলতি মাসে সোনা পাহানের নামে ফের ওয়ারেন্ট বের হয়। যার কারণে পুলিশ গত দুই-তিনদিন তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায়। পুলিশ অভিযান চালালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে লুকিয়ে থাকত সে। দুই রাত বাড়িছাড়া ছিল। মাঠেই কাটিয়েছে রাত। তারপরও পুলিশের অভিযান চলতে থাকে। আবার পুলিশ ধরলে জেল খাটতে হবে। পরিবারের দাবি, সেই ভয়ে বুধবার বিকেলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় সোনা পাহান।

এবিষয়ে মৃতের আরেক ভাইপো সঞ্জয় পাহান বলেন, ‘গতকাল সকালে ইটভাটাতে কাজও করেছিল কাকু। কাজ করে টাকাও নিয়েছিল। তারপরই মাঠের একটি গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা যান।’ অন্যদিকে, এবিষয়ে ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, ‘পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

> **বছর দুয়েক আগে স্বামী-স্ত্রীর গণ্ডগোলে তিন মাস কারাবাস হয় কাকুর। কাকিমা অভিযোগ না তোলায় মামলা চলছিল। বাড়িতে পুলিশ আসায় ধরপাকড়ের ভয়ে বুধবার বিকালে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যান কাকু।**
>
> **বিমান মুরারি, ভাইপো**

হেপাজতে

বৈষ্ণবনগর, ১৯ ডিসেম্বর : কিশোরীকে অপহরণের মামলায় তরুণকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার বৈষ্ণবনগর বাজার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম প্রসেনজিৎ চৌধুরী। বাড়ি বেদারাবাদ পঞ্চায়েতের পশ্চিম জেলেপাড়ায়।

S.B.S. Government College, Hili
P.O & P.S- Hili, Dakshin Dinajpur, 733126

Supply of 4 Nos. of Security Guard (Without Guns) has been invited in www.wbtenders.gov.in interested Agencies may bid online. Starting date 24/12/2024 and end date 06/01/2025. Tender ID-2024_DHE_787893_1.
No. 145/SBS/SEC/24
Date: 19/12/2024

Sd/-
Officer-In-Charge
S.B.S. Govt. College, Hili
Cont: 9433414783

অবৈধভাবে বালি খননে ধসছে মহানন্দার পাড়

চন্দ্রপাড়ায় বিক্ষোভের মুখে প্রশাসনিক কর্তারা

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৯ ডিসেম্বর : অবৈধভাবে বালি খননের ফলে পাড় ধসছে। বাড়ছে ভাঙন সমস্যা। সব জেনেও উদাসীন প্রশাসন। বৃহস্পতিবার গ্রামে তদন্তে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন প্রশাসনিক কর্তারা। এদিন চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়ার কয়েকশো পুরুষ ও মহিলা প্রায় ঘণ্টাদুয়েক বিক্ষোভ দেখান। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাহারাবাদ, হোসেনপুর এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ ইমরানের অভিযোগ, ‘মহানন্দায় বালিয়া মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। বর্ষাকাল বাদ দিয়ে কমবেশি সারা বছরই অবৈধভাবে নদীর বুক থেকে জেসিবি ও ট্র্যাক্টর দিয়ে বালি তুলে বিক্রি করা হচ্ছে। বালি কাটার ফলে নদীর পাড় ধসছে। ফলে বাড়িঘর, গাছপালা, চাষের জমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে।’

তাঁর আরও দাবি, ‘অবৈধ বালি কাটা রুখতে চন্দ্রপাড়া পঞ্চায়েতে অনেকেই অভিযোগ জানিয়েছেন। বৈধ, অবৈধ কোনওভাবেই নদীর বালি কাটা যাবে না। এরপরও যদি নদীর বালি কাটা বন্ধ না হয়, তবে আন্দোলনে নামব আমরা।’

এদিন মহানন্দা তীরবর্তী বাহারাবাদ, থারাইস ও হোসেনপুর এই তিনটি গ্রামের নদী ভাঙন পরিস্থিতি সরজমিনে পরিদর্শনে যান প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। প্রতিনিধিদলে ছিলেন জেলা সেচ দপ্তরের এক সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সৌমিক কুণ্ডু, ভূমি আধিকারিক মহম্মদ আবু করিম মানোয়ারুজ্জামান প্রমুখ।

ক্ষোভের কথা শোনা গেল আরেক বাসিন্দা আবদুর রহিমের গলায়, ‘নদীর বুক থেকে অবৈধভাবে বালি কাটার ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে বর্ষাকালে নদীর পাড় ধসে পড়ছে। সকলেই খুবই সমস্যায় পড়েছে। তবু প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই।’

কর্তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরা হচ্ছে। - সংবাদচিত্র।

সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল হাই। তাঁর মত, ‘অবৈধভাবে বালি কাটার ফলে ইতিমধ্যে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট কেটে পড়ছে, বহু কবরস্থান, শ্মশান, মসজিদ, স্কুল নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বালি কাটা বন্ধ না হলে এই সমস্যা মিটবে না।’

তবে চাঁচল-২ ব্লকের ভূমি সংস্কার আধিকারিক মহম্মদ আবু করিম মানোয়ারুজ্জামান সাফ জানান, ‘গত ৩ ডিসেম্বর বালি কাটা বন্ধের জন্য একটা মাস পিটিশন জমা পড়েছিল। সেইমতো আজ জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমরা চন্দ্রপাড়ায় নদী ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।এলাকার বাসিন্দাদের অভাব, অভিযোগ শোনালেন। সমস্ত অভিযোগ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।’

ভস্মীভূত তিনটি ঘর

চাঁচল, ১৯ ডিসেম্বর : আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল মা এবং দুই পরিযায়ী শ্রমিক ছেলের তিনটি ঘর। বৃহস্পতিবার ভোরে চাঁচল-১ ব্লকের কলিগ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীগাছি গ্রামের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। চাঁচল থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও ততক্ষণে সবকিছুই পুড়ে যায়। শর্টসার্কিটের জেরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটতে পারে বলে দমকলকর্মীদের প্রাথমিক অনুমান। নুরেশা বেওয়া ও তাঁর দুই ছেলে মান্নান আলি ও হান্নান আলির বাড়িতে আগুন লাগে। তিনটি পরিবারের বাড়িতে থাকা নগদ টাকা, অলংকার, নথিপত্র, গবাদিপশু, ধান, চাল ও আসবাবপত্র পুড়ে নষ্ট হয়েছে। মান্নান ও হান্নান দুই ভাই বর্তমানে ভিনরাজ্যে কাজে রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁদের পরিবারের সদস্যরা খোলা আকাশের নীচে দিন গুজরান করছে। সরকারিভাবে ত্রাণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন চাঁচল-১ ব্লকের বিডিও থিনলে ফুনস্টক ভুটিয়া।

আবাস তালিকায় মৃতের নাম, প্রশাসনে অভিযোগ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ ডিসেম্বর : যত কাণ্ড হরিশ্চন্দ্রপুরে। আবাস নিয়ে ফের বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল। এবার আবাসের ভূতুড়ে তালিকা। তালিকায় নাম রয়েছে মৃত ব্যক্তিরও, যিনি আবার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার ভাশুর। একইসঙ্গে নাম রয়েছে ওই সদস্যার স্বামীরও। অথচ তালিকায় বাদ গিয়েছে চাটাইয়ের বাড়িতে থাকা এক তৃণমূল কর্মীর নাম। এবিষয়ে ওই এলাকার বাসিন্দা রাজীব মিয়াঁ ব্লক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। ব্লক প্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করলেন ওই উপভোক্তা। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের সুলতাননগর পঞ্চায়েতের সাইরা গ্রামের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগকারী একজন তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা কোহিনুর বেগমের স্বামী আহমেদ হাসান এবং ভাশুর মেহেদি হাসানের নাম রয়েছে এই তালিকায়। এর মধ্যে মেহেদি হাসান দুবছর আগে মারা গিয়েছেন। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে সার্ভে অফিসারদের ভূমিকা নিয়ে।

যদিও তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান ধর্মা মণ্ডলের দাবি, ‘মৃত ব্যক্তির নাম ১৮ সালের তালিকাতে ছিল। হয়তো এখানে কিছু ভুল হয়েছে। আর সদস্য হলেও কারও যদি পাকাবাড়ি না থাকে, নাম থাকতেই পারে।’ পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী আহমেদ হাসান একই দাবি করেছেন। তবে অভিযোগকারী উপভোক্তা রাজীব মিয়াঁর কথায়, ‘আমার কাঁচাবাড়ি। তালিকাতে প্রথমে নাম ছিল। সার্ভে হওয়ার পর বাদ গেল।’

পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী আহমেদ হাসান জানান, ‘আমি জমিতে কাজ করি। উপরে টিনের চাল, তাই নাম রয়েছে। আমার দাদা মারা গিয়েছেন।’

বিডিও তাপসকুমার পালের বক্তব্য, ‘মৃতদের তালিকায় নাম রয়েছে। তাঁদের কেউ যোগ্য ওয়ারিস থাকলে, তাঁদের নাম থাকবে। কোনও অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হবে।’

পঞ্জিকা বলতে একটাই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য

শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®

ভারত সরকার প্রদত্ত চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

ব্যাটারি চুরির অভিযোগে ধৃত

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : কম্পিউটারের ব্যাটারি চুরি করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম তুলসী চৌধুরী (৩০)। তার বাড়ি শহরের শক্তিনগর এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশসূত্রে খবর, রায়গঞ্জ শহরের একটি কম্পিউটারের দোকান থেকে তালা ভেঙে ব্যাটারি চুরি করার অভিযোগ ছিল। অভিযুক্তকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে বুধবার গভীর রাতে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও চুরি ও ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, ‘বিচারক ধৃতের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।’

কুতুবপুর ও যদুপুরে ২টি অস্বাভাবিক মৃত্যু

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : ৪৮ বছরের এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হল মালদার কুতুবপুরে । মৃতের নাম সুপ্রিয় গুপ্ত। পরিবার সূত্রে খবর, সুপ্রিয় গুপ্ত বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতর্ভ্রমণের জন্য বাড়ি থেকে বেরোন। ঘণ্টাখানেক বাদে বাড়ি থেকে সামান্য দূরে ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান এলাকার লোকজন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের অনুমান, মানসিক অবসাদের কারণেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন সুপ্রিয়বাবু। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজবাজার থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

অপরদিকে, ধারদেনার চাপে বিষপান করল এক তরুণ। মৃতের নাম সুমিত কর্মকার। বাড়ি ইংরেজবাজারের যদুপুর কমলাবাড়িতে। পরিবার ও পুলিশসূত্রে খবর, টাকাপয়সা লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তায় ছিল সুমিত কর্মকার। গতকাল সে বিষপান করে। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় হত ট্রাকচালক

ইটাহার, ১৯ ডিসেম্বর : দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ট্রাকচালকের। দুর্ঘটনাটি ঘটে বুধবার গভীর রাতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ইটাহার থানার কালোমাটিয়ায়। মৃতের নাম বাবন রায় (৫০)। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের রাম্বায় এলাকায়।

কালোমাটিয়ায় একটি দশ চাকার ট্রাক বিকল হয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। গভীর রাতে কলকাতামুখী একটি কন্টেনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। তাতেই কন্টেনারের চালক স্টিয়ারিং ভেঙে চাপা পড়ে যান। স্থানীয় লোকজন উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা রিকোভারি ভ্যান এনে গুরুতর জখম অবস্থায় বাবন রায়কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে ইটাহার থানার পুলিশ।

বাইকের দাবিতে বধূকে মারধরে ধৃত তিন

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৯ ডিসেম্বর : চুক্তি মতো পণের টাকা দিতে পারেননি বধূর বাবা। জামাইয়ের চাহিদা মতো দিতে পারেননি বাইক। আর তাই গৃহবধূর উপর শুরু হয় নির্যাতন। নির্যাতিতার কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েই তিনজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

ধৃতদের নাম অখিল মণ্ডল (৪২), পারুল মণ্ডল (৩৫) ও প্রতিমা মণ্ডল (৩২)। ধৃতদের বাড়ি কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের বাখরাবাদে। নির্যাতিতার নাম রূপা মণ্ডল। তাঁর বাবার বাড়ি কালিয়াচকে। বিয়ে হয় বৈষ্ণবনগরের বাখরাবাদ ত্রিমোহনীতে।

কালিয়াচক

অভিযোগ, মাস কয়েক আগে রূপা মণ্ডলের বিয়ে হয়। কিন্তু পণ বাবদ যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল তা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করতে পারেননি দরিদ্র বাবা। এই নিয়ে কয়েক দিন ধরে তাঁর উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। কয়েকদিন ধরে তাকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল, মোটরবাইক না দিলে নাকি মেরে ফেলা হবে। এব্যাপারে রূপা মণ্ডল জানান, ‘বিয়ের সময় অনেক আসবাবপত্র ও টাকাপয়সা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওরা কিছুদিন ধরে একটি মোটরবাইকের দাবি করে বসে। মোটরবাইক দিতে অস্বীকার করায় আমার উপর অত্যাচার শুরু করে।’

বুধবার ভোররাতে অভিযান চালিয়ে রূপা মণ্ডলের এক ননদ ও জা সহ তাঁর ভাশুরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও বাকিরা পলাতক। কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী বলেন, ‘বধূ নির্যাতনের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।’

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন

বাসিন্দা সোহেল হাসান - কে 17.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93G 09193 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি যে পদ্ধতিতে আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়েছে তা খুবই আশ্চর্যজনক এবং আকর্ষণীয় ছিল। আমি সামান্য পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম। পদ্ধতিটি সহজ হবে এবং যে কেউ তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন। আমি এই সুযোগের জন্য ডিয়ার লটারির কাছে আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চোলাই আটক

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : ১০ লিটার চোলাই সহ এক তরুণ মদ বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রবি পাসমান (২৪) । বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের তুলসীতলায়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার দুপুরে রায়গঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। পুলিশসূত্রে খবর, গতকাল রাতে চপের দোকানকে ঢাল করে সে মদ বিক্রি করছিল। গোপন সূত্রে খবর সময় পুলিশ সেখানে পৌঁছে রবি পাসমানকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃতকে সিজেএম কোর্টে তোলা হয়।

পুকুর ভরাট ঘিরে বিতর্ক

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : দিনেদুপুরে পুকুর ভরাটকে ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হল কালিয়াগঞ্জে। বুধবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জ কলেজ মাঠ লাগোয়া ভাণ্ডার পঞ্চায়েত এলাকায় পুকুরের পাড় ঘেঁষে কয়েক গাড়ি আবর্জনা ফেলে পুকুর ভরাট করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে বিতর্ক শুরু হয়। বুধবার কালিয়াগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে তদন্তে গিয়ে সেখানে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সেখান থেকে নোংরা আবর্জনা তুলে ফেলারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুকুরের মালিকের ভাই অমল বর্মন বলেন, ‘পুকুরপাড় সংলগ্ন এলাকায় যেখানে ট্র্যাক্টরে আবর্জনা এনে ফেলা হচ্ছে সেই জমি আমাদের নয়। ফলে পুকুর ভরাটের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কালিয়াগঞ্জ ভূমি দপ্তরের আধিকারিক অভিতাভ মিশ্র জানান, ‘পুকুর ভরাটের অভিযোগ পেয়েছিলাম। আমি স্পটে নিজে গিয়ে সে ধরনের কোনও ঘটনা দেখিনি। তবে, সেখান থেকে আবর্জনা তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেই।’

বিষপানে মৃত্যু দম্পতির

গঙ্গারামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : পারিবারিক সমস্যা। সেখান থেকেই বচসা। তাই বিষপান করলেন দম্পতি, এমনই বক্তব্য পরিবারের। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে তপনের জোড়মূইলে। মৃতদের নাম বৈদ্য রাজবংশী (৩৬) ও কৃষ্ণা রায় (২৬)।

বৈদ্য পেশায় মৎস্যজীবী। প্রায় সাত বছর আগে বৈদ্যের সঙ্গে হারদিঘির কৃষ্ণা রায়ের বিয়ে হয়। তাঁদের তিন বছরের এক সন্তানও রয়েছে। পরিবারের দাবি, বুধবার সকালে হঠাৎ স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। পরিবারের লোকজন সকালে ঘরের ভেতর গিয়ে দেখেন, বিষপান করে ছটফট করছে ওই দম্পতি। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় রামপাড়া চ্যাঁচড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখান থেকে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। চিকিৎসা চলাকালীন বৃহস্পতিবার স্বামী ও স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

বাড়তে পারে শীতের তীব্রতা

পতিরাম, ১৯ ডিসেম্বর : গৌড়বঙ্গে শীতের তীব্রতা ২২ তারিখ থেকে আরও কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে এমনই পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছে। ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শীতের প্রভাব প্রায় একইরকম থাকবে। কিন্তু ২২ ডিসেম্বর থেকে গৌড়বঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় শীতের তাপমাত্রার পারদ সর্বনিম্ন ৯-১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে। ফলে এই সময় গৌড়বঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২২-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। যদিও শীতের তীব্রতা বাড়লেও বৃষ্টিপাতের কোনওরকম আশঙ্কা নেই। তবে ভোরের দিকে সামান্য কুয়াশা হতে পারে। আগামী পাঁচদিন উত্তর-পূর্বদিক থেকে ৬-৮ কিমি বেগে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যেতে পারে। বড়দিনের উৎসব ও পিকনিকের আনন্দ গৌড়বঙ্গের মানুষজন আরও বেশি করে উপভোগ করতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

কবিগানে এইডস রোধের বার্তা গাজোলে

গৌতম দাস

গাজোল, ১৯ ডিসেম্বর : এবার সচেতনতা প্রচারে হাতিয়ার কবিগান। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার উদ্যোগে, গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের আইসিটিসি বিভাগের পরিচালনায় একটি কবিগানের আসর বসে বুধবার। রাজ্যের প্রথম মহিলা কবিয়াল দুলালি চিত্রকর ও তাঁর সহ শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটি হয়।

এইচআইভি বা এইডস প্রতিরোধে কী ব্যবস্থা নিতে হবে, মায়ের থেকে সন্তানের মধ্যে সংক্রমণ রুখতে কী করণীয়, সেসবই প্রচার করা হয় গাজোলের কদুবাড়ি মোড়ের আসরে। ‘অধিকারের পথে চলুন’ স্লোগান দিয়ে এদিন গান পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালের আইসিটিসি কাউন্সিলার রাজীব দাস, কবিয়াল দুলালি চিত্রকর প্রমুখ।

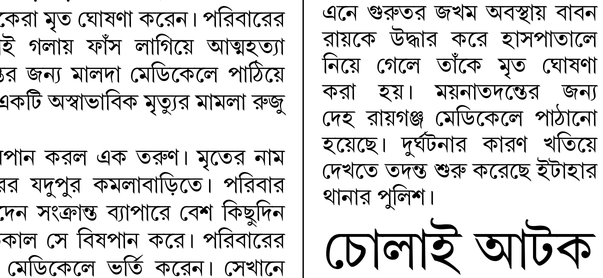

গানে প্রচার। বৃহস্পতিবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

রাজীব দাসের পরামর্শ, ‘যাতে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে, মায়ের থেকে সন্তানের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়, সেসব নিয়েই কথা বলেছি আমরা। আজ দর্শকরা এই কবিগান ভীষণ উপভোগ করেছেন। কদুবাড়ি মোড়ের পর পাঁচপাড়াতে এই কবিগান হবে।

দুলালি চিত্রকরের বক্তব্য, ‘বাংলার প্রথম মহিলা কবিয়াল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। কবিগানের মধ্যে দিয়ে সচেতনতা প্রচার করি। ভারতবর্ষের ছটি রাজ্যে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান করেছি। এছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশে অনুষ্ঠান করেছি। খুব সহজসরল ভাষায় সমস্ত কিছু বলা হয়েছে।’

কিছুদিন ধরেই মালদা জেলায় এইচআইভি বিষয়ক সচেতনতামূলক কবিগান পরিবেশন করে চলেছে এই দলটি। তার মধ্যে দিয়েই এইডস সম্পর্কে বিভিন্ন বার্তা তুলে ধরছেন দলের সদস্যরা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোন : শিয়ালদহ ডিভিশন-বাণিজ্যিক, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। অকশন ক্যাটালগ নং : এসডিএএইচ-পার্সেল-৩৭। নিলামকারী কর্তৃপক্ষ : সিনি. ডিসিএম/এসডিএএইচ। নিলাম শুরু হবে (সকল লটের) : ০৩.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টায়। নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় : ০৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ২০ মিনিট। স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির জোন : ১২০ সেকেন্ড। স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির সময়কাল : ১২০ সেকেন্ড। প্রাথমিক কুলিং অফ পেরিয়ড : ৩০ মিনিট। ক্রমান্বয়িক লট বন্ধের অন্তর্বর্তী সময় : ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি : ১০ বার। সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি : স্বয়ংক্রিয়। আরপি প্রদর্শিত হবে - না, আরপি-র চেয়ে কম দর অনুমোদিত - হাঁ। বিবরণ : এসএলআর কোচের পার্সেল স্পেস (এক কামরা) [এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১৭ পর্যন্ত] এবং পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস [এসইকিউ নং. এবি/১]। এসইকিউ. নং., লট নং /বিভাগ, ট্রিপ সংখ্যা /দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নোক্ত মতো হবে : এএ/১, ১৩১৫৩-এসএলআর-আর১- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট। এএ/২, ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, সকাল ১১টা ৪০ মিনিট। এএ/৩, ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, সকাল ১১টা ৫০ মিনিট। এএ/৪, ১১৬০৭-এসএলআর- এফ১- কেওএএ-এমডিকেএন-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা। এএ/৫, ২২১৯৭-এসএলআর- এফ১- কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ১০ মিনিট। এএ/৬, ১৩১৭৩-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৭, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ২০ মিনিট। এএ/৭, ১৩১৭৫-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট। এএ/৮, ১২৩১৭-এসএলআর- এফ১- কেওএএ- এএসআর-২২-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৫, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট। এএ/৯, ১৯৪১৪-এসএলআর- এফ১- কেওএএ -এডিআই -২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট। এএ/১০, ১৩১৪১-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ -এনওকিউ -২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা। এএ/১১, ১৩১০৫-এসএলআর- এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১২, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ১০ মিনিট। এএ/১২, ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২- এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১২, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ২০ মিনিট। এএ/১৩, ১৩১৪৫- এসএলআর-এফ১-কেওএএ- আরডিপি-২৪-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। এএ/১৪, ১৩১৬৫-এসএলআর-আর ১-কেওএএ- এসএমআই-২৩-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ৪০ মিনিট। এএ/১৫, ১২৫০১- এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এজিটিএল-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ৫০ মিনিট। এএ/১৬, ১২৩১৩- এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টো। এএ/১৭, ২২৩২৩- এসএলআর-এফ১-কেওএএ -জিসিটি-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টো ১০ মিনিট। এবি/১, ১৩১৫৫-১৩১৫৬-তিপি-১- কেওএএ - এসএমআই -২৪-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান), ২০৮, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টো ২০ মিনিট। দর হার একক : প্রতি ট্রিপের লাইসেন্স ফি [এসইকিউ. নং. এএ/১ থেকে এএ/১৭ পর্যন্ত] এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (দুই অভিমুখে) [এসইকিউ. নং. এবি/১-এর জন্য]। ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) : ০.২ [প্রতি ক্ষেত্রে]। প্রদেয় বায়না অর্থ : ৫% [প্রতি ক্ষেত্রে]। প্রয়োজনীয় টার্নওভার : ০ [এসইকিউ. নং. এএ/১ থেকে এএ/৫, এএ/৮ থেকে এএ/১৫ এবং এএ/১৭ -এর জন্য], ২০০০০০০ [এসইকিউ. নং. এএ/৭ ও এবি/১ -এর জন্য] এবং ৫০০০০০০ [এসইকিউ নং. এএ/৬ ও এএ/১৬-এর জন্য]। লট স্ট্যাস : আরপি পেন্ডিং [প্রতি ক্ষেত্রে]। SDAH-280/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শুক্রবার, ৪ পৌষ ১৪৩১, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১১ সংখ্যা

কোপের নেপথ্যে

শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সদস্যই শৃঙ্খলা ভাঙলেন। তৃণমূল নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে, অন্যায় করেছেন ফিরহাদ হাকিম। দলের একজন সিনিয়ার নেতার সম্পর্কে প্রকাশ্যে এমন অবস্থান ঘোষণা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। ফিরহাদ তৃণমূলের প্রথম দিন থেকে দলে আছেন। তিনি মন্ত্রী এবং কলকাতার মতো মহানগরের মেয়র। সবচেয়ে বড় কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে আস্থাভাজনদের অন্যতম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অম্লমধুর সম্পর্ক থাকলেও ফিরহাদ রেহাই পেয়ে যান মাথার ওপর তৃণমূল নেত্রীর বরাভয় থাকায়।

এমন হাইপ্রোফাইল নেতাকে দল শুধু ভর্ৎসনাই করল না, খোদ দলনেত্রী সেন্সর করলেন। আগামী কিছুদিন সরকারি, বেসরকারি কোনও কর্মসূচিতে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন মমতা। ফিরহাদের মতো নেতার জন্য কড়া ডোজ সন্দেহ নেই। দলের সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু মুখ তিনি। বাংলায় তৃণমূলের শক্ত ভোটব্যাংক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই। তা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে এত কড়া অবস্থান গ্রহণ তৃণমূলকে করতে হয়েছে অনেক হিসাবনিকাশ করেই।

মমতার সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে চিড় ধরানোর কোনও অবকাশ আর নেই বুঝে বিজেপি এখন ব্যস্ত মেরুকরণে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর দলের সভায় সেই অ্যাজেন্ডাটা বলে ফেলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে মেরুকরণের পালে আরও হাওয়া তুলে দিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী সেটা ভালো করেই জানেন। সেজন্য বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে তিনি প্রথম থেকেই সাবধানি পদক্ষেপ করে চলেছেন।

ওপার বাংলায় হিন্দু নির্যাতন ঠেকানোর ভার তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রের হাতে। আরেক কদম এগিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবস্থাই নিক, তৃণমূল তার পাশে থাকবে। ফলে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনাকে ব্যবহার করে বিজেপির মেরুকরণের মরিয়া প্রয়াসে খানিক চোনা ফেলে দেন মমতা। তার ওপর পুরীর আদলে দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির তৈরি করে বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতিতে তিনি ভাগও বসিয়েছেন। যেজন্য রাগে-ক্ষোভে বিরোধী দলনেতার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, পুরীর বিকল্প দিঘা হিন্দুরা মানবে না।

তাতে হিন্দুত্বের ব্যাটনটা বিজেপির একা বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ষোলোআনা বাজিমাত করতে পারে, এমন সম্ভাবনা নিশ্চিত নয়। এই যখন অবস্থা, তখন ফিরহাদের মন্তব্য মমতার সতর্ক প্রয়াসে খানিকটা জল ঢেলে দিয়েছে। যদিও পুরমন্ত্রীর সাফাইটা ফেলে দেওয়ার নয়। তাঁর সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠার যে মন্তব্য নিয়ে এত বিতর্ক, তা তিনি পাটিগণিতের সরল অঙ্কে বলেননি বলে জানিয়েছেন।

কলকাতার মেয়রের যুক্তি, সংখ্যালঘুদের আর্থিক-সামাজিক অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ শিক্ষায় পিছিয়ে থাকাকে দূর করার লক্ষ্যে কাজ করার ডাক দিয়েছিলেন তিনি। বিজেপি সেই কথার অপব্যাখ্যা করেছে বলে বোঝাতে চেয়েছেন ফিরহাদ। কিন্তু বিজেপি এই নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক জলঘোলা করে ফেলেছে। কোনও কোনও মহল ফিরহাদকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণের দাবি করছে। ধর্ম নিয়ে এখন সমাজে স্পর্শকাতরতা মাত্রাতিরিক্ত।

তৃণমূল নেত্রী তাই ঝুঁকি নিতে চাননি। ফিরহাদের কথায় হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা ঠেকাতে মমতা এত কড়া পদক্ষেপ করেছেন। তাতে দলের সংখ্যালঘু মুখকে সাময়িক বলি দিতে হলে তাই সই, কিন্তু বিজেপির মেরুকরণের একক চেষ্টা সফল হতে দিতে রাজি নন তিনি। ফলে কিছুদিন সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচি থেকে দূরে থাকার এই নিদান।

তাতে নতুন সাফাই দিতে গিয়ে আবার বিতর্ক ডেকে আনার ঝুঁকিতে লাগাম টেনে রাখা গেল। ফিরহাদকে কিন্তু শোকজ করা হয়নি। যেটা দলের আরেক সংখ্যালঘু নেতা হুমায়ুন কবীরের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। প্রাক বড়দিনের কর্মসূচিতে মমতার পাশেই দেখা গেল ফিরহাদকে। বোঝা যাচ্ছে দিন কয়েক গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হলেও ফিরহাদকে স্বপদে রেখে দেওয়াই মমতার কৌশল।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা-ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া। – শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

দাবার ভারত ও ভারতের দাবা বিপ্লব

গুকেশের বিশ্বজয় বোঝাল দক্ষিণ ভারতে দাবার বিস্ফোরণ। আনন্দের মতোই বড় ভূমিকা ম্যানুয়েল অ্যারনের।

নির্মল নাথ

গুকেশ ডোম্মারাজু বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জেতায় ভারত একটা অবিশ্বাস্য রেকর্ড স্পর্শ করল। জানি না, ক'জন এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন। ভারত আক্ষরিক অর্থেই বর্তমান বছরে দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। গুকেশ ব্যক্তিগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতীয় মহিলা ও পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন। দাবা অলিম্পিয়াডই দলগত বিভাগে শ্রেষ্ঠ দাবা প্রতিযোগিতা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ কয়েকবার এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। তাছাড়া অন্য কোনও দেশের এই কৃতিত্ব ছিল না। ভারত এবার সেটাই অর্জন করল।

ভারতের এই কৃতিত্বে যাঁর বুকটা সংগত কারণেই দশ হাত হওয়ার কথা, সেই ম্যানুয়েল অ্যারন ভারতীয় দাবায় পথপ্রদর্শক। একসময় ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে তা আবার মিটেও গিয়েছিল। এই তামিল খ্রিস্টান ভদ্রলোকই দেশে প্রথম রাজ্য দাবা সংস্থা বানিয়ে রাজ্য দাবার আয়োজন করেছিলেন। তারপর বছর কয়েকের মধ্যেই হল পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র দাবা সংস্থা। ভারতে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' গড়ার কাজ সেই শুরু।

ম্যানুয়েল ছিলেন দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম)। সেটা ছিল ১৯৬১ সাল। ওঁর ১৭ বছর পর দেশের দ্বিতীয় আইএম হয়েছিলেন ভি রবিকুমার। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ দেশের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হন ১৯৮৮ সালে। গত মে মাসে পি শ্যামনিখিল দেশের ৮৫ নম্বর গ্র্যান্ড মাস্টারের খেতাব অর্জন করেছেন। এর মধ্যে চারজন মহিলা। বিশ্বনাথন আনন্দ থেকে গুকেশ এবং দেশের সর্বশেষ 'জিএম' শ্যামনিখিল পন্নুস্বামী, সবাই তামিল। দেশের 'গ্র্যান্ড মাস্টার তৈরির কারখানা' তামিলনাড়ুর 'জিএম'-এর সংখ্যা তিরিশ। ৮৮ বছরের অ্যারন দেখছেন, তিনি যে চারাগাছটি গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে রোপণ করেছিলেন সেটি আজ মহীরুহে পরিণত।

দাবার জন্ম কোথায়, এ নিয়ে একসময় যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। ইতিহাসবিদদের অধিকাংশই মনে করেন, পৌরাণিক ভারতের 'চতুরং' খেলাটিই আজকের দাবা। ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে 'চতুরং' তৎকালীন পারস্যে প্রবেশ করে হয় 'শতরঞ্জ'। শুধু পারস্যে নয়, অনাহূত মুসলিম শাসকদের হাত ধরে আবার দাবা যখন ভারতে ফিরে আসে, তখন থেকেই দাবা 'শতরঞ্জ'। আওয়াধের নবাব কবি ও দার্শনিক ওয়াজিদ আলি শাহ'র 'শতরঞ্জ'-প্রেম নিয়েই সত্যজিৎ রায়ের বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'।

সত্যজিৎ ইচ্ছে করলেই 'চতুরং' নামটি ফিরিয়ে আনতে পারতেন, কিন্তু স্বদেশ প্রীতি দেখাতে গিয়ে উনি ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করেননি। তো চতুরং হোক বা শতরঞ্জ, এখানে খেলাটা হত ভারতীয় নিয়মে-- বোড়ে একটার বেশি চাল দিতে পারত না। আন্তর্জাতিক নিয়মে বোড়ে প্রথম চালটা দু'ঘর-ও দিতে পারে। আর রাজার 'ক্যাসলিং' বলে কোনও চাল ভারতীয় প্রথায় ছিল না। ভারতীয় দাবায় এইরকম প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক পরিবর্তনগুলোও এনেছিলেন অ্যারন। নাহলে ভারত অনেক পিছিয়ে থাকত।

একসময়ে দাবার একচ্ছত্র সম্রাট সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর আজকের রাশিয়ার শেষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভ্লাদিমির ক্রামনিক। ২০০৭ সালে তাঁকে হারিয়েই প্রথমবার বিশ্ব খেতাব জিতেছিলেন আনন্দ। তারপর রাশিয়ার দাবা অস্তাচলে। ভারতের উত্থান শুরু। ভারতের এই উত্থান মেনে নিতে পারেননি ক্রামনিক ও রুশ দাবা সংস্থা। গুকেশ বিশ্ব খেতাব জেতার পরই ক্রামনিক বললেন, 'এন্ড অফ চেস। এত বাজে খেলা ভাবা যায় না।' আর খেতাবি লড়াইয়ের শেষ গেমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেন ভুল চালে হারতেই রুশ দাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট দাবি করলেন, 'লিরেন গট-আপ খেলেছে। ফিডে তদন্ত করুক।'

ফিডে এই দাবি সঙ্গে সঙ্গেই খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ভারতের গুকেশের নয়, ভারতের সাফল্য রাশিয়া মেনে নিতে পারছে না। অথচ ক্রামনিকের ঘোষিত মেন্টর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ কিন্তু হাসিমুখে গুকেশের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেন প্রশংসা করেছেন গুকেশের। গুকেশের এই জয়কে ম্যাজিকাল বললেই বোধ করি সঠিক মূল্যায়ন করা হয়। ববি ফিশার, কাসপারভ ও কার্লসেনের সঙ্গে একই পংক্তিতে চলে এলেন গুকেশ।

ম্যানুয়েল অ্যারন দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম)। সেটা ছিল ১৯৬১ সাল। ওঁর ১৭ বছর পর দেশের দ্বিতীয় আইএম হয়েছিলেন ভি রবিকুমার। আনন্দ দেশের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হন ১৯৮৮ সালে। গত মে মাসে পি শ্যামনিখিল দেশের ৮৫ নম্বর গ্র্যান্ড মাস্টারের খেতাব অর্জন করেছেন। এর মধ্যে চারজন মহিলা।

এই তিন কিংবদন্তির মতো প্রথমবার ক্যান্ডিডেটস দাবায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেই জিতলেন বিশ্ব খেতাব। আর এই তিন কিংবদন্তিকে পিছনে ফেলে এমন একটি নজির সৃষ্টি করলেন গুকেশ, যা ভাঙা প্রায় অসম্ভবই। এতকাল সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্ব খেতাব জেতার নজির ছিল কাসপারভের। গুকেশের এই রেকর্ড যেন উসেইন বোল্টের ৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়োনো। বোল্টের এই বিশ্ব রেকর্ড কবে কে ভাঙতে পারবেন, আদৌ কোনও দিন ভাঙা সম্ভব হবে কি না, সময়ই তার উত্তর দেবে। কাসপারভের কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব খেতাব জেতার রেকর্ড গুকেশ ভাঙলেন চার বছরেরও বেশি কম সময়ে।

দাবার মতো একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার খেলায় চার বছরের বেশি কম সময় একটা দীর্ঘ পথ। একজন দাবাড়ু যখন একটা চাল দেন, তখন তিনি পরবর্তী অন্তত দশ বারোটা চালের পারমুটেশন কম্বিনেশন ভেবে রাখেন। যাঁর আইকিউ যত বেশি, তাঁর চিন্তাশক্তি আরও বেশি। ফলে তিনি আরও বেশিসংখ্যক চালের পারমুটেশন কম্বিনেশন করতে পারেন। অনেক সময়ই সময়ের চাপে ভুল চাল দিয়ে ফেলেন দাবাড়ু। সময়ের চাপে পড়ে গেলে প্রতিপক্ষ সেই সুযোগ নিয়ে ভুল চাল দিতে বাধ্য করেন।

বিশ্বের সব খেলার পরিণতি একটা ভুলের ফল। গুকেশের কৃতিত্ব এখানেই যে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লিরেনকে তিনি ভুল চাল দিতে বাধ্য করেছিলেন। যে ছেলেটা সাত বছর বয়সে অনূর্ধ্ব-১২ ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জেতে এবং মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়, তার ক্ষমতা যে সুপার হিউম্যানিক স্বীকার করতেই হবে। লিরেন 'ব্লান্ডার' করেছেন বলে গুকেশের জয়কে যাঁরা খাটো করতে চাইছেন, তাঁরা ভারতের এই বছরের অসাধারণ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত।

ভারতীয় দাবাকে বিশ্বের মানচিত্রে প্রথম তুলে ধরেছিলেন, মুম্বইয়ের সুলতান খান ও গুলাম ফতিমা। এঁরা দুজনেই ছিলেন কর্নেল নবাব উমের হায়াত খানের কাজের লোক। সুলতান ছিলেন রাঁধুনি এবং ফতিমা ঘরদোর পরিষ্কার রাখতেন। সুলতানের কাছে দেখে দেখে দাবা শিখেছিলেন ফতিমা। তারপর দুজন হয়ে উঠেছিলেন দাবা খেলার পার্টনার। হায়াত খান দাবায় ওঁদের আগ্রহ দেখে, ১৯৩০ সালে পাকাপাকিভাব ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার সময়, উনি সুলতান ও ফতিমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। ১৯৩৩ সালে দুজনেই ব্রিটিশ চেস চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেন এবং দুজনেই খেতাব জিতেছিলেন। ফতিমা এগারো রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় সাড়ে দশ পয়েন্ট পেয়েছিলেন। তিনি জিতেছিলেন তিন পয়েন্টের ব্যবধানে। আর সুলতান পরপর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তারপর দেশে ফিরে আসেন। দুজনে যদি শিক্ষিত হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই ওই সময়ে লোকের বাড়ি কাজ করতে হত না।

গত বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে মেসি আলভারেজকে দিয়ে যে গোলটি করিয়েছিলেন, সেই গোলটি ভাবুন। মেসি ডান দিক দিয়ে উঠছেন। তাঁকে ফ্রান্সের দুজন ডিফেন্ডার আটকানোর চেষ্টা করছেন। জার্সি টেনেও থামাতে পারছেন না। তারপর মেসি বক্সে না ঢুকেই গোল লাইন থেকে একটা মাইনাস করলেন। বলটা ফ্রান্সের দু'-তিনজন ডিফেন্ডারের পায়ের তলা দিয়ে আলভারেজের পায়ে। আলভারেজের গোল না করতে পারার কোনও বাধা ছিল না। আসলে মনে হয়, বড় বড় খেলোয়াড়দের সুপার হিউম্যানিক ক্ষমতা গড়ে ওঠে। যার জন্য শুধু প্র্যাকটিস ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না।

দিব্যেন্দু বড়ুয়া ভারতের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার। দিব্যেন্দু জিএম হয়েছিলেন ১৯৯১ সালে। তাঁর সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে বেশ কিছু প্রতিভাবান দাবাড়ু উঠে এসেছিলেন বাংলায়। যেমন সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চন্দ, নীলোৎপল সাহা, সপ্তর্ষি রায় প্রমুখ। সূর্যশেখর বিশ্ব খেতাবি লড়াইয়ে আনন্দের টিমেও ছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েই এঁরা সন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে আর এগোতে পারেন না। আর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে খেলার পরিকাঠামো করুণ অবস্থায়। ক্লাবগুলো বার্ষিক দু'লক্ষ টাকা করে বার্ষিক সরকারি অনুদান পেয়ে এখন সব বিয়েবাড়িতে পরিণত। খেলা সব লাটে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

১৯১৯

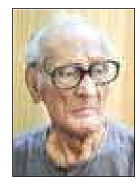

নাট্যব্যক্তিত্ব খালেদ চৌধুরী আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

আলোচিত

অনেক অপমান সহ্য করতে না পেরেই আমার ছেলে অবসর নিয়েছে। আমিও খবরটা জানতে পারি শেষমুহূর্তে। যেভাবে দ্রুত ও সিদ্ধান্ত নিল তার পেছনে অনেক কারণ। অশ্বীনই শুধু জানে, হয়তো অপমানটাই কারণ।

– রবিচন্দ্রন

ভাইরাল/১

নবদম্পতির নাচ সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলছে। সবে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আসরেই 'পুষ্পা ২'-এর 'আঙ্গারো কা আম্বার সা' গানের তালে স্বামীর সঙ্গে চুটিয়ে নাচলেন নববধূ। আল্লু অর্জুন-রশ্মিকার মতো নেচে অতিথিদের অবাক করে দিয়েছেন তাঁরা।

ভাইরাল/২

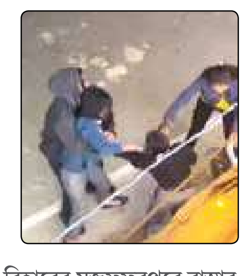

বিহারের মুজফফরপুরে রাস্তার মাঝে দুই তরুণীর পরস্পরকে জুটোপেটা করার ভিডিও ভাইরাল। দুই তরুণী একটি ছেলের বান্ধবী। আর সেই ছেলেটিকে নিয়ে তরুণীদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। শেষে হাতাহাতি থেকে জুতো ছোড়াছুড়ি শুরু হয়।

জনমত

পাড়ার মধ্যে পেট্রোল-ডিজেল বিক্রিতে রাশ টানা হোক

শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে অবৈধ পেট্রোল-ডিজেলের রমরমা কারবার। ছোট মুদির দোকান থেকে পানের দোকান, এমনকি দর্জির দোকানেও পাওয়া যাচ্ছে এই অতি দাহ্য পদার্থ। প্রতিবেশীদের প্রতিবাদের ইচ্ছে থাকলেও পাছে সম্পর্ক খারাপ হয় সেই ভয়ে অনেকেই কিছু বলার সাহস করে উঠতে পারে না।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, দুই চাকার গাড়ি ১০০ টাকা, ৫০ টাকার তেল ভরে দিব্যি চলে যাচ্ছে। প্রশাসন মাঝেমধ্যে এইসব কারবার বন্ধ করার চেষ্টা করলেও সফল হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ সচেতনতার অভাব। এই তো কিছুদিন আগেই শিলিগুড়ির শান্তিনগরের একটি বাড়িতে অবৈধ পেট্রোল মজুত করে রাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিতও হয়। অথচ আমরা দু'পয়সা বেশি আয়ের আশায় এই অবৈধ কারবারে লিপ্ত হয়ে পড়ছি।

প্রশাসনের তরফে সবার ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। আমাদেরই এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। জনসাধারণের কাছে অনুরোধ, যারা অবৈধ তেল বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত তাদের যেন আর তেল কেনার মাধ্যমে উৎসাহিত না করা হয়। প্রয়োজনে সচেতনতার পাঠও দেওয়া যেতে পারে। সেইসঙ্গে আরও একটু সক্রিয় হওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আর্জি রইল।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

দুর্গাপুজো কমিটি এবং অনুদান

পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটিকে সরকারি অনুদান দেওয়া শুরু হয়েছিল প্রথম ২৫ হাজার টাকা থেকে। অনুদানের পরিমাণ প্রতি বছরই বাড়ানো হচ্ছে। এবছর (২০২৪) ৪৩ হাজারেরও কিছু বেশি পুজো কমিটিকে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়ে মোট ৩৬৫ কোটিরও বেশি রাজস্ব ব্যয় করা হয়েছে।

অনেক পুজো কমিটি সরকারি অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও সাধারণ ব্যবসায়ীদের থেকে জোরজুলুম করে চাঁদা আদায় করেছে। তাছাড়া সরকারি অনুদানের অর্থে রাতভর ডিজে বাজানো, নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের দৃশ্য তো হামেশাই গোচরে আসে।

বেশিরভাগ পুজো কমিটির কাছে সরকারি অনুদান খরচ করার সাপেক্ষে কোনও ভাউচার রাখা হয় না। তাই যেসব দুর্গাপুজো কমিটি সরকারি অনুদান পেয়েছে, সেইসব কমিটির পুজো সম্পাদনের বিষয়ে সব আয় এবং ব্যয়ের হিসাব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের দ্বারা করানো হোক এবং পরের বছরের অনুদান পাওয়ার জন্য ওই অডিট সার্টিফিকেট পেশ করা বাধ্যতামূলক করা হোক।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

হিংসার উৎসবে বাজে মরণের উন্মাদরাগিণী

ঘৃণাই যদি আশ্রয় হবে আমাদের, তবে এত কবি, এত প্রাবন্ধিক, এত ঔপন্যাসিক, এত গীতিকার– এসবের দরকারটাই বা কীসের?

কল্যাণময় দাস

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের কেউ নেই, একথা বললে প্রকৃতার্থে মিথ্যেই বলা হবে। সত্যি কথা হল, যুদ্ধ ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই এই বিশ্বে। রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় প্রমুখ আছে ঠিকই বইয়ের পাতায় পাতায়, কিন্তু যুদ্ধ আছে আমাদের প্রতিটি মনে মনে, পাড়ায় পাড়ায়, দেশে দেশে। 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম-প্রলয়মন্থনক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায় ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়'। ১৮৯৯ সালে রবিবাবু এই কবিতাটা লেখেন। ১২৫ বছর পরেও কতটা প্রাসঙ্গিক এই কবিতা! প্রতিবেশী দেশ তো বটেই মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায় আমরা কতটা বর্বর এবং কতখানি সভ্য!

পৃথিবীর তামাম সংবাদমাধ্যমে সবসময় ছোট-বড় নানান হিংসার ছবি দেখানো হচ্ছে। দেখলে মনে হয় মানুষ প্রকৃতার্থে হিংসার মধ্যেই বসবাস করতে ভালোবাসে। পাড়া-মহল্লার বাঁশ-বাখারির ডাং থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার বম্ব– চিত্রটা ভয়ানক। কোথাও জমি দখল তো কোথাও দেশ দখল। কোথাও মেয়ে দখল তো কোথাও পুরুষ দখল। চারদিকে জল-জঙ্গল-জমি দখলের দবদবা। রাষ্ট্র ক্রনি-ক্যাপিটালিজমে আর রাজনীতি 'দাদা' ইজমের কলার তুলে এগিয়ে চলেছে। কোথায় যাবে নাগরিক! কীভাবে এর থেকে নিস্তার পাবে পৃথিবী– কারও কাছেই এর বৈজ্ঞানিক উত্তর নেই, নেই দর্শনগত উত্তর। আর থাকলেও শুনছেই বা কে?

আমাদের সামনে কোনও 'ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণ' নেই, শুধু চারপাশে 'সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ'। পড়শি দেশেও তাই। একে অন্যকে ঘেন্না করতে শেখাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে, মিডিয়ায়। আমরা সেই ঘেন্না বহন করে নিয়ে চলেছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের দিকে। এর শেষ নেই। ঘৃণাই যদি আশ্রয় হবে আমাদের তবে এত কবি, এত কবিতা, এত প্রাবন্ধিক, এত প্রবন্ধ, এত ঔপন্যাসিক, এত উপন্যাস, এত গীতিকার, এত গান– এসবের দরকারটাই বা কীসের? একসময় আমরা আবৃত্তি করেছি– 'তোমার শীতললক্ষা আর আমার ময়ূরাক্ষী/তোমার ভৈরব আর আমার রূপনারায়ণ... আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল'। সবই কি বৃথা!

অন্ধ হিংসার ভেতর জন্ম নিচ্ছে নিজেকেই মারার প্রক্রিয়া। জন্ম নিচ্ছে ভাষা থেকে শুরু করে সমগ্র অস্তিত্ব বিপন্ন করার অভিপ্রায়। জন্ম নিচ্ছে একটা প্রবল বর্ণময় সৃজন-ঐশ্বর্যে-ভরা ভাষাগোষ্ঠীকে শেষ করে দেবার চিন্তন। এই ঘূর্ণিপাকে দুই দেশের গলাগলি কখন যেন গালাগালিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে অপরিণত ছেলেছোকরাদের ইতরামিতে, তা কেউ গায়েই মাখছি না। কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হল, হচ্ছে। শুধুমাত্র হাহাকার ছাড়া আমাদের মতো লেখুড়েদের আরও কী-ই বা করার আছে! সমস্ত আশার বাণীকে থেকে থেকেই মনে হয় অসার বাণী। কেননা আমরা এতবার ঠকেছি রাষ্ট্রযন্ত্রের ঠোক্করে, এতবার ছিন্নমূল হয়ে ছন্নছাড়া হয়েছি– তবু কি একবারও আমাদের কোনও জ্ঞান হয়েছে? মাঝে মাঝে মনে হয় 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে' নিজেদের বিপন্ন করে তোলার অন্ধকার বাসনা। এর থেকে কি মানুষের রেহাই নেই!

বছরের শেষপ্রান্তে এসে একটাই কামনা তবু আমাদের হোক, 'আমরাই একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ/মর্মের মধুকর, মঙ্গলের দূত/আমরাই চিরন্তন কুশলসাধক'।

(লেখক নাট্যকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৮

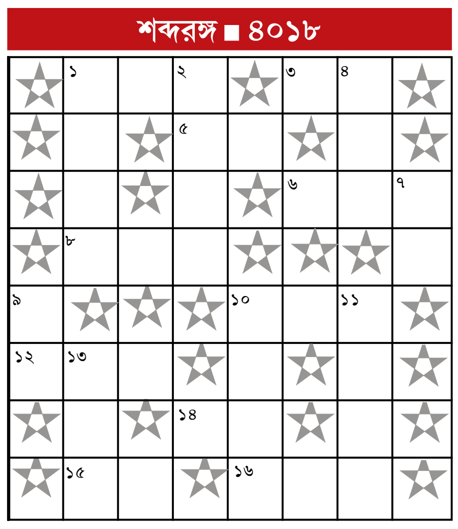

পাশাপাশি : ১। উলের তৈরি বসার আসন ৩। দহন বা জ্বলন ৫। পল্লি বা পাড়া ৬। বাগে আনা, জবরদখল বা গ্রাস ৮। এক ধরনের পাখি ১০। মহাসাগর বা অনন্ত জলরাশি ১২। প্রচণ্ড ধারালো বা তীক্ষ্ণ ১৪। মেয়েদের কোমরে কাপড়ের গিঁট ১৫। গাছের মূল থেকে শাখা পর্যন্ত অংশ ১৬। রীতি বা আচরণবিধি।

উপর-নীচ : ১। অসাবধানতা বা অমনোযোগ ২। অকারণে যে প্রশংসা করে ৪। প্রতিবিধান, ভারমুক্ত করা বা কমানো ৭। ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ৯। সৌরজগতের একটি গ্রহ ১০। পাশা খেলায় দক্ষ ১১। তাড়িয়ে দেওয়া, বর্জন করা বা বাইরে রাখা ১৩। সুসজ্জিত পালকি।

সমাধান ■ ৪০১৭

পাশাপাশি : ১। অস্ফুট ৩। চারুলতা ৪। গরল ৫। বাসি বিয়ে ৭। দফা ১০। নিকা ১২। কিংখাব ১৪। তালাক ১৫। গোবেচারা ১৬। নারদ।

উপর-নীচ : ১। অপবাদ ২। টগর ৩। চালবাজ ৬। বিনুনি ৮। ফার্লং ৯। ধ্রুবতারা ১১। কাকপদ ১৩। ঢাকনা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মমতার গান

দুর্গাপুজোর পর বড়দিন উপলক্ষ্যেও গান লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরও তিনিই দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্কের অনুষ্ঠানে শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সেই গান শোনানো হয়।

সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ

রাজ্যে উপাচার্য নিয়োগে দেরি হওয়ায় এবার সুপ্রিম কোর্টে আইনি পরামর্শ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, '১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ আটকে রয়েছে।'

ট্রেন বাতিল

শনিবার থেকে আগামী এক মাস হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৩০ জোড়া লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি বেশকিছু দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

শিশু বিক্রিতে ধৃত

হাওড়ার শালিমারে শিশু বিক্রি চক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। ধৃতের নাম সৌরভ অধিকারী। বাড়ি নদিয়ার হাঁসখালিতে।

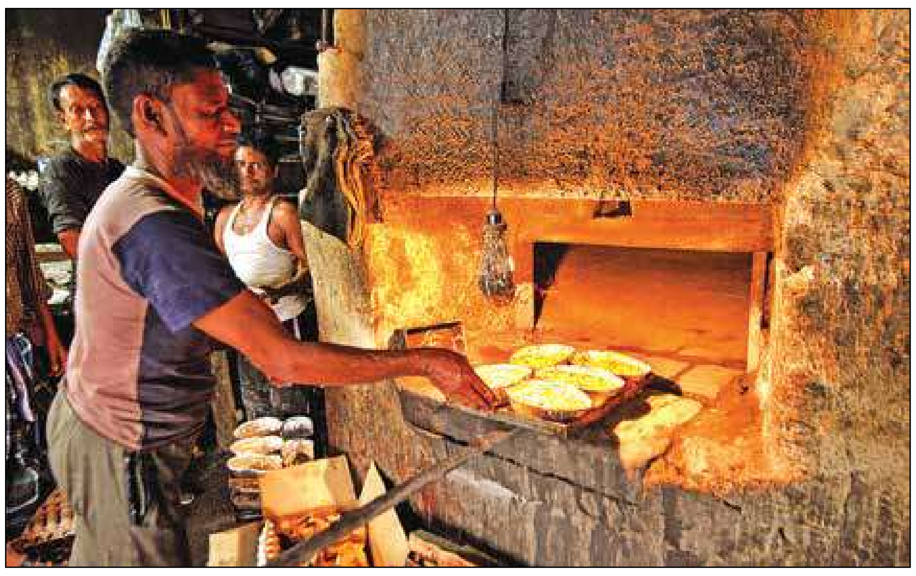

শীতকাল যেন মিলিয়ে দিল শহর ও গ্রামকে। একদিকে তৈরি হচ্ছে কেক, অন্যদিকে খেজুরের গুড়। বৃহস্পতিবার বৌবাজারের একটি বেকারিতে আবির চৌধুরী এবং নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

সেন্সর করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের অনুষ্ঠানে যোগ মেয়রের

সারাক্ষণ মমতার নজরে ববি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতির আবহে এদেশের সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরু হয়ে যাওয়ার কথা বলে বিতর্ক তৈরি করে দলের রোষানলে পড়েছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর মন্তব্য যে দল অনুমোদন করে না তা দলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল। আপাতত দশ দিন কোনও সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠান যেখানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেইসব অনুষ্ঠানেও ফিরহাদকে যেতে নিষেধ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার দক্ষিণ কলকাতায় ধনধান্য স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত সংখ্যালঘু দিবসের অনুষ্ঠানে দলের অন্যতম সংখ্যালঘু মুখ ফিরহাদ অনুপস্থিত ছিলেন। তখনই বোঝা গিয়েছিল, ফিরহাদকে কিছুদিনের জন্য হলেও সেন্সর করছে দল। কিন্তু বৃহস্পতিবার পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে বা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বড়দিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দেখা গেল ফিরহাদকে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিতে গিয়ে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ফিরহাদের নামই প্রথম করলেন। তখনই প্রশ্ন উঠছে, রাতারাতি কী এমন ঘটল যে ফিরহাদকে ফের স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনা হল? এদিন বিকেলের পর থেকে এই নিয়ে সরগরম থাকল রাজ্য রাজনীতি।

ক্রিসমাস কার্নিভাল উদ্বোধনে মমতা। রয়েছেন ফিরহাদও। বৃহস্পতিবার কলকাতার অ্যালেন পার্কে।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ মনে করছেন, ফিরহাদকে এদিন সংবাদমাধ্যমের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেখা যায়নি। দুটি অনুষ্ঠানে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেই ছিলেন। কারণ, ফিরহাদের মন্তব্যে যে মুখ্যমন্ত্রী রুষ্ট হয়েছেন, তা এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণেও উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'আমরা সব ধর্মকে সম্মান করি। কাউকে ছোট বা বড় মনে করি না।' মুখ্যমন্ত্রী যখন এই কথা বলছিলেন, তখন ফিরহাদকে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে থাকতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া ফিরহাদের এই মন্তব্য দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠরাও ভালো চোখে দেখেননি। 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতিতে দলকে চলতে হবে বলে অনেক আগে থেকেই বার্তা দিয়েছিলেন অভিষেক। তখনই ফিরহাদের প্রসঙ্গও এসেছিল। কারণ, রাজ্যের মন্ত্রীর পাশাপাশি ফিরহাদ কলকাতা পুরসভার মেয়র পদেও রয়েছেন। অভিষেকপন্থীরা প্রকাশ্যেই ফিরহাদের দুটি পদে থাকার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু পরে এই অধ্যায় কিছুটা হলেও স্থিমিত হয়ে যায়। এখন বেফাঁস মন্তব্যের পর তাঁকে একটি পদ থেকে সরানোর ব্যাপারেও ফের সওয়াল উঠতে শুরু করেছে। তাই এদিনের অনুষ্ঠানে ফিরহাদ থাকলেও তাঁকে কিন্তু বলতে দেওয়ার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাই ফিরহাদের বিরুদ্ধে সেন্সরশিপ উঠে গিয়েছে মনে করার কোনও কারণ নেই।

যদিও দলের অন্য অংশের বক্তব্য, ফিরহাদের ওই মন্তব্য বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা। দল যে তা অনুমোদন করে না, তা দলের পক্ষ থেকে আগেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, ফিরহাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছেন দলনেত্রী। ফিরহাদ এখনও দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য। কিন্তু সংবাদমাধ্যম তাঁর মন্তব্যে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল। বিরোধীরা সেই সুযোগ নিয়েছিল। তাই আপাতত তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে আসতে চাইছেন না। তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা অবশ্য বলেন, বাংলাদেশের এই অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলার বলছেন। সেখানে ফিরহাদের আগ বাড়িয়ে মন্তব্য করতে যাওয়া ঠিক ছিল না। তা দলনেত্রীও তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই বৃহস্পতিবার যে দুটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন, ফিরহাদকে তাঁর চোখে চোখেই রেখেছিলেন।

ফের তদন্তের আবেদন নির্যাতিতার বাবা-মা'র

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচারপ্রক্রিয়ায় ত্রুটির অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। আবারও তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। তবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এখনই নিম্ন আদালতে চলতে থাকা বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দেননি। সিবিআইকে বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর ওঠা অভিযোগ নিয়ে অবস্থান জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এখনই বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেনি। ২৪ ডিসেম্বর তদন্তের গতিপ্রকৃতি সিবিআইকে জানাতে হবে। তারপর আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে বলে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ।

নিম্ন আদালতে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। সম্প্রতি অতিরিক্ত চার্জশিট না দেওয়ার ফলে জামিন পেয়ে যান সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডল। তারপরই সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ঘটনার ৪ মাস পেরিয়েছে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে অভিযোগ, সিবিআইয়ের তদন্তের প্রকৃতি নিয়ে তাঁরা আস্থা রাখতে পারছেন না। এদিন আদালতে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র, রাহুল কর্মকার ও গার্গী গোস্বামী আদালতে জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অনেকেরই সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। আরজি কর হাসপাতালের ডেপুটি সুপারের সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। তদন্ত এবং বিচারপ্রক্রিয়া হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে চলুক।

> আমার সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে বাবা সাক্ষি দিয়েছে, মায়ের আর সাক্ষ্যের দরকার নেই। আদালতে রুদ্ধদ্বারকক্ষে বিচারপ্রক্রিয়া চলার সময় আমাদের থাকতে দেওয়া হয়নি।
>
> **নির্যাতিতার মা**

সিবিআইয়ের তরফে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার জানান, আদালতে এখনও পর্যন্ত ৫১ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তদন্ত কোন প্রক্রিয়ায় চলছে, সিবিআই তার সমস্ত নথি আদালতে পেশ করতে পারে। তাই বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ না দেওয়ার আর্জি জানায় সিবিআই। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নিম্ন আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া চলছে। আদালত এখনই তাতে স্থগিতাদেশ দিতে চায় না। প্রয়োজনে পুনরায় তদন্তের নজরদারি করতে পারে আদালত।

নির্যাতিতার বাবা এদিন বলেন, 'আমরা হতাশ। কিন্তু আমাদের তো আদালত ও সিবিআই ছাড়া কোথাও যাওয়ার পথ নেই।' নির্যাতিতার মা দাবি করে বলেন, 'আমার সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে বাবা সাক্ষি দিয়েছে, মায়ের আর সাক্ষ্যের দরকার নেই। আদালতে রুদ্ধদ্বারকক্ষে বিচারপ্রক্রিয়া চলার সময় আমাদের থাকতে দেওয়া হয়নি। সিবিআই এবং আইনজীবীর তরফে ভিতরে থাকতে নিষেধ করা হয়।' তবে তাঁরা অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা তদন্ত চাইছেন কি না সে বিষয়েও এদিন স্পষ্ট করা হয়নি।

সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত শিয়ালদা আদালতে ৫১ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে অতিরিক্ত চার্জশিট কবে আদালতে পেশ করা হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুক্রবার থেকে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

বড়দিনের ছুটি বাতিলে কেন্দ্রের নিন্দায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বড়দিনের উৎসবে যোগ দিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করতে ছাড়লেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অ্যালেন পার্কে বড়দিনের উৎসবে উদ্বোধনে গিয়ে কলকাতার সংস্কৃতি, সম্প্রীতির কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'কলকাতা হল সাংস্কৃতিক রাজধানী, কলকাতা সম্প্রীতিরও। সবচেয়ে দুঃখজনক ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন ন্যাশনাল হলিডে। সেই ছুটিও কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্য তা করেনি, আগামী দিনেও করবে না।' ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'আমরা এই রাজ্যে সম্প্রীতির বার্তা দিই। সমস্ত উৎসবে সবাই একত্রিত হই। আগামী কয়েকদিন পার্ক স্ট্রিট সারা বাংলার মানুষের গন্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। ভিড়ের জন্য ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটে গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হবে।'

চিকিৎসকদের ধর্নায় অনুমতি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিচার চেয়ে এবং সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে অবস্থান বিক্ষোভের পরিকল্পনা করে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস বা চিকিৎসকদের সংগঠন। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ এই ধর্না কর্মসূচিতে অনুমতি দিয়েছেন। ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁরা চৌরঙ্গীতে মেট্রো সিনেমা হলের বিপরীতে কর্মসূচি করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।

পদ্মে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতির সম্ভাবনা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : রাজ্য বিজেপি'র সদস্য সংগ্রহের হাল এমনই যে সাংগঠনিক নির্বাচনই প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করতে হবে দিল্লিকে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মণ্ডল, জেলা ও প্রদেশের নির্বাচন করা না গেলে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করতে হতে পারে গেরুয়া শিবিরকে। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে দলের রাজ্যস্তরে সক্রিয় সদস্যকরণ নিয়ে কর্মশালায় দলের প্রাথমিক সদস্যের যে তথ্য উঠে এসেছে তা থেকে এই আশঙ্কা করছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আশঙ্কার মধ্যেই রাজ্যে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনের জন্য রাজ্য রিটার্নিং অফিসার করা হল রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মনকে। সহযোগী হিসাবে প্রাক্তন সাংসদ সুভাষ সরকার ও তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায়কে দায়িত্ব দিয়েছে দল।

২৭ অক্টোবর অমিত শার হাতে শুরু হয়েছিল রাজ্যের সদস্যতা অভিযান। তারপর প্রায় দুই মাসে দফায় দফায় বিশেষ অভিযান করে এখনও পর্যন্ত রাজ্যস্তরে প্রাথমিক সদস্য করা গিয়েছে ২৬ লক্ষ ৯৩ হাজার। প্রাথমিক সদস্যতা করার জন্য ৩১ ডিসেম্বরের লক্ষ্মণরেখা টেনে দিয়েছে দল। এই পরিস্থিতিতে এদিন সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে প্রাথমিক সদস্যতা অভিযানের পর্যালোচনা ও পরবর্তী ধাপে সক্রিয় সদস্যতা অভিযান শুরুর বিষয়ে রাজ্যস্তরের কর্মশালা হয়। কর্মশালায় ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পান্ডে, অমিত মালব্যরা। সূত্রের খবর, সদস্য সংগ্রহের হাল দেখে এদিন ফের গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পান্ডে। রাজ্য নেতৃত্বের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সাংগঠনিক নির্বাচন করা যাবে তো?' পরিহাস করে বলেন, 'সদস্যতা অভিযানে আপনারা তো পাশ মার্ক পাওয়ার যোগ্য নন। ৩৪ পেলে পাশ, কিন্তু আপনারা পেয়েছেন ২৬ শতাংশের কিছু বেশি।'

সদস্যতা অভিযানে উত্তরবঙ্গে একমাত্র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জেলা ছাড়া বাকিরা ফেল। দক্ষিণবঙ্গে নবদ্বীপ জোন (রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, নদিয়া) ছাড়া বাকিদের অবস্থা তথৈবচ। শুভেন্দু অধিকারীর জেলা কাঁথি, তমলুক ছাড়া বাকি জেলার হাল খারাপ।

> সদস্যতা অভিযানে আপনারা তো পাশ মার্ক পাওয়ার যোগ্য নন। ৩৪ পেলে পাশ, কিন্তু আপনারা পেয়েছেন ২৬ শতাংশের কিছু বেশি।
>
> **মঙ্গল পান্ডে**

বৈঠকে যোগ দেওয়া এক নেতা বলেন, এখনও পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহের সংখ্যা লক্ষ্যের থেকে কয়েক যোজন দূরে। আগামী ১০-১২ দিনে খুব বেশি পরিবর্তন সম্ভব নয়। ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে জেলা ও মণ্ডল স্তরে সক্রিয় সদস্যকরণের কর্মশালা। ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে বুথের সাংগঠনিক নির্বাচন। এরপর দু-সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে মণ্ডল ও জেলার নির্বাচন শেষ করতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রতি মণ্ডলে অন্তত ৫০ জন করে সক্রিয় সদস্য করার মতো অবস্থায় নেই আমরা। কিন্তু তা না করা গেলে ওই মণ্ডলের নির্বাচন করা যাবে না। আবার অন্তত ৫০ শতাংশ মণ্ডলে নির্বাচন করা না গেলে জেলার নির্বাচন করা যাবে না। জেলা নির্বাচন না হলে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনও আটকে যাবে। কিন্তু প্রদেশের নির্বাচনের জন্য জাতীয় সভাপতি নির্বাচন তো আটকে থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করে দিতে পারে দিল্লি।

যদিও বঙ্গ বিজেপিতে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি একেবারে নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবার ১ কোটি সদস্য করার ঢক্কানিনাদ করেও শেষপর্যন্ত যদি পর্যাপ্ত সদস্যের অভাবে নির্বাচন এড়িয়ে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করতে হয়, সেটা দলের কাছে চূড়ান্ত বিড়ম্বনার হবে বলেই মনে করছে দলের একাংশ।

শুক্রবারের সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার রাতেই শিলিগুড়ি আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে শিলিগুড়ি যেতে হওয়ায় এদিনের বৈঠকে ছিলেন না সুকান্ত। সংসদ চালু থাকায় সদস্যতা অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও ছিলেন না কর্মশালায়। মহিষাদলের সভায় ছিলেন শুভেন্দু।

কোটি কোটি টাকা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ইডি'র চার্জশিটে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার বিরুদ্ধে বেআইনি লেনদেনের অভিযোগ করা হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পঞ্চম অতিরিক্ত চার্জশিটে এই সংস্থাকে অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে। ইডি'র দাবি, এই সংস্থার সঙ্গে ৪টি সংস্থার বেআইনি লেনদেন হয়েছে। ওই সংস্থাগুলি থেকে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা জমা পড়েছে। অথচ খাতায়-কলমে দেখানো হয়েছে কেটলি, চশমা, কার্ডের ব্যবসা হয়েছে। তাই টাকার লেনদেন হয়েছে। কিন্তু ইডি'র দাবি, নথিতে যা উল্লেখ রয়েছে বাস্তবে তা হয়নি। বেশ কিছু সংস্থা থেকে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, মোট ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৩৫ টাকা ৪টি সংস্থার মাধ্যমে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি এই ৪টি সংস্থার মধ্যে কয়েকটি সংস্থায় তল্লাশি চালানো হয়। সেই সূত্রেই ইডি'র হাতে বেশকিছু নথি এসেছে। যার মাধ্যমে তদন্তকারী আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, বাস্তবে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সঙ্গে এই সংস্থাগুলির কোনও ব্যবসায়িক লেনদেন হয়নি।

ইসরোর সাহায্যে গঙ্গাসাগরে নজর

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতি। এর মধ্যেই ৭ জানুয়ারি থেকে গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতে চলেছে। মেলায় যাতে কোনও নাশকতা না হয় তার জন্য আগেই একাধিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইসরোর সাহায্যে স্যাটেলাইট ও জিপিএস ট্র্যাকিং করা হবে। তার ফলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা সম্ভব হবে। গোটা গঙ্গাসাগরজুড়ে প্রায় আড়াই হাজার সিসিটিভি ও বেশ কয়েকটি ড্রোনের সাহায্যেও নজরদারি চালানো হবে। গঙ্গাসাগরে রাজ্য সরকারের যে মেগা কন্ট্রোলরুম তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকেই পুরো গঙ্গাসাগরের নজরদারি চালানো হবে। মেলার অন্তত এক সপ্তাহ আগে থেকে রাজ্য পুলিশের কয়েকজন দুঁদে পুলিশ কর্তাকে গঙ্গাসাগর যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গোয়েন্দা দপ্তরের বিশেষ দলও সেখানে আগে থেকেই পৌঁছে যাবে।

জবাব তলব

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। এই মামলায় বৃহস্পতিবার রিপোর্ট জমা দেন ওই কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার। মামলাটিতে রাজ্য সরকার পক্ষ হিসেবে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্ট জমা দেওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ওই রিটার্নিং অফিসারের থেকে লিখিত জবাবদিহি তলব করেছেন বিচারপতি।

কন্যাশ্রী পোর্টালে ছয় নির্দেশিকা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারির পর একাধিক সামাজিক প্রকল্পে সুরক্ষা আনতে কয়েক দফা নির্দেশিকা দিয়েছিল অর্থ দপ্তর। এবার কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকাও যাতে নয়ছয় না হয়, তার জন্য ৬ দফা নির্দেশিকা দিল রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর। কন্যাশ্রী পোর্টালকে আরও বেশি নিরাপদ করতে এই নির্দেশিকা মানা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অবিলম্বে প্রত্যেকটি অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদল করতে হবে। পাশাপাশি পোর্টালের সফটওয়্যারও আপডেট করে নিতে হবে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনও ম্যালওয়্যার বা সফটওয়্যার সিস্টেমে থাকলে তা মুছে ফেলতে হবে। পোর্টালের নিরাপত্তা ঠিক আছে কি না তা প্রতিবার টাকা পাঠানোর আগে দেখে নিতে হবে। জানুয়ারিতে ফের এই প্রকল্পে টাকা পাঠানোর কথা রয়েছে।

এর আগে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে অ্যাকাউন্টে জালিয়াতি করে অনেক ছাত্রের টাকা লোপাট হয়েছিল। তদন্তে নেমে কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছিল। তাই প্রতিটি সামাজিক প্রকল্পের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার।

কলকাতার প্রেমে কাশ্মীরি তরুণ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : চারিদিকে এত আলো, বিশাল বিশাল বাড়ি, অজস্র লোকের আনাগোনা, হাজার হাজার বাস চমকে দিয়েছে রউফ ফারুককে। প্রথমবার কলকাতায় এসে খুশিতে তাই ডগমগ এই কাশ্মীরি তরুণ। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তিনিও এসেছেন কলকাতায় 'ড্রাই ফ্রুট' বিক্রি করতে।

আর পাঁচটা কাশ্মীরি তরুণের মতোই সুঠাম চেহারা রউফের। কথায় কাশ্মীরি টান। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কথা বলছেন সকলের সঙ্গে। আখরোট, লাল ও কালো কিশমিশ, পেস্তা সহ বিভিন্ন লোভনীয় 'ড্রাই ফ্রুট' বিক্রি করতে ১২ দিন ধরে বসছেন ডালহৌসি মোড়ে। খাস কাশ্মীর থেকে আনা এই 'ড্রাই ফ্রুট' কিনতে জমছে ভিড়। বিক্রির সময় সকলকে একটা কথাই বলছেন, গুণগত মান নিয়ে কোনও কথা হবে না।

মুখে সবসময় হাসি রয়েছে রউফের। মাঝেমাঝে 'দেশ' থেকে আসছে ভিডিও কল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে কলকাতা শহরের একাংশ দেখিয়ে দিচ্ছেন রউফ। সেইসময় চোখেমুখে ঠিকরে বের হচ্ছে খুশির ঝলক। কাশ্মীরের ভাষায় বোঝাচ্ছেন এই শহরের মাহাত্ম্য। কুলগামে থাকেন রউফ। বাবা-মা ছাড়াও বাড়িতে আছে দুই বোন ও এক ভাই। আর্টস নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করছেন তিনি। একইসঙ্গে চাকরির প্রস্তুতিও নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জায়গায় চাকরির জন্য ইন্টারভিউও দিয়েছেন। আগামী মার্চ মাসে রেলের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এখন। একগাল হেসে বলেন, 'চাকরি পেয়ে গেলে সাংসারিক অনটন খানিকটা মিটবে।'

ড্রাই ফ্রুটস নিয়ে ফুটপাথে রউফ ফারুক। বৃহস্পতিবার ডালহৌসিতে।

মাত্র ১২ দিনেই প্রেমে পড়ে গিয়েছেন এই শহরের। কলকাতাকে যে 'সিটি অফ জয়' বলা হয় তা জানেন। সে কথা মনে করিয়ে রউফ বলেন, 'এখানকার মানুষ এত ভালো যে মনেই হচ্ছে না বহু দূরে বাড়ি ছেড়ে এসেছি এখানে।' ডালহৌসিতে ফুটপাথের পাশে চৌকি পেতে চলছে তাঁর বর্তমান অস্থায়ী দোকান। উলটোদিকেও দু'পাশের দোকানিদের সঙ্গে আলাপ ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। তাঁরাও জানান, অত্যন্ত ভালো ছেলে রউফ।

কলকাতায় এলেও এখনও এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি 'রসগোল্লা' খাওয়া হয়নি তাঁর। বলেন, 'অনেক সকালে দোকান খুলতে হয়, তাই খাওয়া হয়নি। দু'একদিনের মধ্যেই পেট ভরে রসগোল্লা খাব।' গল্প শুনলেও খাওয়া হয়নি বাঙালির বিখ্যাত মাছ-ভাত। সময়ের অভাবই এর কারণ। তবে আশপাশের দোকানের গরম গরম শিঙাড়া, গোলাপজাম খেয়েছেন। তাতেই 'ফিদা' তিনি।

কলকাতার বিখ্যাত চিড়িয়াখানা, পার্ক স্ট্রিট, কালীঘাট সহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখার পরিকল্পনাও আছে। তিনি জানান, 'ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে কাশ্মীরে ফিরে যাওয়ার আগে ১০ দিন কলকাতার সবকিছু ঘুরে দেখবেন। চেখে দেখবেন এখানকার লোভনীয় খাবার। 'দাদা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িও যে এই শহরে, তা জানেন। তাই সেই বাড়ি দেখার ইচ্ছা আছে। আগামী বছর যে ফের আসবেন, সে কথা এখনই দিয়ে ফেললেন 'কলকাতাপ্রেমী' রউফ।

বড়দিনের আগে উৎসবের মেজাজে তরুণীরা। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

শুভেন্দুর সাফাই

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : 'কাঁথির সমবায় নির্বাচনে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যারা লড়েছে, আমরা তাদের সমর্থন করেছি। তাই কাঁথি সমবায় নির্বাচনে বিজেপি হেরেছে, এই তত্ত্বের কোনও মানে নেই,' অধিকারী গড়ে কাঁথি সমবায় নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় নিয়ে বৃহস্পতিবার এই সাফাই দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সমবায় নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর এদিনই প্রথম মহিষাদলে প্রতিবাদ সভা করে বিজেপি। কাঁথি সমবায় নির্বাচনে 'গোহারা' হারার পর ভোট লুটের অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু ও বিজেপি। এদিনও সেই ভোট লুটের অভিযোগকে হাতিয়ার করেই শুভেন্দু নিশানা করেন হলদিয়ার তৃণমূল নেতা আজিজুল ও মহিষাদলের বিধায়ক তিলক চক্রবর্তীকে। মহিষাদলের বিধায়কের নাম না নিয়ে তাঁকে সাইকেল মিস্ত্রি বলে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'এই অবচীন সাইকেল মিস্ত্রি বলেছে, ২৬শে শিশিরবাবুর তুলসীতলায় কে বা বাতি দেয় রে। ছবি বলে কেউ নাই কেউ নাই।' এরপর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, '২৬ সালে আপনার তুলসীতলায় কে বাতি দেয় দেখব। সেই দিনটার জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি।'

সমস্যা পিছু ছাড়ছে না রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের

শংসাপত্র ও সঠিক সময়ে বেতন দাবি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ও শেষ সমাবর্তন হয়েছিল ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রায় ৬ বছর হতে চললেও দ্বিতীয়বার সমাবর্তন হয়নি। সমাবর্তন না হওয়ায় ৫ হাজারের বেশি পড়ুয়া ও বিশিষ্টদের সার্টিফিকেট আটকে রয়েছে। ফলে সমস্যায় বহু পড়ুয়া। এবারে পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ালেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিল।

বৃহস্পতিবার টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস পড়ুয়াদের অবিলম্বে সার্টিফিকেট প্রদানের দাবি জানিয়ে রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারকে চিঠি দেন। তিনি জানান, 'রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বছরের বেশি সময় হল সমাবর্তন না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন পড়ুয়ারা। উচ্চশিক্ষার জন্যে ভিনরাজ্যে ভর্তি হতে পারছেন না। আবার অনেকে যারা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের স্থায়িত্বকরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সার্টিফিকেট। তাই রেজিস্ট্রারকে চিঠি দিয়ে জানালাম, অবিলম্বে সমাবর্তন বা অন্য কোনওভাবে পড়ুয়াদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার জন্য।'

তাঁর সংযোজন, 'রেজিস্ট্রারকে জানানো হয়েছে, আগামী মাসে শিক্ষকরা যেন সঠিক সময়ে বেতন পান। শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের কোপ আমাদের বেতনে পড়েছে। এমাসে দেরি করে বেতন হয়েছে। সঠিক সময়ে বেতন না হওয়ায় ইএমআই সহ অন্য ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমস্যায় পড়তে হয়। আগামী মাসে যাতে সেই সমস্যায় পড়তে না হয়, সেজন্যে আগে থেকে চিঠি দিয়ে রেজিস্ট্রারকে জানালাম।'

বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ঈষিতা ভৌমিক বলেন, 'সার্টিফিকেটের জন্যে ভিনরাজ্যে ভর্তি হতে পারছি না। বেশ কিছুদিন ধরে ঘুরছি।' অভিষেক দাস নামে আরেক প্রাক্তনী জানান, 'একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট না পাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার চিঠির ব্যাপারে কিছু বলতে না চাইলেও তিনি জানান, উপাচার্যকে বিষয়টি জানানো হবে। যদিও এর আগে উপাচার্য দীপককুমার রায় জানিয়েছিলেন, সমাবর্তনের বিষয়টি উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে একাধিকবার জানানো হয়েছে।

'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' শুরু উপাচার্যের

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরবেন না। ওয়ার্ক ফ্রম হোম হিসাবে যাবতীয় কাজ করবেন। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার রায় এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আইটি সেক্টর ও কর্পোরেট সংস্থাগুলিতে এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম বেশ প্রচলিত হয়ে উঠেছে। যার অর্থ বাড়ি থেকে কম্পিউটারে বাড়ির সব কাজ সারা। এবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খোদ উপাচার্যই হাঁটলেন সেই পথে। গত ৪ ডিসেম্বর সারারাত নিজের চেম্বারে ঘেরাও হয়েছিলেন উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য আধিকারিকরা। ৫ ডিসেম্বর সকালে অসুস্থতার জন্য দীপককুমার রায়কে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে প্রথমে ভর্তি করা হয়। সেখানে দুই ঘণ্টা থেকে বাংলোতে ফিরে যান। এরপর তিনি শিলিগুড়িতে যান। প্রায় দুই সপ্তাহ হল তিনি ক্যাম্পাসে আসছেন না। এরফলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের পরীক্ষা সহ সব জরুরি কাজ থমকে পড়েছে। ক্যাম্পাস ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক প্রশান্ত মাহালাকে।

বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী উপাচার্য দীপককুমার রায় বলেন, 'স্বাভাবিক পরিস্থিতি না হওয়া পর্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরব না। ওয়ার্ক ফ্রম হোম হিসাবেই যাবতীয় অফিশিয়াল কাজ করব। তার জন্য রাজ্যপাল এবং উচ্চশিক্ষা বিভাগে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি।' তার আরও দাবি, 'আমি তো কাজেই আছি। ছুটি তো নিইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে না গেলেও বাড়ি থেকেই তো এতদিন সব কাজ করছি। সেইক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

যদিও ওই বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থতার কারণে উপাচার্য আগামী ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছুটিতে আছেন। অথচ এদিন ফোনে স্বয়ং উপাচার্যের দাবি, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজই বাড়ি থেকে করছি। আপাতত আমি শিলিগুড়িতে আছি। প্রয়োজনে যে কোনও সময় রায়গঞ্জের বাংলোয় ফিরে যাব।' যদিও এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার কিছু বলতে চাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলব।'

পুড়ে যাওয়া ঘরের অবশিষ্ট থেকে জরুরি জিনিসের খোঁজ। বৃহস্পতিবার ভূতনিতে। - আজাদ

ভূতনিতে ছাই দিনমজুরের ঘর

মানিকচক, ১৯ ডিসেম্বর : বন্যায় বাড়ি ভেঙে পড়েছিল। ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। অনেক কষ্টে বাঁশ, পাটকাঠি দিয়ে আবারও তৈরি করেছিলেন ঘর। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডে সেই আশ্রয়টুকুও ছাই হয়ে গেল। ভরা শীতকালে সর্বস্ব হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন দিনমজুরের পরিবার। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভূতনির গোপালটোলায়।

মালদার মানিকচকের হিরানন্দপুর অঞ্চলের গোপালটোলার দিনমজুর মনোজ মণ্ডলের বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে দাবি পরিবারের। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় কোনওরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচেন দিনমজুর মনোজ মণ্ডলের বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও ছোট ছোট তিন নাবালক। বিধ্বংসী আগুনে মুহূর্তের মধ্যে তিনটি বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘরের সমস্ত আসবাব, সোনাদানা, নথিপত্র এমনকি সংসার চালানোর জন্য বাড়িতে রাখি ৮ হাজার টাকাও ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও কোনওকিছুই বাঁচানো যায়নি। ঘটনার পর কান্নার রোল গোটা পরিবারে।

দিনমজুর মনোজ মণ্ডলের স্ত্রী লতা মণ্ডলের বক্তব্য, 'বন্যায় বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছিল। এবার আগুনে ছাই হয়ে গেল। বাড়ির সমস্ত কিছু পুড়ে গিয়েছে। কোনওরকমে ছেলেমেয়ে, শাশুড়িকে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছি। একটু দেরি হলে আমরা কেউ বেঁচে থাকতে পারতাম না। আমরা এখন খোলা আকাশের নীচে আছি। কীভাবে সংসার চালাব তাও বুঝতে পারছি না।'

এদিকে, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে মালদা জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্বজিৎবাবু জানান, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। ভূতনিবাসী দীর্ঘ বন্যা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এমনিতেই তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত এই হতদরিদ্র পরিবারের পাশে আমরা রয়েছি।'

খাবারের দোকানে হানা

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুরঘাটের বিভিন্ন খাবারের দোকানে বিশেষ অভিযান চালালেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, ফুড সেফটি বিভাগ সহ মোট চারটি দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন দুপুরে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড থেকে অভিযান শুরু হয়। এরপর বালুরঘাট ট্যাংকিস্ট্যান্ড, ডানলপ মোড়, সাধনা মোড় সহ বিভিন্ন কেকের দোকান, অয়েল মিল, রেস্টুরেন্টে অভিযান চালানো হয়। নোংরা ও পচা খাবার এবং খাবারের উপকরণ ফেলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন কেকের মেয়াদের তারিখ উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে।

ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মনোজিৎ রাহার বক্তব্য, 'সামনেই বড়দিন। এই সময় কেকের চাহিদা সবথেকে বেশি থাকে। তাই আজ কেকের দোকান ও বেকারিতে অভিযান চালানো হয়েছে। বেশ কিছু বাসি, পচা, ভেজাল খাবার সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। শুধু কেক নয় বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, অয়েল মিল, মিষ্টির দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে।'

বালুরঘাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক হরেরাম সাহার কথায়, 'এটা নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। খাবারের গুণগতমান যাতে ভালো হয়, তা সকল ব্যবসায়ীদের দেখতে বলা হয়েছে।'

নার্সিংহোমে তদন্তে স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম

চাঁচল, ১৯ ডিসেম্বর : চাঁচল সদর এলাকায় সুইমিং পুলের বিপরীতে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমকে নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদের সেই খবরের জেরে নার্সিংহোমে এবার তদন্তে এল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধিদল।

পার্কিং থেকে শুরু করে আবর্জনা সমস্যা সহ একাধিক পরিকাঠামোগত ত্রুটি নিয়ে মহকুমা এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে গণডেপুটেশন দিয়েছিলেন এলাকাবাসীর একাংশ। তাঁদের অভিযোগ ছিল, এই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সরকারি গাইডলাইনকে সম্পূর্ণ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার আড়ালে সম্পূর্ণভাবে ব্যবসা চালাচ্ছে। এমনকি ওই নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচার হলেও আইসিইউ নেই। গত শনিবার সেই খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে। তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। অতিরিক্ত জেলা শাসকের নির্দেশে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধিদল এদিন তদন্তে আসে। প্রায় দুই ঘণ্টা বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখেন তাঁরা।পরবর্তীতে একাধিক কাগজপত্র এবং নথি নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান।

স্বাস্থ্যকর্তা প্রতীক সান্যাল জানান, 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। এর বেশি এখন কিছু বলা যাবে না।' ডেপুটেশনকারী বাপি আলি বলেন, 'প্রশাসনের সক্রিয়তা দেখে ভালো লাগল। আশা করছি সঠিক তদন্ত হবে।' আরেক ডেপুটেশনকারী নাসিমুল হকের বক্তব্য, 'সরকারি গাইডলাইন না মানা হলে এরপর আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' যদিও নার্সিংহোম বা ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

আজও চালু হল না স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইন্ডোর

পুরাতন মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : আজও চালু হয়নি পুরাতন মালদা ব্লকের মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইন্ডোর পরিষেবা। আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ায় জন্য এক সময় ১০টি শয্যাবিশিষ্ট ইন্ডোর বিভাগ চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাব এক সময় অনুমোদিত হয়েছিল। পরিষেবা চালুর লক্ষ্য নিয়ে এই ভবন পরিকাঠামো তৈরি হয়।

কিন্তু এখনও পরিষেবা চালু না হওয়ায় ওই প্রকল্প বিশবাঁও জলে। কবে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইন্ডোর বিভাগ চালু হবে, তা নিয়ে বিস্তর জিজ্ঞাসা রয়েছে। প্রায় এক দশক আগে তৈরি হওয়া এই ভবন বর্তমানে নষ্ট হতে বসেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুধু তাই নয় ভবনের জিনিসপত্রও চুরি হয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রূপা বিশ্বাস বলেন, 'ইন্ডোর চালু হলে মায়েরা এলাকাতেই চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। এর জন্য মালদা মেডিকেলে ছুটতে হবে না। ১০ বছর ধরে শুধুই প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ভবনের জিনিস নষ্ট হয়ে পড়েছে। কারও নজর নেই।

পুরাতন মালদার বিএমওএইচ জয়দীপ মজুমদার বলেন, 'ইন্ডোর বিভাগ চালুর জন্য আমরা একটি রিপোর্ট রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবনে পাঠিয়েছি। বর্তমানে সেটি কী পর্যায়ে রয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইন্ডোর চালু করতে চিকিৎসক, নার্সিং স্টাফ, গ্রুপ-ডি কর্মী দরকার।'

দালালদের খপ্পরে

প্রথম পাতার পর

করছে। শ্রাবন্তী ঘোষ নামে এক ছাত্রীর বক্তব্য, 'ভিনরাজ্যে নার্সিং পড়তে গিয়েছিলাম। বেগতিক দেখে মাঝপথেই ছেড়ে চলে আসি।'

একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য জানান, 'বাইরে না গেলেও এই রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি এন্ট্রান্স দিয়ে কীভাবে পেশাদারি কোর্স করা যায়, আজ সেটাই তাদের বোঝানো হল। আমাদের লক্ষ্য হল ছেলেমেয়েরা যাতে প্রতারিত না হয়।' যদিও রায়গঞ্জের মোহিনীগঞ্জের বাসিন্দা বিমল রায়ের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে ভিনরাজ্যে গ্রামগঞ্জের ছেলেমেয়েদের নার্সিং, ফার্মাসিস্ট কোর্সে ভর্তি করানোর কাজ করছি। তবে তারা কেউ আমার জন্য প্রতারিত হয়নি। এখন প্রচুর ছেলেমেয়ে প্রতিদিন প্রতারিত হচ্ছে। অনেক দালাল হয়ে গেছে। নিজেদের ভুলেই অভিভাবক আর পড়ুয়ারা প্রতারণার ফাঁদে পড়ছেন।'

সাংসদদের ধস্তাধস্তি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তা উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি নেতারা বলতে থাকেন, 'রাহুলই সারেঙ্গিকে ধাক্কা মেরেছেন।' শুধু ধাক্কাধাক্কি নয়। বিজেপির নাগাল্যান্ডের সাংসদ ফ্যাঙ্গনন কন্যাক অভিযোগ করেছেন, বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় রাহুল গান্ধি যেভাবে তাঁর গায়ের কাছে এসে স্লোগান দিচ্ছিলেন, তাতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানান। কন্যাক বলেন, 'আমি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে ইতিমধ্যে দেখা করেছি। আমার নিরাপত্তার আর্জি জানিয়েছি। আজ আমি শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ দেখাচ্ছিলাম। রাহুল গান্ধি আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে যান। তাতে আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। তারপরও উনি আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে থাকেন।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, 'রাহুল গান্ধি যা করেছেন তা সবাই দেখেছেন। আমরা ওঁদের দিকে এগিয়ে যাইনি। ওঁরাই এগিয়ে এসেছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম, সংসদে নিজেদের কুকীর্তি, পাপের ক্ষমা চাইবেন। কিন্তু ওঁরা ক্ষমা চাননি। ওঁদের অহংকার দেখা গিয়েছে।' হাসপাতালে ভর্তি সারেঙ্গি এবং রাজপুতের খোঁজখবর নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

গেরুয়া শিবিরের এই অভিযোগগুলি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাঁর হাঁটুতে চোট লেগেছে। তিনি স্পিকারের কাছে এই নিয়ে অভিযোগও জানিয়েছেন। রাহুল সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি সংসদে ঢোকার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু বিজেপি সাংসদরা আমাকে থামানোর চেষ্টা করছিলেন। ধাক্কা দিচ্ছিলেন। হুমকি দিচ্ছিলেন।' এদিনও অমিত শা'র পদত্যাগের দাবি জানান রাহুল। দাদার পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে নিশানা করেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও। তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি শান্তিপূর্ণভাবে আম্বেদকরের ছবি হাতে সংসদে যাচ্ছিলেন। সংসদে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। কাউকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিজেপি আজ গুন্ডামি করেছে।' প্রিয়াংকার তোপ, 'অমিত শা-দের আসল চেহারা বেরিয়ে এসেছে। যারা আমাদের বাধা দিচ্ছিল, আমি চ্যালেঞ্জ করছি তারা আগে জয় ভীম বলে দেখাক।' কিন্তু তাতে সুর নামায়নি বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'কোন আইনে রাহুল গান্ধি অন্য সাংসদদের শারীরিকভাবে আঘাত করার ক্ষমতা পেয়েছেন? উনি কি ক্যারাটে, কুংফু শিখেছেন অন্য সাংসদদের মারধর করার জন্য?' এদিন আম্বেদকর বিতর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাষায় নিশানা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তিনি বলেন, 'সম্প্রীতির বার্তাবাহক আম্বেদকরকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে তা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি।'

এদিকে সংসদের ভিতরেও আম্বেদকরের ছবি হাতে প্রতিবাদ দেখায় কংগ্রেস। তাতে দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের উভয় কক্ষ। বিজেপি সাংসদদের ধাক্কা দেওয়া প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাহুল গান্ধি ধাক্কা দিয়েছেন কি না আমি দেখিনি। কিন্তু এরকম কিছু হলে তা সমীচীন নয়।' অপর তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'এরকম ঘটনা আমার এত বছরের রাজনৈতিক জীবনে দেখিনি।' তবে রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি বলেন, 'আমি রাহুলকে চিনি। সাংসদকে তো দূরস্থান, উনি কাউকেই ধাক্কা দিতে পারেন না। কারও প্রতি এতটা নিষ্ঠুর বা কদর্য মানসিকতা ওঁর নয়।' কিছুদিন আগেই লোকসভার সচিবালয়ের তরফে সাংসদদের বলা হয়েছিল, মকরদ্বারের সামনে কোনও জমায়েত করা যাবে না। তারপরেও কীভাবে বিজেপি সাংসদরা এদিন জমায়েত করতে পারল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। এদিকে বাবাসাহেবের পৌত্র প্রকাশ আম্বেদকর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মন্তব্যে বিজেপির পুরোনো মানসিকতা ফুটে উঠেছে বলে জানান তিনি।

জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার ২

প্রথম পাতার পর

যেন না ঘটে, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

আর এই ঘটনার পরেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর। অধীরের কথায়, 'রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একটু ভাবুন। আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের মৌলবাদীরা যদি প্রশ্রয় পায়, ক্ষমতার স্বাদ পায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের দিকে হাত বাড়াবে। বাংলার মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুরে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু। মুর্শিদাবাদে ৭০ শতাংশ মুসলিম বসবাস করে। এরা আগামীদিনে এই এলাকাগুলোকে বাংলাদেশের অতিরিক্ত অংশ হিসেবে দাবি করবে।'

এদিকে মুর্শিদাবাদের এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, বুধবার ভোর চারটের সময় মহম্মদ আব্বাস আলির বহরাণের বাড়িতে হানা দেয় এসটিএফ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুটি মোবাইল সেট। এরপর অভিযান চালানো হয় হরিহরপাড়ার রুকুনপুরের বাসিন্দা মিনারুল শেখের বাড়িতেও। তাকেও গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তার কাছ থেকেও বাজেয়াপ্ত হয়েছে দুটি মোবাইল ফোন, একটি পেন ড্রাইভ। তদন্তকারীদের দাবি, দুই ব্যক্তির বাড়ি থেকে জেহাদি কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ১০, ইউএপিএ ১৩, ইউএপিএ ১৬ সংক্রান্ত ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮বি, ইউএপিএ ২০ ধারাও যোগ করা হয়েছে।

গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, বাংলাদেশে হাসিনা পরবর্তী জমানায় ক্রমেই শক্তি বাড়াচ্ছে জামাত-উল মুজাহিদিন, আনসারুল্লা বাংলা টিম, হিজবুত তাহরির মতো মৌলবাদী শক্তিরা। ইতিমধ্যে ছাড়া পেয়েছে বহু সন্ত্রাসবাদী। আলফা প্রধান পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড মুকুব হয়েছে। এমনকি অস্ত্রাগার লুটের মামলায় শাস্তি থেকেও রেহাই পেয়ে যায় জামাত জঙ্গিরা। এমন পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের রাজ্যগুলিতে জেহাদিরা ঢোকার চেষ্টা করতে পারে বলে তদন্তকারীদের অনুমান।

গোয়েন্দা সূত্র বলছে, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে ক্রমাগত সংগঠন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার তিনজন শিক্ষকের দিকে নজর আছে। যাঁদের একজনের বাড়ি উত্তর মালদায়। সিমির সঙ্গে তাঁদের যোগ রয়েছে। মালদা জেলার ১৭২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। এরমধ্যে ৩২ কিলোমিটারে কাঁটাতার নেই। ১৮ কিলোমিটার নদীপথ। আর এই নদীপথই ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের। মালদার হবিবপুর ও পুরাতন মালদার কয়েকটি দুর্গম রাস্তা আছে। সেই পথেই জঙ্গিরা ব্যবহার করছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর।

সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নিয়েছে বিএসএফ। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে ৯১৩.৩২৪ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত ও ৩৬৩.৯৩০ কিলোমিটার জল সীমানা রয়েছে। এর মধ্যে ৫৩৮ কিলোমিটারে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। তাই এই এলাকার দিকেই বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

জয় তৃণমূলের

কুশমণ্ডি, ১৯ ডিসেম্বর : করঞ্জি মহিলা মিলন সংঘ ও বহুমুখী সমবায় সমিতির ভোটে মনোনয়ন পর্বেই জয় পেয়ে গেল তৃণমূল। সোমবার থেকে মনোনয়ন পর্ব শুরু হয়। বুধবার বিকেল পর্যন্ত ১২টি আসনে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিলেও বিরোধী বিজেপি বা বামপন্থীদের কেউই কোনও মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি অজিত সরকারের বক্তব্য, 'ওই সমবায় সমিতির নির্বাচনে দল অংশগ্রহণ করেনি।' বামপন্থীদের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ভোট না হতেই জয় পাওয়ায় খুশি তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

ধৃত তিন

বৈষ্ণবনগর, ১৯ ডিসেম্বর : বধূ নির্যাতন মামলায় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার বাখরাবাদ থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতরা হলেন অখিল মণ্ডল, প্রতিমা মণ্ডল ও পারুল মণ্ডল। বাড়ি বাখরাবাদ পঞ্চায়েতের ত্রিমোহিনীতে। পুলিশসূত্রে খবর, পণের দাবিপূরণ না করায় গত ১৮ ডিসেম্বর গৃহবধূ রূপা মণ্ডলের স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। রূপা মণ্ডলকে মারধর করা হয়। বুধবার ওই গৃহবধূ বৈষ্ণবনগর থানায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

সম্মেলন

হবিবপুর, ১৯ ডিসেম্বর : ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের হবিবপুর বিজ্ঞান কেন্দ্রের। বৃহস্পতিবার আইহো পাঠভবনে এই সম্মেলনে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ মালদা শাখার সহ সম্পাদক সুতীর্থ নন্দী, হবিবপুর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক রামচন্দ্র সরকার।

জল নিকাশিনালা নির্মাণ শেষ হয়নি

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর: দুই বছরেও সম্পন্ন হল না শহরের মূল জলনিকাশি ব্যবস্থার কাজ। শহরের জল নিষ্কাশনের স্থায়ী সমাধান করতে ২০২২ সালে ইংরেজবাজার পুরসভা রেগুলেটেড মার্কেটের পাশ দিয়ে খাল কেটে মহানন্দা নদীর সঙ্গে যুক্ত করে। যদিও এক বছরের মধ্যেই জল নিষ্কাশনের এই পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে প্রমাণিত হয়। পর্যাপ্ত জল টানতে না পারায় গোটা পদ্ধতিকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এনিয়ে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শও নেওয়া হয়। তবে এখনও পর্যন্ত সেই কাজ শুরু হয়নি। যদিও পুরপ্রধান জানিয়েছেন, স্থায়ী ক্যানাল তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

মালদা শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা মূলত ৩ ভাগে বিভক্ত। নদীতীরবর্তী ওয়ার্ডগুলো দিয়ে সিংহভাগ ওয়ার্ডের ড্রেনের জল রথবাড়ি নাকা ড্রেন হয়ে চাতরা বিলের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। চাতরার জল রেললাইনের পাশ দিয়ে রবীন্দ্র ভবন গোলাইয়ের সাঁকো হয়ে রেগুলেটেড মার্কেটে সংলগ্ন জলাশয়ে গিয়ে মিশেছে। আগে এই জল যদুপুর ২ অঞ্চল হয়ে বাংলাদেশের দিকে যেত। কিন্তু বিগত দুই দশকে শহরজুড়ে যথেচ্ছ জলাভূমি ভরাট, চাতরা বুজিয়ে ফেলার 'সৌজন্যে' শহরের জল নিষ্কাশনের স্বাভাবিক প্রবাহ থমকে যায়।

পাশাপাশি যদুপুর ২ অঞ্চলজুড়ে মাত্রাতিরিক্ত পুকুর খননের ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই মালদা শহরের পথঘাট জলে ডুবে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় শহরের জল নিষ্কাশনের বিকল্প পথ খুঁজতে উপগ্রহ চিত্র নেওয়া হয়। ঠিক হয় রেগুলেটেড মার্কেটের পাশ দিয়ে খাল কেটে নর্মামিকে বাইপাস হয়ে রামনগর কাছারির কাছে মহানন্দা নদীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। সেই কাজ পরীক্ষামূলকভাবে সফল হয় পুরসভা। তবে পরের বছরই ত্রুটি ধরা পড়ে। জলের প্রবাহ কমে যায়। চলতি বছরে জেলা শাসকের হস্তক্ষেপে শহরের জল নিষ্কাশনের বিষয়টিকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে গড়ে তুলতে পুরসভার সঙ্গে সেচ দপ্তরকে জুড়ে দেওয়া হয়। নতুন করে ম্যাপ তৈরি হয়। ঠিক হয় গার্ডওয়াল দিয়ে এই ক্যানালের কাজ করা হবে এবং নদীর উচ্চতার সঙ্গে মাপ করে বাকি ক্যানাল তৈরি করতে হবে। রাজ্য সরকারের তরফে অনুমোদনও মিলেছে এই কাজের। তবে এখনও সেই কাজ কেন শুরু হচ্ছে না, এনিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শীতের সময় কাজ না হলে বর্ষার সময় কাজের মান আর থাকবে না। পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী জানান, 'সরকারি অনুমোদন আগেই মিলেছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া হচ্ছিল না বলে কাজ শুরু করা যায়নি। টেন্ডার সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। দ্রুত বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে জল নিষ্কাশনের জন্য ক্যানাল তৈরি করা হবে।'

খুনের অভিযোগ

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : মেয়েকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আত্মহত্যার জন্য প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। এমন অভিযোগ তুলে বালুরঘাট থানায় ডাকরার এক তরুণের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করল চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েত চামটার এক ব্যক্তি। এদিকে অভিযোগ পেতেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে থানায় এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন মৃতা তরুণীর বাবা অসীম মহন্ত। বুধবার চামটায় উদ্ধার হয় এক কলেজ ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। এরপর মেয়ের প্রেমিককে দায়ী করে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। অসীম মহন্তের দাবি, 'আমার মেয়েকে খুন করা হয়েছে।'

আন্দোলন যখন আলো থেকে আঁধারে

প্রথম পাতার পর

কেউ কিছু মনে রাখে না। আপনিএকজনের দশটা উপকার করলেন, একটা কাজ করতে পারলেন না। লোকে ওটাই বলবে, ভুলে যাবে ন'টা উপকার। ব্রিটিশরা আমাদের ওপর ২৫০ বছরের বেশি অত্যাচার চালিয়েছে বলে কি ভারতীয়রা বিলেতে চাকরি করতে যায় না? স্থায়ী বাসিন্দা হয় না? বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের বয়ে গিয়েছে ভারতের অবদান মনে রাখতে। এত পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটার দিন শেষ।

এখন যা অবস্থা, তাতে অনেক কিছুই বুদ্ধি দিয়ে মেলানো যায় না।

নইলে ভাবা যায়, জয় বাংলা স্লোগান লেখা বা বলার জন্য খুন করা হচ্ছে বাংলাদেশে?

ঢাকার কিছু সংবাদমাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বোঝাতে টানা হচ্ছে ১৭৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতির কথা। যখন বাংলার নবাব-জমিদাররা কার্যত মনিব-ভৃত্য চুক্তি করেন ব্রিটিশদের সঙ্গে। বন্ধু নয়, ভারতও নাকি সেভাবে নিজেদের প্রভু ভাবতে চায়।

দেশ বড় হতে থাকলে পাশের ছোট দেশ সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে। সবক্ষেত্রে দাদাগিরি দেখবে কারণে-অকারণে। এটা কিছু ক্ষেত্রে সত্যি, আবার কিছু ক্ষেত্রে কাজ করে ছোট দেশের হীনমন্যতাবোধ। আমেরিকার ক্ষেত্রে মেক্সিকো, চিনের ক্ষেত্রে তাইওয়ান, রাশিয়ার ক্ষেত্রে ইউক্রেন। বাংলাদেশও ভারতের দাদাগিরি দেখছে। কোনও সময় কিছু ক্ষেত্রে যুক্তি থাকে, কোনও সময় থাকে না। পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার ব্যাপারেও এক কথা।

যে কারণে পদ্মাপারে বলা হচ্ছে, ভারত আমাদের বন্ধু ভাবে না। গোলাম ভাবে। বন্ধুত্ব আসলে ছিল হাসিনা-মোদির, দুই দেশের নয়। যে কারণে ওপারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন সটান বলে দেন, 'আমরা প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু খবরদারি নয়।'

ওই যে বলছিলাম, আজকাল অনেক কিছুই বুদ্ধি দিয়ে মেলানো যায় না।

কলকাতার ডাক্তারদের বুধবারের নির্বাচনের গল্পেও লেগে আছে এমন বিস্ময়। যে ডাক্তাররা আন্দোলন করে প্রচারমাধ্যমের হিরের টুকরো ছেলে হয়ে রইলেন, তাঁরা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে একেবারে দশ গোল খেলেন কেন? ডাক্তারদের মধ্যেই তাঁরা জনপ্রিয় নন। ডাক্তাররাই তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট। ডাক্তারদের বিদ্রোহী অংশ আমাদের বিশ্বাস করতে শেখালেন, তৃণমূলের রাজত্বে স্বাস্থ্যে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। প্রতিবাদ হল কোথায়? ডাক্তাররা নিজেরাই তো বিপুল ভোটে জিতিয়ে আনলেন তৃণমূলের নেতাদের।

বারবার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে একটা প্রশ্ন। ডাক্তারদের এত রাজনীতি করার কী দরকার? ভালো ডাক্তাররা কি ডাক্তারির বাইরে অন্য কিছু করার সময় পান? এত রাজনীতি করা কীসের জন্যে? আর সবার মতো ডাক্তারদের রাজনীতি করার অধিকার আছে অবশ্যই। অথচ রাজনীতি যদি করা হয় নিজেদের ভাবমূর্তি তৈরির জন্য, তাহলে তা চরম অন্যায়। আজকের অধিকাংশ মানুষের রাজনীতিতে মিশে থাকে চরম অসততা, টাকা কামাইয়ের অঙ্ক। ডাক্তারদেরও বিশ্রী খেরোর পাতায় নাম লেখানো কি খুব জরুরি?

ডাক্তারদের আন্দোলনের উজ্জ্বল দিক যেমন আমরা দেখলাম, তেমন আবেগ থিতিয়ে এলে দেখা গেল কালো দিকও। বহু আন্দোলনকারীর মোটিভ নিয়েই প্রশ্ন থাকছে অনেক।

আমরা দেখলাম, ক্রাউড ফান্ডিংয়ে প্রচুর টাকা তোলা হল। কেউ কেউ প্রচার কাজে লাগালেন। মডেল হয়ে বিজ্ঞাপনে নামলেন। আমরা দেখলাম, মৃত ডাক্তারের সহপাঠীরা কেউ কোনও নির্দিষ্ট ক্লু দিতে পারলেন না হত্যাকারীদের নিয়ে। আমরা দেখলাম, পোস্টমর্টেমে সই করা অনেক ডাক্তার আন্দোলনে মিশে গিয়েছেন। আমরা দেখলাম, এঁরা শিরদাঁড়া শিরদাঁড়া করে বাজার মাতালেন, লালবাজারে কমিশনারের টেবিলে পর্যন্ত রেখে এলেন প্লাস্টিকের শিরদাঁড়া। পরবর্তীতে তাঁদের কার্যকলাপ দেখাল, এঁদেরই অনেকের শিরদাঁড়া নেই। তাঁদেরও টেবিলে শিরদাঁড়া রেখে আসা উচিত।

যে সব সাধারণ মানুষ তাঁদের ওপর আস্থা রেখে নিয়মিত খাবার দিয়ে গেলেন, মঞ্চ ভরাতে গেলেন, তাঁদের বিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত অবমাননা হল।

অবশ্যই কলকাতায় ডাক্তারদের আন্দোলন নতুন আলো জ্বালিয়েছিল সমাজে। পুরো বাংলায় নয়, কলকাতাভিত্তিক। পরবর্তীতে যা হল, ভবিষ্যতের আন্দোলনকারীদের পক্ষে খুব খারাপ। কেউ আর দ্রুত প্রতিবাদীদের বিশ্বাস করবে না। যেমন বাংলাদেশে কোনও আন্দোলনই মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ পাবে না আর। যেখানে জয় বাংলা বলতে গেলে, জয় বাংলা লিখতে গেলে মানুষ খুন হয়ে যায়-- সেখানে আন্দোলনকে বিশ্বাস করবে কে?

খুব অল্প সময়ের মধ্যে নতুন প্রজন্মের হাত ধরে আমরা দেখলাম দুটো আন্দোলনের জন্ম। শিহরিত হলাম। অজান্তে মন দিয়ে ফেললাম তারুণ্যের সাহসে, দীপ্ত কথায়। এবং ক'দিনের মধ্যে দেখলাম, ধীরে ধীরে পালটে গেল আন্দোলনের গতিমুখ। কেউ মৌলবাদ ও রক্তকে ভালোবাসতে থাকল, কেউ ভালোবাসতে লাগল প্রচার ও মিথ্যা ভাষণকে। কেউ বোড়ে হয়ে উঠল নেতাদের, পার্টির। উদারতা এবং সবাইকে নিয়ে চলার ভাবনাই মুছে যেতে থাকল ক্রমে। ও অন্য পার্টির সমর্থক, ও তা হলে আমার শত্রু-- এমন ভাবনা আচ্ছন্ন করে দিল আমাদের বিবেককে। আন্দোলন শব্দটা হয়ে উঠল অঙ্ক কষার প্রতীক।

এই পরিবর্তনই বড় বেদনার, যন্ত্রণার। আমরা যে তাঁদের অন্যরকম দেবদূত ভেবেছিলাম!

জানাল সুপ্রিম কোর্ট

প্রথম পাতার পর

(ডালে কালো কিছু রয়েছে, না কি পুরো ডালই কালো)।

নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেও কেন অযোগ্যদের চিহ্নিত না করে 'সুপারনিউমেরারি পোস্ট' (অতিরিক্ত পদ) তৈরি করা হল সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এসএসসি কেন পরীক্ষার্থীদের ওএমআর সিটের মিরর ইমেজ সংরক্ষণ করেনি তা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ। আদালতে রাজ্যের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়, সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করা হলেও সেখানে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। এ ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অযোগ্য প্রার্থীদের যাতে চাকরি হারাতে না হয় তা নিশ্চিত করতেই রাজ্য সরকার এসএসসির ঘোষিত শূন্য পদের সমান্তরালে অতিরিক্ত পদ তৈরি করেছিল।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না জানান, এসএসসির কাছে ওএমআরের স্ক্যানকপি থাকলেও তার ফলের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের মিল নেই। তিনি জানান, নিয়ম অনুযায়ী ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল এসএসসির। কিন্তু তারা মিরর ইমেজ রাখেনি। এসএসসি মিরর ইমেজ সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিল বেসরকারি সংস্থা নাইসাকে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে নাইসাও সেই দায়িত্ব পালন করেনি। তারা দায়িত্ব হস্তান্তর করেছিল অন্য একটি সংস্থা স্ক্যানটেককে। তারা ওএমআর সিটের মিরর ইমেজ সংরক্ষণ না করে শুধু স্ক্যান করেছিল। প্রধান বিচারপতি বলেন, আসল কথা হল এসএসসি মিরর ইমেজ সংরক্ষণ করেনি। আসল ওএমআরও নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যেটা রয়েছে সেটা হল স্ক্যান কপি। ওএমআর স্ক্যান করার ক্ষেত্রেও নিয়ম ভাঙার ইঙ্গিত মিলেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ছোট তারা ★

রায়গঞ্জের ওম চৌধুরী (৬) দাবার প্রতি ভীষণ আগ্রহী। ইতিমধ্যে তার ঝুলিতে ঢুকেছে পুরস্কার। ভবিষ্যতে গ্র্যান্ডমাস্টার হতে চায় সে।

11 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২০ ডিসেম্বর ২০২৪

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

যানজটে অবরুদ্ধ মালদা

“এ তো যেন পাগলা রাজার কাণ্ডকারখানা! রথবাড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রাস্তা বন্ধ করে এভাবে কাজ করার অনুমতি কীভাবে দেওয়া হল? মানুষকে কতখানি সমস্যায় পড়তে হয়েছে, তা নিজের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবেন না।

অভীক রায়, শহরবাসী

দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে নাভিশ্বাস যাত্রীদের

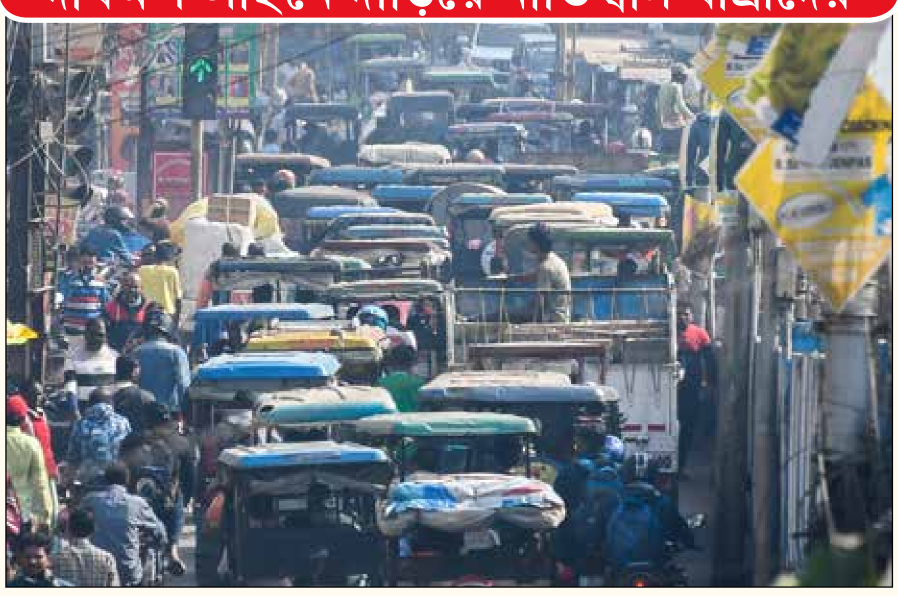

রথবাড়ি মোড়ে অব্যবস্থার ছবি। বৃহস্পতিবার তোলা সংবাদচিত্র।

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : ‘তুঘলকি রাজ!’ ছুটির দিন বাদ দিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়িতে চলছে রাস্তা মেরামতির কাজ। যানজটে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ল শহরবাসী। পড়ুয়ারা সময়মতো কলেজে পৌঁছতে পারেননি, আবার কেউ অফিস পৌঁছে কর্তৃপক্ষের ক্ষোভের মুখে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন রোগীরা।

কোনও সরকারি ছুটি নেই। আর পাঁচটা দিনের মতো স্কুল, কলেজ, অফিস সবই খোলা। এমন দিনে চলছে রাস্তা মেরামতির কাজ। তাও বেলা ১১টায়। স্বভাবতই রথবাড়ি এলাকা থেকে চারিদিকে যানজট সৃষ্টি হয়। রথবাড়ি থেকে মেডিকেল কলেজে যাওয়ার মতো একটা লেন রাস্তার কাজের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্য লেনের দখল বেআইনি পার্কিংয়ে। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে উলটো দিকের একটি লেনকে ডাউনস্ট্রিমে যাওয়ার জন্যে ব্যবহার করছেন যাত্রীরা। গতি কমে যাওয়ায় রথবাড়ি থেকে মেডিকেল কলেজ, স্টেশন রোড থেকে রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ সব জায়গায় যানজট।

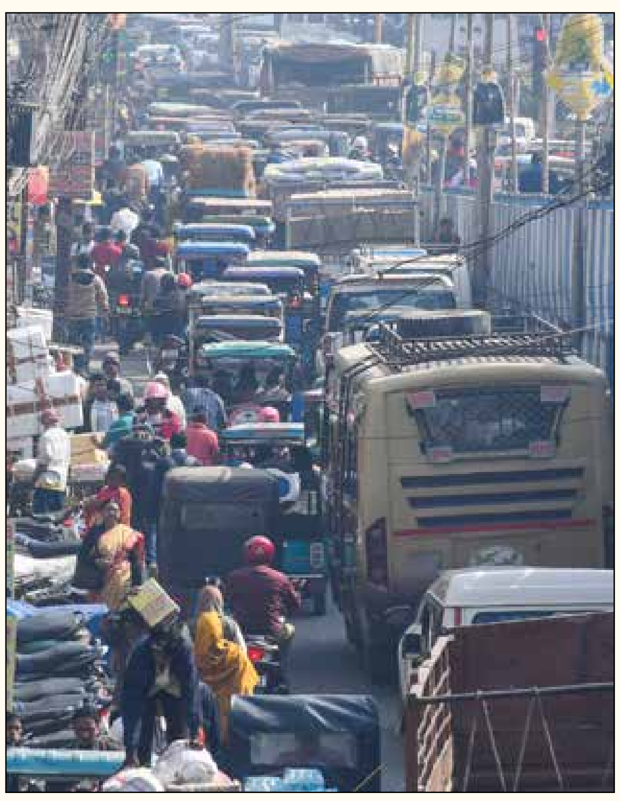

যানজটের কারণে এদিন কলেজের একটি জরুরি ক্লাসে সময়মতো পৌঁছতে পারেননি এক পুলিশকর্মীর ছেলে। তাঁর বক্তব্য, যারা এই কাজ করাচ্ছেন তাঁদের কি সামান্য জ্ঞানটুকু নেই? শহরের ব্যস্ততম এলাকায় রাস্তার কাজ তো ছুটির দিনে করা উচিত। যদি খুব প্রয়োজন থাকে, তবে রাতে কাজ হোক। যানজটের কারণে এক ঘণ্টা দেরিতে কলেজে পৌঁছেছি। একটি ক্লাস করতে পারিনি।

অভীক রায় নামে আরেক শহরবাসী জানান, ‘এ তো যেন পাগলা রাজার কাণ্ডকারখানা! রথবাড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রাস্তা বন্ধ করে এভাবে কাজ করার অনুমতি কীভাবে দেওয়া হল? মানুষকে কতখানি সমস্যায় পড়তে হয়েছে, তা নিজের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবেন না। প্রশাসনের উচিত বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে দেখা।’

শুভম মণ্ডল নামে এক তরুণ জানান, ‘মাসির জন্যে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি। রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ থেকে যানজটে আটকে রয়েছি। ওখান থেকে রথবাড়ি এই ২০০ মিটার রাস্তা আসতে ১০ মিনিটেরও বেশি সময় লেগেছে। এখান থেকে মালঞ্চপল্লি পৌঁছতে কত সময় লাগবে জানা নেই। ট্রাফিককর্মীরা যানজট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। শহরের এত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ওয়ার্কিং ডেতে এভাবে রাস্তা মেরামতির কাজ করা কখনোই উচিত নয়।’

প্রতারণা থেকে বাঁচাতে পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে নোটিশ। - সংবাদচিত্র

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : আর্থিক প্রতারণার নয়া ফাঁদ থেকে ছাত্রছাত্রীদের বাঁচাতে নানাভাবে সচেতনতার উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে ওয়েবসাইটে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নোটিশ জারি করেছে, অফিশিয়াল ওয়েবসাইট বা ওয়েবলিঙ্ক ছাড়া অন্য কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় বা লিঙ্কের মাধ্যমে কেউ যেন কোনও টাকা না দেন। কেউ টাকা দিলে কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়ী থাকবে না।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের সই-সিল জাল করে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল বেশ কিছুদিন আগে। আর এই প্রতারণার শিকার হয়েছিল খোদ বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক পড়ুয়া। যদিও পরে পুলিশ সেই টাকা উদ্ধার করে প্রতারিত পড়ুয়াকে ফেরত দিয়েছিল।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ দুর্লভ সরকারের বক্তব্য, ‘একজন ছাত্রী অভিযোগ করেছিল। আমরা অভিযোগ পেয়েই পুলিশকে জানিয়েছিলাম। পুলিশ টাকা উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে আর কেউ যাতে কোনওভাবে প্রতারিত না হয় সেজন্য আমরা প্রচার করছি।’

এমন ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝেমধ্যে শোনা যায়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাইবার প্রতারণার হাত থেকে পড়ুয়াদের রক্ষা করতে নানাভাবে সচেতন করতে শুরু করেছে। ক্লাসে ক্লাসে যেমন সচেতন করা হচ্ছে,তেমনই ওয়েবসাইট সহ বিভিন্ন জায়গায় নোটিশ জারি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী দীপিকা সাহা, শেফালি রায় সহ অন্যান্যদের কথায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নতুন ভর্তি হয়েছি। অনেক কিছুই এখানে ঘটেছে। আজ সাইবার প্রতারণার বিষয়টি জেনে যথেষ্ট সচেতন হলাম।

হেরিটেজ তকমা দাবি প্রাচীন মন্দিরের

পুরাতন মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : প্রশাসনিক তৎপরতার অভাবে গুরুত্ব হারাচ্ছে বেশকিছু ঐতহ্যবাহী মন্দির। এমনটাই মত পুরাতন মালদা শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শর্বরী এলাকাবাসীর। ওই এলাকার বেশকিছু মন্দিরের জন্য হেরিটেজে প্রস্তাব পাঠানো হলেও সে প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি বলে এলাকাবাসীর তরফে দাবি করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই পুরোনো মন্দিরগুলি ঐতিহাসিক গুরুত্ব হারাচ্ছে। অনেক মন্দির সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। কিছু মন্দির নিজস্ব উদ্যোগে সংস্কার করেছেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সরকারি উদ্যোগ না থাকায় মন্দিরের গরিমা নষ্ট হচ্ছে।

ওই এলাকায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী রাধাগোবিন্দ জিউ-এর বিগ্রহ মন্দির। মন্দিরের সেবায়েত বলরাম মিশ্র বলেন, ‘প্রায় ১৭৮ বছর আগে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একসময় মন্দিরের ছাদ ভেঙে পড়ে। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ নিজেদের উদ্যোগে মন্দির সংস্কার করে। অথচ সরকারি কোনও সহযোগিতা মেলেনি। আমরা চাই এই প্রাচীন মন্দিরটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হোক।’

স্থানীয় কাউন্সিলার বশিষ্ঠ ত্রিবেদী বলেন, ‘আমরা একসময় কিছু মন্দিরকে হেরিটেজ ঘোষণার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু হেরিটেজ ঘোষণা হয়নি। মন্দিরগুলি সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে অনেকেই সমস্যায় রয়েছেন। আমরা বিষয়টি আবার তদারকি করব।’

রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দিরের ছবিটি তুলেছেন সিদ্ধার্থশংকর সরকার।

নতুন গ্যারাজে মিলবে ভাগাড় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : মুক্তমঞ্চ সংলগ্ন এলাকা থেকে সরে যাচ্ছে ইংরেজবাজার পুরসভার গার্বেজ ট্রলির গ্যারাজ। শহরের সরকারি মুরগি খামার সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠছে পুরসভার স্থায়ী গ্যারাজ। বৃহস্পতিবার বিভাগীয় দপ্তরের সিআইসি শুভময় বসু ও কাউন্সিলার উদয় চৌধুরীকে নিয়ে নতুন গ্যারাজ পরিদর্শনে যান পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। ইতিমধ্যেই পুরসভার সদ্য ক্রয় করা ট্রিপার ভ্যানগুলি নতুন গ্যারাজেই রাখা হচ্ছে। এবার থেকে পুরসভার সমস্ত ধরনের যানবাহন রাখা হবে ওই নতুন গ্যারাজে। মুক্তমঞ্চ সংলগ্ন এলাকায় শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবার গাড়ি রাখা হবে।

জমি দেখলেন পুরপ্রধান।

বেশ কিছুদিন ধরেই সরকারি মুরগি খামারের পাশে গড়ে ওঠা পুরসভার গ্যারাজের পাশে অস্থায়ী ভাগাড় তৈরি করে ফেলে সাফাইকর্মীরা। একদিকে মুরগি খামারের দুর্গন্ধ, অন্যদিকে আবর্জনার স্তূপ। গ্রিন পার্ক এলাকা সহ গৌড় রোড এবং ৪ ও ১ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশের মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই পুরসভা এই অস্থায়ী ভাগাড় সরিয়ে ফেলে গ্যারাজ চালু করতে উদ্যোগ নেয়। বৃহস্পতিবার গ্যারাজ পরিদর্শন শেষে পুরপ্রধান জানান, ‘হর্টিকালচার দপ্তরের পিছনদিকে আমাদের নিজস্ব গ্যারাজ রয়েছে। এখানে গার্বেজ ট্রলিগুলো রাখা হয়। মুক্তমঞ্চ সংলগ্ন জায়গাতেও আমাদের ভেহিকলস গ্যারাজ আছে। এবার থেকে সেখানে শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবার গাড়ি ছাড়া পুরসভার সমস্ত যানবাহন নতুন গ্যারাজে সরিয়ে আনা হবে।’

প্রতিষ্ঠা দিবস

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ‘অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন’ (এআইডিএসও) পালন করল তাদের ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা দিবস পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক শ্যামল দত্ত, রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় প্রমুখ। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব রক্ষার আন্দোলনকে কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে।

ডেপুটেশন

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর: শহর বা গ্রাম বলে বেঁধে দেওয়া যাবে না। সর্বত্র অবাধে টোটো চালানোর অনুমোদন দিতে হবে। এমন দাবি নিয়েই বৃহস্পতিবার রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটিকে (আরটিও) ডেপুটেশন দিলেন একদল টোটোচালক। তাদের দাবি, যে সামান্য উপার্জন হয়, তাতে বাধা দিলে না খেয়ে মরতে হবে।

ডিসেম্বরের গরমে অবাক রায়গঞ্জবাসী

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : দুপুরের তীব্র গরম দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা ডিসেম্বর মাসের শেষ। রোদের এমন তীব্রতা দেখে রীতিমতো আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ। তাহলে কী এই বছর ডিসেম্বর মাস সবচেয়ে উষ্ণ থাকবে, বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষ।

রায়গঞ্জ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা (খামার) অজিত সরকার বলেন, ‘বিগত কয়েকদিন ধরে রায়গঞ্জের তাপমাত্রা অনেকটাই বেশি। মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি এবং ১২.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২৯.৫ ডিগ্রি এবং ১৩.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

রায়গঞ্জের বাসিন্দা মৃণাল দাস বলেন, ‘দুপুরের দিকে সূর্যের তাপ সহ্য করা যাচ্ছে না। বেশি সময় রোদে থাকলে মাথা ধরে যাচ্ছে। এমন গরমে নাজেহাল হয়ে পড়ছি।’ রায়গঞ্জ স্কুল অফ জিওগ্রাফির সদস্য ত্রিদীপ্ত ঘোষ বলেন, ‘পশ্চিমা বায়ু ঢোকার আগে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই পরিস্থিতি কেটে যাবে।’

মেগা রক্তদান উৎসব

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : শনিবার থেকে বালুরঘাট শহরে শুরু হতে চলেছে তিনদিনব্যাপী উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ রক্তদান উৎসব। পথের দিশা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে এই অনুষ্ঠান হবে। যার সহযোগিতায় রয়েছে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন। এবছর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল এই রক্তদান উৎসব। প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত রক্তদান করতে পারবেন রক্তদাতারা। গত বছর এই উৎসবে প্রায় ২০০ জন রক্তদান করেছিলেন। এবছর যা ৩০০ হবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। থ্যালাসিমিয়া সচেতনতা শিবির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। পাশাপাশি, বিভিন্ন স্কুলের ১৫ জন মেধাবী পড়ুয়াদের স্কলারশিপ দেওয়া হবে সংস্থার তরফে।

সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে নানা রংয়ের টোটো

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : বছরের শুরু থেকেই নতুন পদ্ধতিতে টোটো চলাচল শুরু হবে রায়গঞ্জ শহরে। ইতিমধ্যে পুরসভার তরফে শহরের বিভিন্ন জায়গায় এই সংক্রান্ত ফ্লেক্সও টাঙানো হয়েছে। নতুন বছরের শুরু থেকে গ্রামের টোটো শহরে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইতিমধ্যে এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র এই তিনদিন শহরে চলবে সবুজ রংয়ের টোটো। অন্যদিকে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার চলবে নীল রংয়ের টোটো।

পুরসভার তরফে যে ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র শনিবার করে রায়গঞ্জ শহরে সবুজ ও নীল উভয় রংয়েরই টোটো চলাচল করবে। এই শর্তগুলো লঙ্ঘন হলে পুরসভা টোটোচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানা গিয়েছে।

কড়াকড়ি রায়গঞ্জে

- নতুন বছরে গ্রামের টোটো পুর এলাকায় নিষিদ্ধ
- সোম, বুধ ও শুক্রবার সবুজ রংয়ের ও মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবারে নীল রংয়ের টোটো চলবে
- শনিবার উভয় রংয়ের টোটো চলবে
- পুর এলাকায় রাত্রী ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ থাকবে না
- টিন নাম্বার ও কিউআর কোড ছাড়া টোটো চলাচল নিষিদ্ধ
- চালক হিসেবে কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাবে না

টোটোর কারণেই মূলত শহরের যানজট। তবে রাত দশটা থেকে পরদিন সকাল সাতটা পর্যন্ত উভয় রংয়ের টোটো চলাচলে কোনও বিধিনিষেধ নেই বলে জানা গিয়েছে।

তবে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগছে যে, গ্রাম থেকে টোটো করে রোগী এবং ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আসার ক্ষেত্রে পুরসভার কী পদক্ষেপ রয়েছে। যদিও সেই বিষয়ে ‘ছাড়’ রয়েছে বলে আশ্বস্ত করেছে রায়গঞ্জ পুরসভা। রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, ‘গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে বা গ্রাম থেকে ছাত্রছাত্রী টোটোতে আসার ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ থাকছে না। ট্রাফিক প্রশাসন সেই টোটোগুলোকে শনাক্ত করে তবেই শহরে ঢুকতে দেবে।’

বছরকয়েক আগে রায়গঞ্জ পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস শহরের টোটো শহরে ও গ্রামের টোটো গ্রামে চালু করতে চেয়েছিলেন। শহরের যানজট সমস্যার নিরসনে তার এই উদ্যোগ শহরবাসীর কাছে সেই সময় ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু জটিলতার কারণে তা কার্যকর হয় না। অবশেষে রায়গঞ্জ পুরসভার ভাবনাতেই সিলমোহর পড়ল বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল। এই প্রসঙ্গে সন্দীপবাবু বলেন, ‘মানুষের সমস্যার সমাধান করা আমাদের মূল কাজ। যেটা যখন কার্যকর হওয়ার সেটা তখনই হবে। সেসময় আমরা শহরের টোটো শহরে ও গ্রামের টোটো গ্রামে কার্যকর করতে চেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি সেই সময়। এখন সর্বসম্মতিক্রমে টোটোর বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা পয়লা জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।’ পুরসভা ও প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি সকলেই। শহরের বাসিন্দা অপু শিকদার বলেন, ‘শহরের যানজটের মূল কারণ টোটো। টোটো নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে জানতে পেরে আমরা সত্যিই খুব খুশি। আশা করি, নতুন বছরে নতুন রায়গঞ্জ দেখতে পাব আমরা সকলে।’ শহরের বাসিন্দা রনি দত্তের কথায়, ‘পুরসভা ও প্রশাসনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। পুরসভার তরফে অনেকদিন ধরেই শহরের টোটো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে বলে শুনেছি। অবশেষে তা সফল হতে যাচ্ছে জেনে সত্যিই ভালো লাগছে।’

চতুর্থ কিস্তি

মেসবাড়ির ডায়েরি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষেই মেসবাড়ির উদ্ভব। একসময় মফসসলের মেধাবী ও শিক্ষিত বাঙালি সন্তান উচ্চশিক্ষা ও চাকরির খোঁজে জেলা থেকে কলকাতায় আসতে শুরু করলে শুরু হয় মেসবাড়ির কালচার। উত্তর কলকাতার এইসব মেসবাড়ি কেবল ইট-কাঠের কাঠামো ছিল না। ছিল কয়েক প্রজন্ম, অনেকটা ইতিহাস, গোটা একটা সংস্কৃতি নিয়ে নতুন এক অধ্যায়। সময়টা বদলে গেছে। মেসবাড়ির সংস্কৃতি বদলে হয়েছে পিজি, আর্থিক সংগতিসম্পন্নদের প্রথম পছন্দ 'পিজি'। পিজিতে নেহাতই ঘর শেয়ার করা, আর কিছু নয়। ফলস্বরূপ পরিচর্যার অভাবে বয়সের ভারে মাথা নুইয়েছে মেসবাড়ি। প্রত্যেক মেসের ছিল নিজস্ব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য; সেখানে একসঙ্গে বাঁচার নামই জীবন... আজও মেস আছে, মেসজীবন আছে, কিন্তু কোথাও মেসবাড়ি বলে কোনও বাড়ি বা তার ঠিকানার অস্তিত্ব নেই। এখন যে ক'টা টিকে আছে, সেই আন্তরিকতা নেই বললেই চলে বোর্ডারদের মধ্যে। তক্তপোশ পরিণত হয়েছে সিঙ্গল বেড-এ। বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতে আসা ভিনরাজ্যের ছেলেমেয়েরা তো আছেই, শহর কলকাতায় পড়াশোনা করতে আসা দেশ-বিদেশের বহু ছাত্রছাত্রীর যৌথ ডেরাও এখন মধ্যবিত্ত পাড়ার বেশ কিছু ফ্ল্যাট। নামের সঙ্গেই পালটেছে মেসবাড়ির অঙ্গসজ্জা। তক্তপোশ-তেলচিটে তোষকের অবসান ঘটেছে সিঙ্গল বেড আর আধুনিক ম্যাট্রেসে। বারোয়ারি কলঘরের জায়গায় এসেছে অ্যাটাচড টয়লেট। বিদায় নিয়েছে মেসবাড়ির আজীবন সদস্য ছারপোকারাও। তবুও ভোল বদলে বহাল তবিয়তে শহরজুড়ে আজও বিদ্যমান মেসবাড়ি।

খেলা দেখার মরশুম

✍ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ

মেসে খেলা দেখাটা অন্য রকমের। চেনা-অচেনা মেসবাসী সবাই হয়ে যায় এক আসরের সঙ্গী। ল্যাপটপ, ট্যাব বা ফোনের স্ক্রিন ঘিরে চা আর তেলেভাজা নিয়ে একসঙ্গে বসে পড়া। লিগ বা টুর্নামেন্ট অনুসারে মেরু বিভাজন হয়। দলের সমর্থক অনুযায়ী তৈরি হয় সিজনাল বন্ধু বা শত্তুর। নিজের পছন্দের দলকে যুক্তিতক্কের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে যে-কোনও পর্যায়ে যেতে পারে সমর্থকেরা, এই যুদ্ধে হরিহর আত্মাও হয়ে উঠতে পারে 'দুর্ধর্ষ দুশমন'! উভয় দলের সমর্থক সারাটা ম্যাচ জুড়ে আস্ফালন করা থেকে পিছপা হয় না। ম্যাচ শেষে বিজয়ীরা হায়না হয়ে খুঁজে বেড়ায় শিকারদের। এদের পৈশাচিক উল্লাস ও আক্রমণের ভয়ে হেরোরা গা ঢাকা দেয়, কিন্তু তাতেও নিস্তার কি মেলে? হট্টগোলে অতিষ্ঠ হয়ে ধ্বনিত হয় প্রতিবেশীর মুখঝামটার তেতো সিম্ফনি। ক্রিকেট ভারতের একটা ধর্মে পরিণত হয়েছে; বিশ্বকাপ এলেই এই ধর্মের সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের সব সমীকরণ একবিন্দুতে এসে মেশে। সব বৈরিতা ভুলে একটাই সুরে গলা ফাটায় 'ইন্ডিয়া... ইন্ডিয়া'! সেই উন্মাদনায় কিন্তু আর প্রতিবেশীরা বিরক্ত হন না। ২০২৩ এর বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল পর্যন্ত ভারতের অপ্রতিরোধ্যতা দেখে গোটা দেশ আশায় বুক বেঁধেছিল। ফাইনালে জিতলে উদযাপনের জন্য আতশবাজি, পটকা এনে রাখা ছিল। কিন্তু গোটা দেশের স্বপ্ন একসাথে ভেঙেছিল সেদিন রাত্রে। পুরো পাড়ায় স্বপ্নভঙ্গের নিস্তব্ধতার মহামারি। সে রাতে কেউ ক্যান্টিনে খেতে যায়নি। বিনিদ্র রাতে ছলছল চোখে সবাই সমবেত নীরবতায় বিষণ্ণতার ভার লাঘব করার চেষ্টায়।

দুই দশক আগে পাড়ায় দু-একটা টেলিভিশন থাকলে সবাই মিলে এক হয়ে খেলা দেখার আসর বসত, একসাথে মুহূর্তগুলো ভাগ করে নিত। আজকের প্রাচুর্যের মধ্যে পৃথিবীগুলো ভাগ হয়ে অনেক ছোট হয়ে গেলেও এখনও সরু গলির ভিতর কোনও মেসে গেলে হয়তো দেখা যাবে অগোছালো ছোট ঘরগুলোর মধ্যে আন্তরিকতার সেই বৃহৎ জগৎগুলোর অস্তিত্ব বেঁচে রয়েছে আজও।

ধ্রুপদি বাংলা ভাষার খোঁজে গৌড়বঙ্গ

সেমিনার

সৌকর্য সোম

সম্প্রতি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত 'বাংলা কেন ধ্রুপদি ভাষা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তা ছিলেন আইএলএসআর, কলকাতা-এর অধ্যাপক অমিতাভ দাস। অমিতাভবাবু তাঁর আলোচনায় বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রাচীনতা, সাহিত্যিক সমৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্রের কথা বলেন। চর্যাপদেরও আগে রচিত বাংলাভাষার নিদর্শনের সম্ভাবনায় নবীন গবেষকদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন তিনি।

গৌড়বঙ্গের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুনিমা ঘোষ বলেন, 'অমিতাভবাবুর আলোচনায় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের মননের পরিসর উন্মুক্ত করার জন্যই এই আয়োজন।' আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধ্যক্ষ ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপক জ্যোৎস্না সাহা, অধ্যাপক রজতকিশোর দে, অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক সাধন সাহা, অধ্যাপক অচিন্ত্য ব্যানার্জি প্রমুখ। শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ লক্ষণীয় ছিল।

উপভোক্তা অধিকার ও আইনের সচেতনতা শিবির

সেমিনার

সম্প্রতি রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও কনজিউমার ক্লাবের উদ্যোগে, আইকিউএসি, ভোক্তা বিষয়ক বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এফবিপি-র সহযোগিতায় মিলনায়তন হলে 'ভোক্তা অধিকার ও আইন: সুরক্ষা ও দায়বদ্ধতা' বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রণতি মজুমদার ভোক্তা অধিকার ও আইন সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং দায়বদ্ধতা ও ভোক্তা ন্যায়বিচারের ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করেন। অধ্যক্ষ ডঃ চন্দন রায় ভোক্তা অধিকার বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখেন। তিনি অর্থনৈতিক তত্ত্ব ব্যবহার করে ভোক্তা ও বিক্রেতার ধারণা এবং তাদের মধ্যে সংঘাতের কারণগুলি বিশদে ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও, তিনি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কনজিউমার ক্লাব গঠনের জন্য অভিনন্দন জানান।

তথ্য ও ছবি : দীপঙ্কর মিত্র

ফোটোস্টোরি

রায়গঞ্জ টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের উদ্যোগে টেকনোৎসব।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সিমেস্টারের পড়ুয়াদের নবীনবরণ। *ছবি দুটি তুলেছেন দীপঙ্কর মিত্র।*

কুশমণ্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষের সূচনাপর্বে বিজ্ঞান মডেল, হাতের কাজের প্রদর্শনী এবং তিনদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। *ছবি : সৌরভ রায়*

প্রকৃতিপাঠ

উত্তর দিনাজপুর

নীল পাহাড়ের কোলে শিক্ষামূলক ভ্রমণ

ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশে দার্জিলিংয়ে দুইদিনের শিক্ষামূলক ভ্রমণ করে এল রায়গঞ্জ মাড়াইকুড়া ইন্দ্রমোহন বিদ্যাভবনের বিজ্ঞান ও ভূগোল বিভাগের পড়ুয়ারা। দুইদিনের এই ভ্রমণে তারা বোটানিকাল গার্ডেন সহ ঘুরে দেখে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি পথ, মানুষের জীবনযাত্রা সহ তাদের সংস্কৃতি। স্কুলের ভূগোল শিক্ষক বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, এই ভ্রমণে আমাদের স্কুলের পড়ুয়ারা পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের জীবনযাপন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করে। এছাড়াও গাছপালা, বন্য জীবন সহ নানা তথ্য সংগ্রহ করে।

স্কুলের পড়ুয়া নিরুপমা, অর্পিতা, জিন্নত, মসিউর, তন্ময়রা জানায়, সারাজীবন এই ভ্রমণের কথা মনে থাকবে। তাদের কথায়, 'বিজ্ঞান ও ভূগোল বইয়ে যা কিছু শিখেছিলাম, আজ স্যারেরা সেগুলোকে হাতে কলমে আবারও দেখিয়ে দিল।'

এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে শিক্ষক হিসেবে গিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ মণ্ডল, অভিষেক সিনহা, প্রিয়াঙ্কা সরকার চাকি, রাজা মালাকার, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

ছবি ও তথ্য : চন্দ্রনারায়ণ সাহা

প্রকৃতি পাঠের শিবির

সদ্য সংস্কার করা পুকুরে ফুটেছে নানারংয়ের শাপলা। পাড়ে ছোটবড় হিজল-মেহগনি। পুকুরের পাড়ে গোলপাতার ছাউনি দেয়া ঘরের পাশেই শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে পড়া শুনছে আর সামনের সাদা বোর্ডে শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় লিখে বোঝাচ্ছেন। ইট-পাথরের ক্লাসরুমের বাইরে এরকম পড়াশোনায় ভীষণ খুশি খুদেরা। রায়গঞ্জের মোহনবাটি জি এস এফ পি স্কুলের খুদেদের নিয়ে শিক্ষক- শিক্ষিকারা রাধিকাপুর গিয়েছিলেন প্রকৃতি পাঠ শিবিরে। নাম দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির পাঠশালা।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা অতসী পাল জানিয়েছেন, 'শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির থেকে শিক্ষা দিতে পুকুরের পাশেই পাঠশালা তৈরি করা হয়।'

তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র

দক্ষিণ দিনাজপুর

সমুদ্র, লাল কাঁকড়ায় উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা

শীতের আমেজ শুরু হতেই পড়ুয়াদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছে গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের একাধিক প্রাইমারি স্কুল। কোনও স্কুল তার পড়ুয়াদের নিয়ে সমুদ্র দেখাতে পাড়ি জমিয়েছেন দিঘা, কেউ আবার শান্তিনিকেতনে। গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের অন্তর্গত মালিপাড়া প্রাইমারি স্কুলের ৫০ জন পড়ুয়া, অভিভাবক ও ৪ জন শিক্ষক পাড়ি দিয়েছেন দিঘার সমুদ্র দেখতে। দিঘার সমুদ্র, বিজ্ঞানকেন্দ্র, বাংলা ও ওড়িশার সীমানা চাক্ষুষ করে খুদেরা। মালিপাড়া প্রাইমারি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুমিত বসাকের বক্তব্য, 'প্রকৃতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি পরিচয় করাতে আমরা প্রতিবছর এমন শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করি। দিঘার সমুদ্র, বিজ্ঞানকেন্দ্র, লাল কাঁকড়া, বাংলা ওড়িশার সীমানা দেখে বাচ্চারা খুব আনন্দ পেয়েছে।'

তথ্য : জয়ন্ত সরকার

ব্যান্ডের তালে পাঠশালা

হঠাৎ ব্যান্ডের সুরে বেজে উঠল জাতীয় সঙ্গীত। উঠে দাঁড়িয়ে মনে মনে সেই সুরে গলা মেলাল খুদেরা। তারপরেই শুরু বাংলা গান। সঙ্গে দেদার নাচ। এরপর পথ পরিক্রমায় পায় পা মেলায় সদ্য ভর্তি হওয়া শিশু থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ারা। যাদবপুর অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুলের এমন উদ্যোগ দেখে নিজের ছেলেকে বেসরকারি স্কুলে আর ভর্তি করবেন না বলে ঠিক করেছেন ওই গ্রামের রফিকুল আলম।

এখানেই এমন উদ্যোগে সার্থকতা বলে জানিয়েছেন যাদবপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম চৌধুরী। প্রদীপ সরকার দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় অসীমবল মজুমদার ও সোনু বোরাদ সহ মোট পাঁচ জন শিক্ষক অংশ নেন। সকাল থেকে শুরু হয় প্রকৃতি পাঠ। ঘরের পাশে ইটভাটা থাকলেও পড়ুয়াদের অনেকেই কোনওদিন ইটভাটায় যায়নি। ছাত্র টানতে এমন অভিনব উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সাফিয়ার রহমান। সবশেষে মুরগির মাংস, গরম ভাত, ডাল, চাটনি আর মিষ্টির দিয়ে শেষ হয় সফর।

তথ্য ও ছবি : সৌরভ রায়

লোকনাট্য সংস্কৃতি খন পালাগানের বিকাশে মউ

সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের নাথানিয়াল মূর্মু মেমোরিয়াল কলেজ ও ঊষাভানু লোকনাট্য দল খন পালাগানের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য আগামী পাঁচ বছরের মউ স্বাক্ষর করল।

তপন কলেজের টিচার ইনচার্জ প্রণয় নারজারীর বক্তব্য, 'জেলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম লোকনাট্য খন পালাগানের সঙ্গে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ও উৎসাহ প্রদান করার পাশাপাশি জেলার অন্যান্য লোকসংস্কৃতির আদানপ্রদানের লক্ষ্যেই এই মউ স্বাক্ষর করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, আগামীতে কলেজের ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে খন-পালাগান তৈরি ও মঞ্চায়ন হবে। এ প্রসঙ্গে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মহেন্দ্র বিশ্বাস জানান, 'খন পালাগান ছাড়াও মুখোশ, চোখচুন্দি, মনসামঙ্গল পালা, সত্যপিরের মতো একাধিক লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকের সরাসরি যোগাযোগ ঘটবে ঊষাভানু দলের সঙ্গে।' দলের তরফে জানিয়েছে, জেলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তপন কলেজের ছেলেমেয়েদের পরিচয় ঘটানোর সেতু হিসেবে কাজ করবেন ঊষাভানু দলের রসিক শিল্পীরা। লোকনাট্য শিল্পীদের কাছে এটা অনেক বড় উদ্যোগ। এদিন কলেজের প্রেক্ষাগৃহে ঊষাভানুর শিল্পীরা 'ফাঁকা ডাব' খন পালাগান অবলম্বনে স্বল্প দৈর্ঘ্যের পালা মঞ্চায়ন করেন।

তথ্য ও ছবি : সৌরভ রায় ও বিপ্লব হালদার

নবীনবরণে সংবর্ধনা

সম্প্রতি ৫৬ তম নবীনবরণ উৎসব পালন করা হল সামসী কলেজে। সেই উপলক্ষ্যে বিএ প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের চিরাচরিত প্রথা মেনে বরণ করা হয়। কলেজের পড়ুয়াদের দ্বারা পরিবেশিত হয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

এদিকে, কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকে সাউথ মালদা কলেজে নবীনবরণ উৎসবও হল সম্প্রতি। একটি টবে চারা গাছে জল ঢেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অতিথি ও গভর্নিং বডির সভাপতি বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক চন্দনা সরকার। কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে অতিথি বরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করেন। এছাড়া শেষ সিমেস্টারের বিভিন্ন বিভাগের ১২জন টপারকে সংবর্ধনা জানানো হয়। নাচে, গান, কবিতায় অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

তথ্য : মুরতুজ আলম, আনওয়ারউল হক

রাধানগর বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসরুম

রাধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি উন্মোচনের সঙ্গে চালু হল স্মার্ট ক্লাসরুম। এই অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন শিক্ষা আধিকারিক অরুণকুমার সর্দার, বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় প্রমুখ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাকেশ কুণ্ডু জানিয়েছেন, 'বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি দান করেছেন এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা সুপ্রিয়া সরকার। স্মার্ট ক্লাসরুমটি ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক পড়াশোনায় সাহায্য করবে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্মার্ট ক্লাসরুমটি গ্রামের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।'

তথ্য ও ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামানিক

বুরহান ওয়ানির শেষ সঙ্গী সহ হত ৫

মৃত জঙ্গিদের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে সেনা। বৃহস্পতিবার কুলগামে।

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে পাঁচ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ওই জঙ্গিদমন অভিযানে মৃতদের মধ্যে রয়েছে হিজবুল-মুজাহিদিনের শীর্ষ কমান্ডার ফারুক ভাট ওরফে নলি। সে বুরহান ওয়ানির ঘনিষ্ঠ শেষ সঙ্গী ছিল। জম্মু ও কাশ্মীরে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় ছিল এই জঙ্গি নেতা। তার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। ২০১৪ সাল থেকে সক্রিয় নালির মৃত্যু হিজবুলের কাছে বড় ধাক্কা। কাশ্মীর পুলিশ সূত্রের খবর, ফারুক কাশ্মীরে সবচেয়ে বেশি দিন ধরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা হিজবুল জঙ্গি। কুলগামের অভিযানে বৃহস্পতিবার ফারুক সহ আরও চার কাশ্মীরি জঙ্গির মৃত্যু হয়।

সংঘর্ষে দুই সেনা সদস্যও

কুলগামে সংঘর্ষ

আহত হন। বুধবার গভীর রাতে গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কুলগামের বেহিবাগ এলাকার কাদ্দার গ্রামে অভিযান চালানো হয়। অভিযান শুরু হওয়ার পর জঙ্গিরা গুলি চালায়। সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথবাহিনী পালটা গুলি চালালে সংঘর্ষ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে সংঘর্ষে ৫ জন জঙ্গি নিহত হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিনার কোর একটি পোস্টে জানিয়েছে, '১৯ ডিসেম্বর নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুলগামের কাদ্দার এলাকায় সেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে জঙ্গিদের উপস্থিতি চিহ্নিত করা হয়। সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে জঙ্গিদের চ্যালেঞ্জ করা হলে তারা বাহিনীকে নিশানা করে গুলি চালায়। আমাদের বাহিনী পালটা গুলি চালিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করেছে।'

এর আগে ডিসেম্বর মাসের শুরুতে লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যুক্ত এক জঙ্গি জুনেইদ আহমেদ ভাট ডাচিগ্রামে সংঘর্ষে নিহত হয়। সম্প্রতি জম্মু অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী হামলার কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জাতীয় সুরক্ষা গার্ড (এনএসজি)-এর একটি বিশেষ দলকে জম্মুতে মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছে। চলতি বছরে জম্মু অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী হামলা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই হামলায় ৪৪ জন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে ১৮ জন নিরাপত্তাকর্মী, ১৪ জন সাধারণ নাগরিক এবং ১৩ জন জঙ্গি।

চুলের নয়া স্টাইলে নজর কাড়লেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৯ ডিসেম্বর : প্রশাসক হিসেবে নজর কাড়লেও স্টাইল আইকন হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে জগৎজোড়া জনপ্রিয়তা রয়েছে, বিষয়টা এমন নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট পদে শপথের একমাস আগে নিজের হেয়ারস্টাইলে খানিকটা নতুনত্বের ছোঁয়া এনেছেন তিনি। বুধবার ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচের ইন্টারন্যাশনাল গলফ ক্লাবে এসেছিলেন তিনি। নতুন কেশবিন্যাসে শোভিত ট্রাম্পের পরনে ছিল সাদা গলফ টি-শার্ট এবং কালো ট্রাউজার। হাতে ছিল লাল টুপি। পায়ে সাদা স্নিকার। সচরাচর তাঁকে এভাবে বড় একটা দেখা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই ট্রাম্পের 'নয়া অবতার' ভাইরাল।

আম্বেদকর বিতর্কে উত্তাল সংসদ

কংগ্রেস-জোড়াফুল ব্যবধান বাড়ছে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : ইস্যু এক। তা নিয়ে কেন্দ্র ও বিজেপি-বিরোধী সুরেও খুব বেশি অমিল নেই। তবুও আম্বেদকর বিতর্কে কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার সংসদের মকরদ্বারের সামনে বিজেপি এবং কংগ্রেস সাংসদদের ধাক্কাধাক্কি ঘিরে রাজ্যসভা ও লোকসভা উত্তাল হলেও পুরো বিষয়টি থেকে নিজেদের দূরে রেখে পৃথকভাবে আম্বেদকর বিতর্কে সরব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল।

তৃণমূলের এহেন অবস্থানের ফলে ইন্ডিয়া জোটের ফাটল আরও চওড়া হল বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তৃণমূল নয়, আপ এবং সপা-ও কংগ্রেসের থেকে দূরে থেকে আম্বেদকর কাণ্ডে পৃথকভাবে সুর চড়িয়েছে। শুধু বাম, আরজেডি, ডিএমকে, জেএমএম, আইইউএমএলের মতো শরিকদের আম্বেদকর ইস্যুতে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছে। এর আগে আদানি ইস্যুতেও সংসদ অচল করার বিষয়ে কংগ্রেসের থেকে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিল তৃণমূল।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আম্বেদকর ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য দলীয় সাংসদদের নির্দেশ দেন। তারপরই তৃণমূল সাংসদরা সংসদ চত্বরে আম্বেদকর মূর্তির সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র পদত্যাগ দাবিতে স্লোগান দেন।

দুপুর দুটোর সময় ফের লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে কংগ্রেস সাংসদরা আম্বেদকরের ছবি হাতে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। কেউ কেউ স্পিকারের চেয়ারের দিকেও এগিয়ে যান। তখন কংগ্রেসের সঙ্গে সপাকে সুর মেলাতে দেখা গেলেও তৃণমূল সাংসদরা যথারীতি দূরত্ব বজায় রাখেন। পরে দুপুর দুটোর সময় লোকসভার অধিবেশন মুলতবি হওয়ার পর ফের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সাংসদরা আম্বেদকর মূর্তির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অমিত শা-র বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ এনেছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।

ইন্ডিয়া জোটে থেকেও কেন এমন ভিন্ন অবস্থান, সেই সম্পর্কে তৃণমূল সূত্রে বলা হয়েছে, 'ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা একজোট। বিষয়ের সঙ্গে সহমত হলেও আমরা আলাদা পদক্ষেপ করব।' কংগ্রেসকে বিরোধী পরিসরে একা লাঠি ঘোরাতে না দেওয়ার ব্যাপারে সপা, আপের মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক দল তৃণমূলের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে বলে জানা গিয়েছে। তার ছাপ আদানির পর এবার আম্বেদকর বিতর্কেও পড়ল।

মহাকাশে সান্তা সুনীতা

ওয়াশিংটন ডিসি, ১৯ ডিসেম্বর : চুলে পাক ধরেছে। তবুও ঠোঁটের কোণে হাসি। ঘরসংসার থেকে অনেক দূরে তিনি। তবুও মুখ খুশিতে ভরা। মহাকাশে আসন্ন বড়দিনের মরশুমকে সান্তার পোশাকে আলিঙ্গন করছেন নাসার নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। নাসার মহাকাশ স্টেশন আইএসএস-এ দিব্য রয়েছেন তিনি। সান্তার টুপি তে দুর্দান্ত পোজ দিয়েছেন সুনীতা ও তাঁর সঙ্গী ডন পেটিট। দুই মহাকাশচারীর ছবি এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছে নাসা। বড়দিনের উপহারের সঙ্গে অত্যাবশ্যক অনেককিছু তাঁদের জন্য পাঠানো হয়েছে স্পেস এক্স মহাকাশযানে। লাল টুপিতে চমৎকার দেখাচ্ছে সুনীতাকে। নাসা জানিয়েছে, পরিজনদের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।

টাকার মূল্যে রেকর্ড পতন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার মূল্যে পতন অব্যাহত। বৃহস্পতিবার এক ডলারের মূল্য পৌঁছে যায় ৮৫ টাকা ৩০ পয়সায়। যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর থেকেই চাঙ্গা হয়েছে ডলার। সে দেশের শীর্ষ ব্যাংক প্রত্যাশা মতো সুদের হার কমানোয় আরও শক্তিশালী হয়েছে ডলার। সেই অভিঘাতে ক্রমশ দাম কমছে ভারতীয় মুদ্রা টাকার। এদেশ থেকে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি লগ্নি সরানোয় আরও দুর্বল হয়েছে টাকা।

অজানা রোগে মৃত ৮ শিশু

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার বদহাল গ্রামে অজানা রোগে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮। মৃতরা সকলে গ্রামের দুটি পরিবারের সন্তান। সোমবার জেলার ডেপুটি কমিশনার অভিষেক শর্মা বদহাল গ্রামের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যান। এক সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজৌরিতে একটি বায়োসেফটি লেভেল ও তিনটি ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি পাঠানো হয়েছে। অসুস্থতার কারণ জানাতে বিশেষজ্ঞদের একটি কেন্দ্রীয় দলও পাঠানো হয়েছে ওই জেলায়।

এখনও আতঙ্কে বেঁচে ফেরা যাত্রীরা

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের আতঙ্ক কাটেনি।

মুম্বইয়ের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে এলিফ্যান্টা গুহায় যাওয়ার পথে বুধবার নৌবাহিনীর স্পিডবোটের সঙ্গে ধাক্কায় ডুবে যায় যাত্রীবাহী একটি ফেরি-লঞ্চ। ওই দুর্ঘটনায় ১৩ যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। উদ্ধার করা হয়েছে ১০১ যাত্রীকে। অনেকে পরিজনদের হারিয়ে শোকে পাথর। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন কেউ কেউ। দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বিহ্বল করেছে উদ্ধারকর্মীদেও। শুরু হয়েছে দোষারোপের পালা।

নীলকমল নামে ডুবে যাওয়া লঞ্চের চালকের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের কোলবা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন এক যাত্রী। তাঁর দাবি, লঞ্চে চড়ার পর তাঁদের লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হয়নি। যার জেরে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সূত্রের খবর, নৌবাহিনীর স্পিডবোটের চালকের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়েছে। গাজিপুরের বাসিন্দা গৌতম গুপ্ত নামে এক লঞ্চযাত্রী বলেন, 'স্পিডবোটের ধাক্কায় ফেরি উলটে গেলে যাত্রীরা জলে পড়ে যান। কারও কাছে লাইফ জ্যাকেট ছিল না। উদ্ধারকাজ শুরু করতে ২০-২৫ মিনিট লেগে গিয়েছিল। ততক্ষণে জলে ডুবে আমার কাকিমার মৃত্যু হয়েছে।'

দীনেশ আদকানে নামে এক যাত্রীর দাবি, ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট পরতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়েছিল। যাত্রীরা লাইফ জ্যাকেট পরার আগেই লঞ্চটি ডুবে যায়। তাঁর কথায়, 'লঞ্চটি ভর্তি ছিল। আমি কয়েকজনকে পড়ে যেতে দেখেছি। তাঁরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিলেন। তবে প্রায় আধঘণ্টা কেউ উদ্ধারের জন্য আসেননি। পরে কয়েকটি নৌকা এসে আমাদের উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার সময় কেউ লাইফ জ্যাকেট

মুম্বইয়ে লঞ্চডুবি

পরেননি। ফেরিটি যখন ডুবতে শুরু করে তখন আমাদের লাইফ জ্যাকেট পরতে বলা হয়েছিল।'

বৈশালী আরখানে নামে এক যাত্রী বলেন, 'পরিবারের ৭ জনকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচেছি।' বৃহস্পতিবারও আতঙ্ক কাটেনি তাঁর। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে ১০ জন যাত্রী ও নৌবাহিনীর ৩ সদস্য রয়েছেন। মৃতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মৃতদের পরিবারবর্গের জন্য ২ লক্ষ টাকা করে সহায়তা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্যের কথা জানিয়েছেন তিনি।

হাতে হাত। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে। কায়রোয় বৃহস্পতিবার।

ঢাকা-লাহোর বৈঠক কায়রোয়

'বাংলাদেশ এখন নতুন পাকিস্তান'

কলকাতা ও ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : রাতারাতি পালটে গিয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার তা আরও স্পষ্ট হল। সাক্ষী থাকল কায়রো শহর।

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস এদিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে কায়রোয় ডি-৮ সম্মেলনের ফাঁকে দেখা করেন। সেখানে পাক প্রধানমন্ত্রীকে ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত সমস্যাগুলি মীমাংসা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ইউনূসকে পাকিস্তান সফরে আসারও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শাহবাজ শরিফ।

বাংলাদেশের এহেন ভোলবদল নিয়ে এবার সুর চড়িয়েছেন ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের প্রবীণ আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। চিকিৎসা করাতে তিনি বর্তমানে ব্যারাকপুরে নিজের ছেলের বাড়িতে এসেছেন।

রবীন্দ্র বলেন, 'ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আর ১৯৭১ সালে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ এক নয়। এটা ৮ অগাস্ট ২০২৪ সালে জন্ম নেওয়া নতুন বাংলাদেশ। ইউনূসের সরকার দেশটাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। তারা নতুন পাকিস্তান গড়তে চাইছে।' রবীন্দ্রবাবুর সাফ কথা, 'আমি কাপুরুষ নই। আমি বাংলাদেশ ছেড়ে পালাইনি। আমি আমার দেশে অবশ্যই ফিরব এবং চিন্ময় কৃষ্ণদাসের মুক্তির জন্য লড়াই জারি রাখব।' রবীন্দ্রর মন্তব্য, 'হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে কোনও আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষ সেসব ভুলে গিয়েছে।'

বরাদ্দ বাড়ছে সেনায়

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : ভারতীয় সেনার শক্তি বাড়াতে অন্তর্বর্তী বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করল প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। বর্তমান বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলে জানিয়ে কমিটি বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। সংসদীয় কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'প্রতিবেশীদের সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক ভারসাম্য রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপের প্রয়োজন।' বর্ধিত বরাদ্দ সেনার আধুনিকীকরণের জন্য ব্যবহৃত হবে। প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান রাধামোহন সিং জানিয়েছেন, বর্ধিত বাজেট বরাদ্দ প্রতিরক্ষায় 'আত্মনির্ভরতা' বাড়াতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেবে। পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনে আমদানি করা হবে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম।

২০২৪-২৫'এ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৬ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী।

৮০ হাজারের নীচে নামল সেনসেক্স

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের রক্ষণাত্মক বার্তায় ফের ডুবল ভারতীয় শেয়ার বাজার। টানা পতনের হাত ধরে সেনসেক্স নামল ৮০ হাজারের নীচে। অন্যদিকে নিফটিও নেমে এসেছে ২৪ হাজারের নীচে।

লক্ষ্মীবারে দিনের শুরু থেকেই নিম্নমুখী ছিল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। দিনের শেষে সেনসেক্স ৯৬৪.১৫ পয়েন্ট নেমে ৭৯২১৮.০৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একইভাবে নিফটি ২৪৭.১৫ পয়েন্ট নেমে ২৩৯৫১.৭০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংকের বার্তা, বিদেশি লগ্নি ভারত থেকে সরে যাওয়া, ডলারের তুলনায় রেকর্ড নীচে টাকার দাম ইত্যাদি কারণে নামছে শেয়ার বাজার। প্রত্যাশামতোই ফেডারেল রিজার্ভ ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমিয়েছে। তবে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক জানিয়েছে, আগামী বছরে আরও ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমানো হতে পারে। আশা ছিল আগামী বছরে ০.৭৫ থেকে ১.০ শতাংশ পর্যন্ত এই হার কমানো হতে পারে। ফেডের এই বার্তায় ধাক্কা খেয়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারও। অন্যদিকে ডিসেম্বরের শুরুতে ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও গত তিন দিনে ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। যা শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য ৮৫ টাকা ৩০ পয়সায় নেমে যাওয়াও শেয়ার বাজারের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।

নীতীশ-নাইডুকে চিঠি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মন্তব্যের জেরে বিতর্কের পারদ ক্রমশ চড়ছে শাসক এবং বিরোধীদের মধ্যে। বিরোধী ইন্ডিয়া জোট নিজেদের যাবতীয় মতবিরোধ দূরে সরিয়ে এই ইস্যুতে একযোগে বিজেপিকে নিশানা করেছে। এই পরিস্থিতিতে আম্বেদকরকে কেন্দ্র করে এনডিএ-তে ফাটল তৈরির চেষ্টা শুরু হল ইন্ডিয়ার তরফে। বৃহস্পতিবার আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে একটি চিঠি লিখে আম্বেদকর বিতর্কে তাঁদের মতামত তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আর্জি

আম্বেদকর বিতর্ক

জানিয়েছেন। কেজরির বক্তব্য, 'বিজেপি সংসদে বাবাসাহেবের অপমান করেছে। মানুষ মনে করে, যাঁরা বাবাসাহেবকে ভালোবাসেন, তাঁরা কখনও বিজেপিকে সমর্থন করতে পারেন না। আপনাদেরও এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচিত।'

মদ্যপান কমানোর উপায় বেরোল গবেষণায়

সিডনি, ১৯ ডিসেম্বর : কেউ বলেন, এমন বন্ধু আর কে আছে! কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এমন শত্রুও মানষের খুব বেশি নেই। নিশানায় একটিই পদ—মদ। এর প্রভাব সমাজে মারাত্মক। এহেন ক্ষতিকর নেশা থেকে মানুষকে বাঁচাতে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন সিডনির এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। মদ্যপান কমানোর জন্য এক নতুন পদ্ধতি তাঁরা জানিয়েছেন।

অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মদ্যপানের কারণে ক্যানসারের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার পাশাপাশি প্রতিদিন কতটা মদ্যপান করা হচ্ছে তা হিসাবে রাখার অভ্যাস তৈরি করলে অতিরিক্ত মদ্যপান কমানো অনেকটাই সহজ হয়। অর্থাৎ সুরারসিকরা যখন বুঝতে পারেন, মদ্যপান ক্যানসারের মতো গুরুতর রোগের কারণ হতে পারে তখন তাঁরা নিজেরাই মদ্যপানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এর ফলে তখন মদ্যপানের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

বিজ্ঞানীদের মতে, মদ পেটে পড়লে বেশ একটা আনন্দ হয় বটে। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান ক্যানসার ছাড়াও হৃদরোগ, হজমের সমস্যা, ডিমেনশিয়া এবং অকাল মৃত্যুর মতো স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়।

গবেষণার প্রধান লেখক জর্জ ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল হেলথের প্রফেসর সিমোন পেটিগ্রিউ বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় মদ্যপান একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করেছে। এর জেরে দুর্ঘটনা থেকে হতাহত হওয়ার সম্ভাবনার পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী নানাবিধ রোগ, ক্যানসার এবং অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। শুধু অতিরিক্ত মদ্যপায়ীরাই নন, মাঝারি মাত্রার মদ্যপায়ীরাও বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকিতে রয়েছেন।

পেটিগ্রিউয়ের কথায়, 'মদ্যপানের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সীমিত সম্পদ ব্যবহৃত হয়। তাই কোন ধরনের জ্ঞানের কথা মানুষকে বেশি প্রভাবিত করতে পারে, তা নির্ধারণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই জানেন না যে, মদ একটি কার্সিনোজেন বা ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থ। তবে শুধুমাত্র এটি জানানোই যথেষ্ট নয়, বরং ঝুঁকি কমানোর জন্য কীভাবে পদক্ষেপ করতে হবে তা-ও জানানো দরকার।'

সিডনির ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় তিনটি পর্যায়ে সমীক্ষা করা হয়। প্রথম সমীক্ষায় অংশ নেন ৭,৯৯৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৪,৫৮৮ জন তিন সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় সমীক্ষায় অংশ নেন। এরপর আরও তিন সপ্তাহ পরে ২,৬৮৭ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন তৃতীয় তথা শেষ সমীক্ষায়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, মদ্যপান এবং ক্যানসারের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি মদ্যপানের পরিমাণ সম্পর্কে খেয়াল রাখার অভ্যাস তৈরি করলে মদ্যপানের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

জমি বিবাদে নাক কাটা গেল পিসির

জয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর : অনাত্মীয়া শূর্পণখার নাক কেটেছিলেন লক্ষ্মণ। কিন্তু সে তো নিছক কল্পকথা। বাস্তবে ভাইপোর হামলায় নাক কাটা গেল পিসির। রাজস্থানে জমি বিবাদের জেরে মহিলার নাক কাটলেন তরুণ। কাটা নাক নিয়ে হাসপাতালে ছুটলেন তিনি। চিকিৎসকরা নাক এবং ক্ষত অংশ দেখার পর জানিয়ে দেন, প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়া নাকটি শরীরের সঙ্গে জোড়া সম্ভব নয়।

বছর ৪০-এর কুকি দেবী তাঁর মায়ের বাড়িতেই থাকেন। রাজস্থানের মোকনি জেলায় ভিটে এবং জমিজমা নিয়ে ভাইপোর সঙ্গে গোলমাল শুরু হয়। চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার বৌদিকে নিয়ে ওই জমি দেখতে যান কুকি দেবী। সেখানেই তর্কে জড়িয়ে পড়েন ভাইপো ওমপ্রকাশের সঙ্গে। অভিযোগ, এরপর ওই তরুণ ছুরি নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হন। কেটে দেন নাক।

'লিভ-ইন ঠিক নয়'

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকা বা লিভ-ইন সম্পর্কে বিশ্বাসী নন নীতিন গড়করি। সমলিঙ্গে বিবাহকেও তিনি সমর্থন করেন না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, লিভ-ইন সম্পর্ক সামাজিক জীবনধারা নষ্ট করছে। সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে এই জীবনশৈলী সামাজিক কাঠামোকে পতনের দিকে নিয়ে যাবে।

গড়করির প্রশ্ন, তরুণ-তরুণীরা বিয়ে না করলে সন্তান হবে কী করে? লিভ-ইন সম্পর্কে সন্তানদের ভবিষ্যৎ কী?

গড়করি জানিয়েছেন, আসল কথা হল মা-বাবা সন্তানকে ঠিকমতো পালন করছেন না। সন্তানদের বড় করতে তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে। বিজেপি নেতা বিবাহবিচ্ছেদের বিরোধী নন। তাঁর কথায়, লিভ-ইন সম্পর্ক ভালো নয়।

গোবিন্দার ছেলের জন্য ঘেমে আকুল বলিউড

গোবিন্দার ছেলের নায়িকা হওয়ার জন্য সারা দেশ থেকে প্রায় ১৪০০০ অডিশন জমা পড়েছে। বলিউডের স্বনামধন্য কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবরার অবস্থাটা একবার ভাবুন। পরিচালক সাই রাজেশ এবং প্রযোজক মধু মান্টেনা ও আল্লু অরবিন্দের কাছে ঠিক কার ক্লিপিং পাঠাবেন তিনি, সেই নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে হচ্ছে তাঁকে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী, বুঝলেন না তো? আসলে যশোবর্ধন আহুজা, মানে গোবিন্দার ছেলে এবার সিনেমায় আসছেন। ২০২৫-এর গ্রীষ্মে তাঁর প্রথম ছবির শুটিং আরম্ভ হবে। ছবির নাম অবশ্য এখনও ঠিক হয়নি। তবে প্রযোজক এবং পরিচালক ভেবেছেন যে, যশের সঙ্গে একেবারে নতুন কোনও মুখ নিয়ে কাজ করবেন তাঁরা। মানে একদম টাটকা জুটি। সেই মতো অডিশন নেওয়ার কাজটা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার ফল যে এই দাঁড়াবে, সে কথা কে জানত!

সিনেমাটা যখন একটা প্রেম কাহিনি, তখন জুটিটাও জম্পেশ না হলে চলে? ব্যস, এবার জম্পেশ জুটি বানাতে গিয়ে পরিচালক সাই রাজেশেরও মাথায় হাত। বেচারা কাস্টিং ডিরেক্টর নিজে আর কজনকে দেখতে পারবেন?

তবে শুধু নায়িকা নন, এই ছবির গানগুলোও কিন্তু একেবারে এক্সক্লুসিভ আর অরিজিনাল হতে হবে। সে কাজটা এখনো শুরু হয়নি, তবে সেখানেও যে ভালোরকম ঘাম ঝরবে, তা বলাই বাহুল্য।

ড্রাগ মাফিয়া ভিকির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল? কী বলছেন মমতা কুলকার্নি

মমতা কুলকার্নি। ৯০-এর দিভা এই গ্ল্যামারাস নায়িকা সম্প্রতি মুম্বাই এসেছেন। ড্রাগচক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তিনি ও তাঁর 'স্বামী' ভিকি গোস্বামী মুম্বাই পুলিশের নজরে পড়েন। ২০০৭ সালের ঘটনা। এই সময় অভিনেত্রী নাকি কেনিয়ায় ছিলেন। ২৫ বছর পর তিনি দেশে ফিরে বলেছেন, 'আমি অভিনয় করতে ভারতে আসিনি। বলিউডে নিজের কেরিয়ার নতুন করে শুরু করতেও চাই না। কুম্ভমেলার জন্য এসেছি। ২৫ বছর আগে এই কুম্ভমেলার জন্যই এসেছিলাম।' তিনি ড্রাগচক্র ও তাঁর 'সঙ্গী' ভিকির কথাও বলেছেন। তাঁর কথায়, 'আমি ড্রাগচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। হ্যাঁ, ভিকির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। ১৯৯৬-তে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়। পরের বছর ওর জেল হয় ড্রাগ কেসে। ১২ বছর ওর জেল হয়। এই সময় ওর সঙ্গে আমার দেখাও হয়। কিন্তু তখন থেকে আমার মন আধ্যাত্মিক বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। তারপর থেকে পূজা, জপতপ নিয়েই আছি।'

ওঁদের কি বিয়ে হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে মমতা বলেন, 'আমি ১২ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করেছি, পিঁয়াজ-রসুনও খাইনি। ভিকিকে ভালোবেসেছি, চিরকাল ভালোবাসব, কিন্তু আমাদের বিয়ে হয়নি। তারপর আট বছর কেটে গিয়েছে, সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে।' ২০১২-তে ভিকি জেল থেকে বেরোলে মমতা বিয়ে, সংসার সবকিছু থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তিনি বলেছেন, 'তবে, ও জেল থেকে বেরোনোর আগে আমি ভারতে ফিরব না বলেই সিদ্ধান্ত নিই। জেল থেকে বেরিয়ে ভিকি কেনিয়া চলে যায়, আমি দুবাই থেকে এলাহাবাদ ফিরি ১০ দিনের জন্য, তারপর আবার দুবাই চলে যাই। মাঝে মাঝে ভিকির সঙ্গে দেখা করতে কেনিয়া যেতাম। ওখানেও ও ড্রাগ ব্যবসার জন্য অভিযুক্ত হয়। আমি ওর সঙ্গে তখন থাকতাম না। ২০১৬-২০২৪ পর্যন্ত আমি নিজের জন্য তপস্যা করেছি। এখন ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। শেষ ওর সঙ্গে আমার কথা হয় ২০১৬-তে।' ২০১৭-র জানুয়ারিতে, মমতা ও ভিকির নামে অজামিনযোগ্য ওয়ারেন্ট বার করে মুম্বাই পুলিশ। এখন তারা মমতাকে এই ড্রাগের ব্যবসার অভিযোগ থেকে ক্লিনচিট দিয়েছে। হঠাৎ দশ ছেড়েছিলেন, তাই তাঁকে পলাতক আখ্যা দিয়ে দেয় পুলিশ, বলেছেন মমতা।

বন্ধুত্বই আসল

বিচ্ছেদের পর বারবার সেলেবরা বলেন, বন্ধুত্বই আসল। দারুণভাবে আবার কথাটি প্রমাণ করলেন হৃতিক রোশন। ১০ বছর আগে হৃতিক ও সুসানে খানের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। ওঁরা এখন হৃদান ও রিহান খানের বাবা-মা। বিভিন্ন ইভেন্টে তাঁদের একসঙ্গে মাঝেমাঝেই দেখা যায়।

এবার দেখা গেল সুসানে খানের প্রেমিক আরসলান গনির জন্মদিনে। মঙ্গলবার, এই অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করেছেন সুসানে, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়। সঙ্গে লিখেছেন, 'জীবনে আমি যা চাই, তা হল তুমি। শুভ জন্মদিন আমার প্রাণ, তুমি এ পৃথিবীতে আমাকে সবথেকে সুখী মানুষ বানিয়েছ।' আরসলান তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে হৃতিকের পোস্ট। তিনি লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন।' সঙ্গে লাল হার্ট ইমোজি।

আরও অনেকেই সুসানের পোস্টে মন্তব্য করছেন। সুসানও হৃতিকের প্রেমিকা সাবা আজাদের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এই চারজন ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। সেই ছুটি কাটানোর মুহূর্তও ধরা পড়েছে একটি ছবিতে। ২০২৫-এ হৃতিক আসছেন অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি ওয়ার ২-তে। ছবির খলনায়ক জুনিয়ার এনটিআর। ২০২৫ সালটি হৃতিকের কেরিয়ারের সিলভার জুবিলি। ২০০০ সালে রাকেশ রোশনের কহোনা পেয়ার হ্যায় দিয়েই অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন তিনি।

অভিনেতা রাম আর ব্যক্তি রামে মিল থাকতে হবে

যিনি রাম হবেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও রামের একেবারে বিপরীত মেরুতে হলে হবে না। একথা সাফ জানিয়ে দিলেন মুকেশ খান্না। নীতিশ তিওয়ারি তাঁর রামায়ণে রণবীর কাপুরকে রাম হিসেবে নিয়ে আসছেন। সাই পল্লবী হচ্ছেন সীতা। ২০২৬ সালের দিওয়ালিতে আসবে এই ছবি। তবে তার অনেক আগে থেকে এই রামায়ণ নিয়ে জোরদার আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেই একটু বিব্রত হয়ে পড়েন মুকেশ খান্না। রণবীর কাপুর বা কাপুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়তো ভালোই। সুতরাং বেশ একটু আমতা আমতা করে তিনি বলেন যে, রাম চরিত্রে যিনি অভিনয় করবেন, চান বা না চান, তাঁর সঙ্গে অরুণ গোভিলের তুলনা আসবেই। ভীষ্ম চরিত্রে কেউ কখনো অভিনয় করলে মুকেশ খান্নার সঙ্গে তুলনা আসবেই। কারণ তাঁরা একটা করে ট্রেন্ড তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

অবশ্য রণবীরকে অযোগ্য বলছেন না তিনি। বরং তিনি মনে করছেন যে, কাপুর পরিবারের এই একমাত্র নায়ক নিশ্চয়ই রামের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নেই। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'অ্যানিমাল' ছবিতে যে নেগেটিভ চরিত্রে তিনি কাজ করেছেন, সেই নেগেটিভিটি তাঁর রাম চরিত্রে পড়বে না বলে আশা করছেন তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৬-এর কালীপুজোয় রামায়ণের প্রথম পর্ব আনছেন পরিচালক নীতিশ তিওয়ারি। ২০২৭ সালের কালীপুজোয় আসছে দ্বিতীয় পর্ব।

মল্লিকা, পূজাকে ইডির জিজ্ঞাসাবাদ

ম্যাজিকুইন নামের একটি পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অভিনেত্রী মল্লিকা শেরাওয়াত ও টিভি অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি। এই পোর্টাল একটি বেটিং ওয়েবসাইট। এটি বেআইনিভাবে পুরুষদের টি ২০ ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ ব্রডকাস্ট করেছিল। ইডি এই ঘটনার তদন্ত করছে। গত দু সপ্তাহে এই সংস্থা দিল্লি, মুম্বাই, পুনে-তে নতুন করে তল্লাশি করেছে। অভিনেত্রীরা এই পোর্টালের প্রচারের মুখ। তাই তাঁদের প্রশ্ন করার ছিল। ইডি বলেছিল, ই-মেল করে বা সশরীরে উপস্থিত হয়ে তাঁরা উত্তর দিতে পারেন। সেইমতো আমেদাবাদে গত সপ্তাহে ইডি-র অফিসে ই-মেল পাঠিয়ে এবং দায়িত্ব সচেতন প্রতিনিধি পাঠিয়ে মালাইকা ইডির প্রশ্নের উত্তর দেন। অন্যদিকে পূজা ইডির অফিসে এসে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন, সেসব রেকর্ডও করা হয়। এইসব প্রশ্ন প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং ল-এর অধীনে করা হয়। মালাইকাকে ভিকি বিদ্যা কা উহোহওয়ালা ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে, পূজা কসৌটি জিন্দগি কে-তে কাজ করেছেন।

একনজরে সেরা ৫

শাহিদ, তৃপ্তি একসঙ্গে

সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা ও বিশাল ভরদ্বাজের মিলিত প্রচেষ্টায় ছবি। নায়ক শাহিদ কাপুর, নায়িকা তৃপ্তি দিমরি। ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারি শুটিং শুরু, ওই বছরেই ৬ ডিসেম্বর ছবি মুক্তির চেষ্টা হচ্ছে। ছবিটিতে নানা পাটেকর ও রণদীপ হুডাও আছেন। সাজিদের সিকান্দার, হাউসফুল ৫, বাগি ৪ আগামী বছর মুক্তি পাবে।

পুষ্পা ২, বেবি জন সংঘাত

বুধবার এসেছে বেবি জন। এদিকে পুষ্পা ২-এর পরিবেশক অনিল থাডানি হলগুলোকে বলেছেন চুক্তিমতো শুক্র থেকে পরের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুটো ছবিকেই সমান শো দিতে হবে না। একথা লিখিতভাবে দিতে হবে, নাহলে পুষ্পা ২ ওই হলগুলি চালাতে পারবে না। সেক্ষেত্রে ২৭ ডিসেম্বরের আগে বেবি বেশি শো পাবে না। আলোচনা চলবে।

অজয়ের ছবি

অজয় দেবগণ ও রকুল প্রীত সিং অভিনীত ছবি দে দে পেয়ার দে ২-এর মুক্তি হচ্ছে ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ সালে। দে দে পেয়ার দে-র এই সিক্যুয়েলে আছেন আর মাধবনও। পরিচালনায় অনশুল শর্মা। প্রথমটিতে তাব্বু ছিলেন, দ্বিতীয়তে তিনি নেই। দ্বিতীয়টিতে আরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পাঞ্জাব, মুম্বাই, লন্ডনে শুটিং হবে।

রেসে সলমন, ভিকি

করণ জোহারের ধর্মা প্রোডাকশনে পরিচালক হিসবে আসছেন কবীর খান। একটি অ্যাকশন-থ্রিলারের চিত্রনাট্য লিখছেন তিনি। সলমন খান অথবা ভিকি কৌশল নায়ক হতে পারেন। প্রাথমিকভাবে দুজনেই ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন চরিত্রটির জন্য, অপেক্ষা করছেন চূড়ান্ত চিত্রনাট্যের জন্য। আগামী বছরের শেষে শুটিং শুরু করতে চান তাঁরা।

চুল-রঙের মুখ

শর্বরী ওয়াঘ। গোদরেজের হেয়ার কালারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন। জাতীয় স্তরে কেশশিল্পীদের সম্মান দিল গোদরেজ প্রফেশনাল স্পটলাইট। তারই গ্র্যান্ড ফিনালেতে এই ঘোষণা করা হল। এদিন শো-স্টপার ছিলেন শর্বরী। তাঁর হাত ধরে ব্যবসা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে গোদরেজ। নতুন ভূমিকায় এসে শর্বরী বলেছেন, 'এ আমার কাছে বিরাট সম্মান'।

ইডিয়ট, মুন্নাভাই-এর সিক্যুয়েল

বলেছেন ছবির পরিচালক ও প্রযোজক বিধু বিনোদ চোপড়া। সম্প্রতি ১২ ফেল-এর দারুণ সাফল্যের পর ছবির বিহাইন্ড দ্য সিন 'জিরো সে স্টার্ট' প্রকাশ করেন। একটি সর্বভারতীয় হিন্দি পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেবার সময় তিনি জানিয়েছেন, থ্রি ইডিয়টস এবং মুন্নাভাই এমবিবিএস ৩-এর প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেছেন, 'আমি ২ ইডিয়টস এবং মুন্নাভাই এমবিবিএস ৩-এর চিত্রনাট্য লিখছি। এছাড়া আমি বাচ্চাদের জন্য একটা ছবি করতে চাই। ছবির নাম ঠিক হয়নি। আমি একটি হরর কমেডিও লিখছি। এটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আমি ১-২ বছর ধরে লিখব, তারপর ছবির শুটিংয়ের কথা ভাবব। তবে মনে হয়, ২ ইডিয়টস আর মুন্নাভাই এমবিবিএস-এর কাজই আগে শুরু হবে।' এই দুটি ছবি করতে এত দেরি হল কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি এই দুটো ছবির ২-৩টি সিক্যুয়েল বানিয়ে নিতে পারতাম, অনেক টাকাও হত। বাড়ি-গাড়িও হত। কিন্তু ছবিগুলো যদি ভালো না হত, তাহলে ছবি নিয়ে কথা বলাটা আমার কাছে উপভোগ্য হত না। সব সময়েই মনে হত, আমি আমার ভাবনাচিন্তা, ধ্যানধারণার সঙ্গে সমঝোতা করে ছবিগুলো বানিয়েছি শুধু টাকা রোজগারের জন্য। আমি দর্শকদের জন্য ভালো করে ছবিগুলো করতে চাই।'

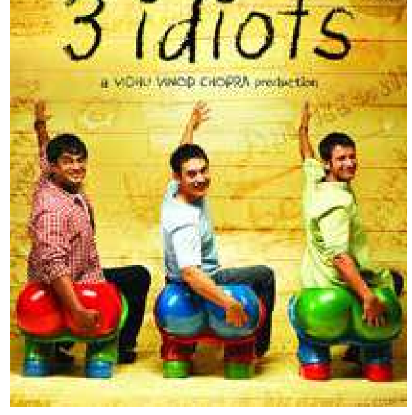

‘বাবার মন্তব্যকে গুরুত্ব দেবেন না’

আচমকা অবসর নিয়ে অনুশোচনা নেই অশ্বীনের

চেন্নাই বিমানবন্দরে নামার পর রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

চেন্নাই, ১৯ ডিসেম্বর : তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তাঁর আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে চমকের ঘোর কাটেনি ক্রিকেট দুনিয়ায়।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন আচমকা কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, সিরিজ শেষে কি তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না, তাঁকে কি বাধ্য করা হল অবসরের জন্য? অশ্বীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ধোঁয়াশা ও জল্পনার শেষ নেই।

এমন অবস্থায় আজ সদ্য প্রাক্তনদের তালিকায় ঢুকে পড়া অশ্বীনের বাবা রবিচন্দ্রন ‘বোমা’ ফাটিয়েছেন। বিস্তর ‘অপমান’ নিয়ে অশ্বীন ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রথম একাদশে সুযোগ না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত অশ্বীন নিয়েছেন বলে তাঁর দাবি। যদিও তাঁর বাবার মন্তব্য সামনে আসার পর অস্বস্তিতে পড়ে সমাজ মাধ্যমে অশ্বীন সবাইকে অনুরোধ করেছেন, বাবার মন্তব্যকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য। অশ্বীন বলেছেন, ‘আমার বাবা হয়তো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ততটা প্রশিক্ষিত নয়। ওঁনার মন্তব্যকে গুরুত্ব দেবেন না। একা ছেড়ে দিন আমার বাবাকে।’

অশ্বীনের এমন অনুরোধে বাস্তবে কতটা কাজ হয়েছে, স্পষ্ট নয়। কিন্তু একইসঙ্গে আজ ব্রিসবেন থেকে চেন্নাই ফিরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশ্বীন জানিয়েছেন, অবসর নিয়ে তাঁর

বিমানবন্দরে স্নেহচুম্বনে অশ্বীনকে স্বাগত জানালেন তাঁর বাবা।

মনের মধ্যে কোনও অনুশোচনা নেই। চেন্নাই বিমানবন্দরে অশ্বীনের জন্য আজ তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাশে সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সেখানেই অশ্বীন আবেগে ভেসে বলেছেন, ‘বিমানবন্দরে এত মানুষ আমায় স্বাগত জানানোর জন্য হাজির হতে পারেন, ভাবতে পারিনি। আপনারা সবাই আমার আজকের দিনটা অন্যরকম করে দিয়েছেন। সবে নিজের শহরে ফিরলাম। আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই। একটু রিল্যাক্স করতে চাই।’ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের পাশে আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা গতকালই জানিয়েছিলেন অশ্বীন। আজও তিনি সেই একই স্টান্স বজায় রেখে বলেছেন, ‘বহু বছর ধরে ক্রিকেট খেলছি। ২০১১ সালে যখন আমরা মুম্বইয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিলাম, আজ সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। আপাতত স্থানীয় ক্রিকেটের পাশে আইপিএলেও খেলা চালিয়ে যাব। দেখা যাক কতদিন ক্রিকেটটা চালিয়ে যেতে পারি।’

অশ্বীন আর কতদিন ক্রিকেটটা চালিয়ে যেতে পারবেন, কতদিন তাঁর ফিটনেস ঠিক থাকবে—সময় তার জবাব দেবে। তার আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে আজ অশ্বীন বলেছেন, ‘আপাতত জাতীয় দলের হয়ে আমার কাজ শেষ। অবসর নিয়ে কোনও অনুশোচনা নেই আমার। ক্রিকেট জীবনে বহু ঘটনার সাক্ষী আমি। সাধারণত ঘুমোতে যাওয়ার সময় মাথায় অনেক বিষয় ঘোরে। যেমন উইকেট নেওয়া বা রান করা। শেষ কিছুদিন ধরে এই অনুভূতিটা আসছিল না আমার। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম,

বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িতে লাগেজ তুলছেন অশ্বীন।

এবার অবসরের সময় আসছে।’ দীর্ঘ কেরিয়ারে অশ্বীন বহু সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু কখনও জাতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসেনি। এব্যাপারেও কোনও আক্ষেপ নেই তাঁর। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনারের কথায়, ‘এখন এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। জাতীয় দলের ক্রিকেটার হিসেবে কাজ শেষ আমার। কোনও আক্ষেপ বা অনুশোচনা নিয়ে অবসর নিইনি। কোনও অনুশোচনা নিয়েও বাকি জীবনটা কাটাতে চাই না আমি।’

হাইব্রিড মডেলেই সায় আইসিসির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : পাকিস্তান বোল্ড ইন্ডিয়া!

জল্পনার অবসান। বিস্তর আলোচনার পর আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি ঘোষণা করে দিল, আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নির্ধারিত থাকা চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি হবে হাইব্রিড মডেলেই। আয়োজক দেশ হিসেবে পাকিস্তান খেলবে তাদের ঘরের মাঠেই। কিন্তু রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে। সম্ভবত দুবাইয়ে। এখানেই শেষ নয়, আজ দুবাইয়ে আইসিসির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত যত আইসিসি প্রতিযোগিতা রয়েছে, তার সবগুলিতেই পাকিস্তান ভারতের মাটিতে খেলতে হাজির হবে না। আর ভারতীয় দলের পাকিস্তানে যাওয়ার প্রশ্নই নেই।

হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি হলে পাকিস্তান তা মানবে না বলে আগে জানিয়েছিল। কিন্তু বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে মহসিন নাকভিদের দাবি ধোপে টিকল না। পিছু হটতে হল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে। বাস্তবে হাইব্রিড মডেল ছাড়া চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি আয়োজনের

> পাকিস্তান যদি হাইব্রিড মডেল মেনে না নিত, তাহলে ওদের বাদ দিয়েই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্যও তৈরি ছিল ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। পাকিস্তান সেটা বুঝে যাওয়ার পরই হাইব্রিড মডেল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।
>
> **আইসিসি-র কর্তা**

বিকল্প কোনও রাস্তা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে আজ ভারতের শর্তে রাজি হতে হল পাকিস্তানকে। ইমরান খানের দেশের তরফে আগামী তিন বছর আইসিসি প্রতিযোগিতার আসরে ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তকে ‘জয়’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আইসিসির এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছেন, ‘পাকিস্তান যদি হাইব্রিড মডেল মেনে না নিত, তাহলে ওদের বাদ দিয়েই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্যও তৈরি ছিল ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। পাকিস্তান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

সেটা বুঝে যাওয়ার পরই হাইব্রিড মডেল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।’ এদিকে, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার কারণেই প্রতিযোগিতার সূচি এখনও প্রকাশিত হয়নি। জানা গিয়েছে, আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যেই চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফির সূচি সামনে আসবে। বড় অঘটন না হলে দুবাইয়ে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ইন্দো-পাক মহারণ হতে চলেছে।

মেলবোর্নে ভারত, বিতর্কে বিরাট

চিত্র সাংবাদিকরা মেলবোর্ন বিমানবন্দরে বিরাট কোহলির সন্তানদের ছবি তুলতে চেয়েছিলেন। যা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কোহলি।

মেলবোর্ন, ১৯ ডিসেম্বর : কাঁটে কা টক্কর!

সিরিজের ফল আপাতত ১-১। ব্রিসবেন টেস্টে চরম বেকায়দায় পড়ার পরও বৃষ্টির সুবাদে মানরক্ষা হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির তিন নম্বর টেস্ট শুরু হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর।

মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের লক্ষ্যে আজই ব্রিসবেন থেকে মেলবোর্নে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। পৌঁছাল বিরাট বিতর্ক সঙ্গী করে। সৌজন্যে বিরাট কোহলি। আজ মেলবোর্ন বিমানবন্দরে পা রাখার পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেখেন তাঁদের ছবি তোলার জন্য সেখানকার চিত্র সাংবাদিকরা হাজির হয়েছেন। বিমানবন্দর থেকে একে একে ক্রিকেটারদের বেরিয়ে আসার ছবি তোলার সময়ই ঘটে যায় বিপত্তি।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কোহলির সঙ্গে রয়েছে তাঁর পরিবার। স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা যখন তাঁদের দুই সন্তান ভামিকা ও অকায়কে সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন অজি চিত্র সাংবাদিকরা তাঁদের ছবি তোলেন। যা দেখে চিত্র সাংবাদিকদের ছবি না তোলার অনুরোধ করেন কোহলি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের অনুরোধ শুনতে রাজি হননি তাঁরা। ফলে বিরাটের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায় অজি চিত্র সাংবাদিকদের। পরি টিম ইন্ডিয়ার কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ ও স্থানীয় পুলিশের হস্তক্ষেপে অজি চিত্র সাংবাদিকরা বিরাট-অনুষ্কার পুত্র-কন্যার ছবি ডিলিট করেন। ততক্ষণে কোহলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

বিরাটের এই ক্ষোভ এমসিজিতে প্যাট কামিন্সদের উপর রানের বন্যা হিসেবে হাজির হয় কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে স্যর ডনের দেশে এমন ঘটনা হজম করতে পারেননি কোহলি সহ ভারতীয় দলের বাকিরাও। কন্যা ভামিকা ও পুত্র অকায়ের ছবি এখনও সমাজ মাধ্যমে দেননি বিরাট-অনুষ্কা। এটা তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। অজি চিত্র সাংবাদিকরা সেব্যাপারে অবহিত ছিলেন কিনা, কারোর কাছেই স্পষ্ট নয়। কিন্তু ঘটনার অভিঘাতে রীতিমতো ক্ষোভ তৈরি হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে। এই ক্ষোভ মিটতে পারে এমসিজিতে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সের মাধ্যমেই।

কাল থেকে এমসিজিতে অনুশীলন রয়েছে ভারতীয় দলের। সেই অনুশীলনের আসর থেকেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বাকি থাকা দুই টেস্টের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। বাকি থাকা জোড়া টেস্টে জিততে পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালেক ছাড়পত্র মিলতে পারে রোহিত শর্মার ভারতের। তার আগে গাব্বায় ড্র টেস্ট থেকে বুমরাহ-আকাশের ব্যাটে ফলোঅন বাঁচানোর আত্মবিশ্বাসের পাশে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে টিম ইন্ডিয়ার বোলারদের দাপট রোহিতদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। ছন্দে ফেরার সেই আত্মবিশ্বাস এমসিজিতে বক্সিং ডে টেস্টে কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন রোহিত-বিরাটরা, সেটাই এখন দেখার।

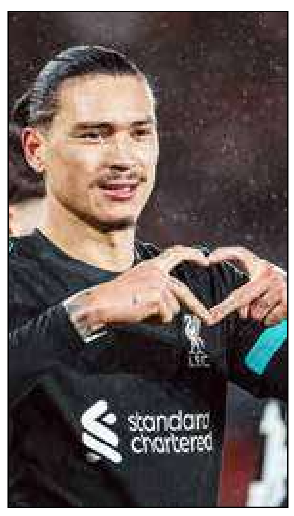
গোলের পর লিভারপুলের ডারউইন নুনেজ।

শেষ চারে আর্সেনাল, লিভারপুল

লন্ডন, ১৯ ডিসেম্বর : কারাবাও কাপের শেষ চারে উঠল আর্সেনাল। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে হারিয়েছে ক্রিস্টার প্যালেসকে। গানার্সদের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ক্রিস্টালের হয়ে গোল করেন ফিলিপ মাটেটা ও এডি এনকেইটা। পাশাপাশি অপর কোয়ার্টার ফাইনালে লিভারপুল ২-১ গোলে হারিয়েছে সাউদাম্পটনকে। অল রেডসের হয়ে গোলদুটি করেন ডারউইন নুনেজ ও হার্ভে এলিয়ট। সাউদাম্পটনের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ক্যামেরন আর্চার।

ঝোড়ো অর্ধশতরানের পথে রিচা ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

রিচার রেকর্ডে ইতিহাস স্মৃতিদের

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে জ্বলে উঠলেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ। তাঁর ২১ বলে ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংসের সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে ভারত থামে ২১৭/৪ স্কোরে। মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যুগ্ম দ্রুততম অর্ধশতরানের রেকর্ড গড়লেন রিচা। তিনি অর্ধশতরান করেন মাত্র ১৮ বলে। এর আগে রিচার সমান বল খেলে অর্ধশতরান করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইন ও অস্ট্রেলিয়ার ফোবি লিচফিল্ড। রিচা এদিন ৫টি ছয় ও ৩টি চারে ২১ বলে অপরাজিত ৫৪ রানের ইনিংস সাজান।

তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম ম্যাচ জিতেছিল ভারত। পরের ম্যাচে জিতে ক্যারিবিয়ান মেয়েরা সিরিজে সমতা ফেরান। এই পরিস্থিতিতে ভালো পারফরমেন্স দেখা গেল ভারতের টপ অর্ডার ব্যাটারদের থেকে। চোট পাওয়া হরমনপ্রীত কাউরের অনুপস্থিতিতে স্টপগ্যাপ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা (৪৭ বলে ৭৭) এদিনও শুরুতে দলকে টানলেন। টানা তিন ম্যাচে অর্ধশতরানের নজির গড়লেন তিনি। সেই সঙ্গে স্মৃতি মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক (৩০টি) অর্ধশতরানের রেকর্ড গড়লেন। চলতি ক্যালেন্ডার বছরে টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক রান (৭৬৩) করেছেন তিনিই। স্মৃতি ও রিচাকে যোগ্য সংগত দেন জেমিমা রডরিগেজ (২৮ বলে ৩৯ রান) ও রাগভি বিস্ট (২২ বলে অপরাজিত ৩১)। যার ফলশ্রুতিতে মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করল ভারত।

রান তাড়ায় নেমে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ১১ ওভারে ৯৫/৩।

অনুশীলনে মুকেশ, প্রথম ম্যাচে নেই সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : তাঁকে নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। তাঁর ফিটনেস নিয়ে রোজই চলছে চর্চা।

ব্রিসবেন টেস্ট ড্র হয়ে যাওয়ার পর গতকাল ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, মহম্মদ সামিকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। সামির ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যা এখনও রয়েছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে অংশ নেওয়ার জন্য সামি যে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন না, গতকাল রোহিতের প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আজ সামনে এসেছে আরও চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, সামি এখনও বেঙ্গালুরুর জাতীয়

বিজয় হাজারে ট্রফি

> সামিকে প্রথম ম্যাচে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ও এখনও হায়দরাবাদে হাজির হয়নি। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছে। জানি না কবে হায়দরাবাদ আসবে ও।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

ক্রিকেট অ্যাকাডেমীতেই রয়েছেন। বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার জন্য হায়দরাবাদে বাংলা শিবিরে যোগ দেননি তিনি। উপ্পলের রাজিব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ সকালে ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছে বাংলা দল। পাটনা থেকে গতকাল রাতেই হায়দরাবাদ পৌঁছে বাংলার ক্রিকেট সংসারে ঢুকে পড়েছেন মুকেশ কুমার। আজ বাংলার নেটে প্রায় চল্লিশ মিনিট টানা বোলিংও করেছেন তিনি। কিন্তু সামি নিয়ে তৈরি হয়েছে নয়া ধোঁয়াশা। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বিকেলের দিকে বলছিলেন, ‘সামিকে প্রথম ম্যাচে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ও এখনও হায়দরাবাদে হাজির হয়নি। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমীতে রয়েছে। জানি না কবে হায়দরাবাদ আসবে ও।’ উল্লেখ্য, শনিবার দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির অভিযান শুরু করছে বাংলা।

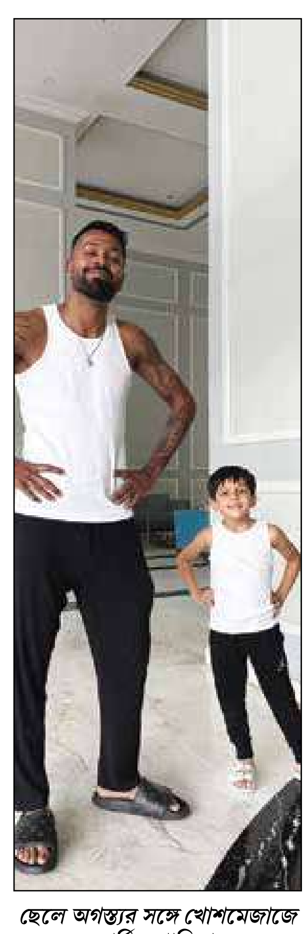
ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গে খোশমেজাজে হার্দিক পান্ডিয়া।

ওয়াংখেড়ের ৫০ পূর্তি উদযাপন

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : ১৯৭৪ সালে তৈরি হওয়া ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চলেছে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। যা শুরু হবে আগামী বছরের ১২ জানুয়ারি থেকে। চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটের একাধিক নক্ষত্র। এমসিএ'র সভাপতি অজিঙ্কা নায়েক বলেছেন, ‘ওয়াংখেড়ে জাতির গর্ব। অসংখ্য ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওয়াংখেড়ের এই সফর উদযাপন করা হবে।’ অনলাইনে টিকিট কেটে ক্রিকেট ভক্তরা ১৯ তারিখের অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে পারবেন।

অশ্বীনের সম্মান প্রাপ্য ছিল, বলছেন কপিল

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : গাব্বায় ফয়সালাহীন টেস্টের সবথেকে চর্চিত বিষয় এখন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। টেস্টের পরই সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বোমা ফাটান ভারতীয় অফস্পিনার। তারপর ড্রেসিংরুমে ছোট্ট বিদায়ি বার্তার পর বুধবারই উঠে পড়েন চেন্নাইগামী বিমানে। অশ্বীনের অবসরের সিদ্ধান্তের পরই শুরু হয় বিতর্ক। প্রাক্তনদের মধ্যে কেউ বলছেন অশ্বীনের অন্তত ফেয়ারওয়েল ম্যাচ প্রাপ্য ছিল। কারও আবার মত সিরিজ শেষেই অবসর নিতে পারতেন অশ্বীন। কারণ, মেলবোর্ন ও সিডনিতে শেষ দুই টেস্টে অপেক্ষাকৃত স্পিন সহায়ক উইকেটে অশ্বীনকে প্রয়োজন হতই। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক কপিল দেব জানিয়েছেন, তিনি অধিনায়ক হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত। অশ্বীনকে সিরিজ শেষপর্যন্ত অপেক্ষায় রাজি করাতেন তিনি। কপিল বলেছেন, ‘আমি যদি অধিনায়ক হতাম ওকে এভাবে যেতে দিতাম না। ওর আরও সম্মান প্রাপ্য ছিল।’

এই বিতর্কের মধ্যে মুখ খুলেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বাসিত আলি। তিনি টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। তাঁর মন্তব্য, ‘আমি নিশ্চিত কোহলি অধিনায়ক হলে অশ্বীনকে অবসর নিতে দিত না। ওকে নিশ্চয়ই বলত দুই ম্যাচ পরে অবসর নিও। কারণ, সিডনিতে ওকে লাগত।’

এদিকে, জসপ্রীত বুমরাহর মধ্যে ডানহাতি ওয়াসিম আক্রামকে খুঁজে পাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক জাস্টিন ল্যাঙ্গার। বলেছেন, ‘আমি এখন ক্রিকেট খেললে কখনই বুমরাহর মুখোমুখি হতে চাইতাম না। ওয়াসিম আক্রামের ডানহাতি সংস্করণ হল বুমরাহ। আমাকে অনেকবারই জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন বোলারকে খেলতে আমার সবচেয়ে সমস্যা হয়েছিল। আমি বরবারই আক্রামের নাম বলেছি। এখন খেললে বুমরাহর নাম বলতাম। বুমরাহ কমপ্লিট প্যাকেজ। পেস, বাউন্স, ইয়র্কার দেওয়ার ক্ষমতা সব রয়েছে ওর হাতে।’

জোশের না থাকা দায়িত্ব বাড়াবে : কামিন্স

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়ে হতাশ হ্যাজেলউড

মেলবোর্নেও প্যাট কামিন্সকে নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে ভারতীয় দলকে।

মেলবোর্ন, ১৯ ডিসেম্বর : কাফ মাসলে চোটের জন্য চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে আর দেখা যাবে না জোশ হ্যাজেলউডকে। ফলে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানেন, মেলবোর্ন ও সিডনিতে মিচেল স্টার্ক এবং তাঁকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। কামিন্সের আশা, সিরিজের বাকি দুই টেস্টেও স্টার্কের সঙ্গে অজি পেস অ্যাটাককে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

২৬ ডিসেম্বর থেকে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট শুরু হবে। বক্সিং ডে টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর আগে কামিন্স বলেছেন, ‘কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। তবে এখনও পর্যন্ত আমি ও স্টার্ক ১০০ শতাংশ ফিট আছি। আশা করছি, সিরিজের বাকি দুই টেস্টেও আমাদের বোলিং করতে কোনও সমস্যা হবে না। অ্যাডিলেড টেস্টের পর দিন সাতেকের বিশ্রাম পেয়েছিলাম। তাই ব্রিসবেনে কোনও সমস্যা হয়নি। গাব্বায় টেস্টের মাঝে একাধিকবার বৃষ্টির বিরতি আখেরে আমাদের তরতাজা থাকতে সাহায্য করেছে।’ চলতি সিরিজের জোড়া ম্যাচে জয় না পেলে ডব্লিউটিসি-র ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করার জন্য শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের অ্যাওয়ে সিরিজে অন্তত একটি ম্যাচ অজিদের জিততেই হবে। গলে প্রথম টেস্ট শুরু ২৯ জানুয়ারি। শ্রীলঙ্কা সফরে ফিট হ্যাজেলউডকে পাওয়ার আশায় রয়েছে অজি ম্যানেজমেন্ট।

সাইড স্ট্রেনের কারণে অ্যাডিলেডে নামতে পারেননি। এবার পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়ে হ্যাজেলউড হতাশ হয়ে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে জোশ বলেছেন, ‘খুবই হতাশাজনক ঘটনা। কাফ মাসল, সাইড স্ট্রেন চোট গত চার বছর ধরে বারবার ভুগিয়েছে আমাকে। চলতি সিরিজের জন্য নিজেকে পুরোপুরি তৈরি করেছিলাম। জিমে সময় কাটিয়েছি। তারপরও এভাবে ছিটকে যাওয়ায় খারাপ লাগছে।’

ক্লাব ফুটবল উপভোগ করছেন সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : এই চল্লিশেও তিনি হ্যাটট্রিক করেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, পারতেন না কি জাতীয় দলকে এখনও নিজের কাঁধে বয়ে নিতে যেতে?

সুনীল ছেত্রী অবশ্য শুধুই ফুটবলকে উপভোগ করছেন এখন। অবসর নিয়ে তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। বরং বলতে পারেন, ‘এই বেশ ভাল আছি।’ মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে এসে এবং সম্প্রতি সংবাদসংস্থার সামনে একই কথা উঠে এসেছে তাঁর মুখে, ‘জানি, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আছে যে আমি কেন জাতীয় দলের থেকে অবসর নিলাম। মানুষের আবেগটা আমি বুঝি। শারীরিকভাবেও আমি ভাল জায়গাতেই আছি কিন্তু এটাও ঘটনা যে একটা বিশাল মাপের দলের আমি একটা ছোট্ট অংশ ছিলাম। এখন খুব শান্তিতে এবং আনন্দে আছি। মাথা ঠান্ডা থাকে। মানুষকে অনেকবেশি বুঝতে পারি। বলতে পারেন, আমি এখন আগের নিজের থেকেও বেশি দলের ফুটবলার।’ অর্থাৎ শুধুই ক্লাব ফুটবল উপভোগ করছেন তিনি। কেন একথা বলছেন, তার ব্যাখ্যাও দেন সুনীল, ‘অধিনায়ক হওয়ার আগে আমি শুধুই নিজের কথা ভাবতাম, অত্যন্ত স্বার্থপর ছিলাম। কিন্তু অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে সেটা দলের ভাবনায় পরিণত হল। নিজের আচরণ, দলের ধ্যানধারণায়, সবকিছুতে। আর এই পরিবর্তনটা মানুষ হিসাবে আমাকে সাহায্য করেছে।’ সবসময় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পেরে তিনি যে ধন্য, একথাও বলেন সুনীল।

তবে এই মরশুমই তাঁর ক্লাবস্তরেও শেষ কিনা তা অবশ্য পরিস্কার করেননি।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জয়ের ট্রফি নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে, রডরিগো, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও জুডে বেলিংহাম।

চ্যাম্পিয়ন রিয়াল

দোহা, ১৯ ডিসেম্বর : ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে চ্যাম্পিয়ন হল রিয়াল মাদ্রিদ। বুধবার তারা ফাইনালে ৩-০ গোলে হারাল মেক্সিকান ক্লাব পাচুকাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে তারা। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রদ্রিগো। ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে পাচুকার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

বুধবার রিয়াল কোচ হিসেবে একটি অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন কোচ কার্লো অ্যান্সেলোত্তি। ইন্টারকন্টিনেন্টাল ট্রফি জেতার পর তিনি এখন লস ব্ল্যাঙ্কোসদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ট্রফি জয়ী কোচ। এই নিয়ে ম্যাচের পর অ্যান্সেলোত্তি বলেছেন, 'আমি গর্ব অনুভব করছি। রিয়াব মাদ্রিদ পৃথিবীর সেরা ক্লাব। এখানে কোচিং করানোর স্বপ্ন সবার থাকে।' তিনি আরও যোগ করেন, '২০২৪ সালটা খুব ভালোভাবে শেষ করলাম। আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে ২০২৫ সালটা শুরু করব।'

ভালো খেলে জয় চায় বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : শুরুতে নড়বড়েভাব থাকলেও এই মুহূর্তে ধারাবাহিকতায় অবশ্যই টক্কর দেবে এফসি গোয়া। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শুক্রবারের গোয়া-মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট দ্বৈরথ নিশ্চিতভাবেই আইএসএলের অন্যতম সেরা দুই দলের লড়াই।

লিগ-শিল্ডের লড়াইয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেও তাড়া করে আসা দলগুলির মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি ও গোয়াও। যার মধ্যে সুনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে হারের পর অবশ্য এখন টানা আট ম্যাচ অপরাজিত মোহনবাগান। আর সেটাই তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। আর এর জন্য কোচ-ফুটবলারদের দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে চেন্নাইয়ান এফসি এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে। দুই ম্যাচেই শেষ পাঁচ মিনিটে খেলার ভোলবদল করে তিন পয়েন্ট অর্জন করেছেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট-অ্যালবার্তো রডরিগেজরা।

আইএসএলে আজ

এফসি গোয়া বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : গোয়া
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

এফসি গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতিতে জেসন কামিংস। বৃহস্পতিবার।

গোয়ার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ বলছেন, তাঁর দল লিগের সবথেকে শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নিজেদের মাঠে নামতে চলেছে। তাঁর মন্তব্য, 'সবথেকে শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হবে আমাদের। দলে একাধিক জাতীয় দলের ফুটবলার ছাড়াও আছে সেরা বিদেশিরা। তাই জিততে গেলে আমাদের খুবই লড়তে হবে।'

কোচ হোসে মোলিনা পরিস্কার জানাচ্ছেন, তাঁর দলের মনোভাব বদলের কোনও সম্ভাবনাই নেই। ওখানকার গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এবার গোয়ায় গিয়ে পরপর দুই দিন অনুশীলন করলেন জেসন কামিন্সরা। দলের লক্ষ্য সম্পর্কে মোলিনার মন্তব্য, 'ভাল খেলা, যথাসম্ভব গোল করা ও কম গোল খাওয়া, এই তিনটি জিনিষই আমি ছেলেদের থেকে একসঙ্গে চাই। হয়ত সেরা খেলা না খেলেও ম্যাচ জিতেছি। কারণ আমাদের দল শক্তিশালী। ছেলেদের মধ্যে বোঝাপড়া ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দুটোই আছে। কিন্তু সেটা আমার পছন্দ নয়। আমি চাই দল ভাল খেলে জিতুক।' তিনি যেটা বারবারই বলেন, গোয়াতে গিয়েও সেটাই বলছেন যে তাঁর কাছে শুক্রবারের ম্যাচটাই এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য, 'অবশ্যই শিল্ড জয়ের চেষ্টা থাকবে আমাদের। তার জন্য ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তবে আপাতত আমাদের লক্ষ্য শুধু শুক্রবারের ম্যাচ। আশা করি গোয়ার বিপক্ষেও ভাল খেলে দল জিতবে।'

দলের সঙ্গে গেলেও স্টুয়ার্ট এই ম্যাচেও নেই। তবে মোলিনার দলে এইমুহূর্তে সুপার সাব হয়ে প্রায় প্রতি ম্যাচেই বাজিমাৎ করছেন কামিন্স। কোচের বক্তব্য, 'সবাইকে একসঙ্গে মাঠে নামানো তো সম্ভব নয়। ফুটবলাররা আমার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমার বেঞ্চ শক্তিশালী। এটা আমার সুবিধা। পরে নেমে জেসন, আশিক, গ্রেগরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, এটা আমার জন্য ভালো।' নিজের ঘরের মাটিতে ভাল খেলতে চান লিস্টন কোলাসোও। গোয়ান এই উইংগারের বক্তব্য, 'নিজেদের রাজ্যের মানুষ্রে সামনে খেলার অনুভূতি সবসময়ই স্পেশাল। আপাতত মোহনবাগানই আমার নিজের দল। আমাদের আসল লক্ষ্য শিল্ড ধরে রাখা। সঠিক পথেই এখনও পর্যন্ত আছি আমরা। আশা করছি, শুক্রবারও তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ব।'

সেটা পারবেন কিনা তা সময়ই বলবে। তবে আইএসএলে গত চার বছরের রেকর্ড বলছে, অ্যাডভান্টেজ মোহনবাগান।

অ্যাপোলো বিশেষজ্ঞদের থেকে পরামর্শ নিন

Apollo HOSPITALS

নেফ্রোলজি ক্লিনিক

ডাঃ এম রঞ্জনী
এমডি (জেনারেল মেডিসিন), ডিএম (নেফ্রোলজি)
নেফ্রোলজি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা
অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাই

প্রস্রাবে অসংযমতা, ব্লাডারে অসুবিধা, ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিনের উচ্চমাত্রা, দুরারোগ্য রেনাল ব্যর্থতা, কিডনিতে অসুবিধা, গভীর রেনাল ব্যর্থতা, রেনাল প্রতিস্থাপন, ডায়ালিসিসের রোগী, মূত্রনালিতে সংক্রমণের হেতু পরামর্শ নিন এবং অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক নথিপত্রের সঙ্গে নিজেদের নাম নিবন্ধীকরণ করুন।

গ্যাসট্রোএনটারোলজি ক্লিনিক

ডাঃ আদিত্য শাহ
এমবিবিএস, এমডি (জেনারেল মেডিসিন)
(মেডিকেল গ্যাসট্রোএনটারোলজি বিভাগের পরামর্শদাতা)
অ্যাপোলো ক্যানসার সেন্টার, টেয়নামপেট, চেন্নাই

লিভার, পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয়, পেট, খাদ্যনালি/গ্রাসনালি, অন্ত্র, কোলন রেক্টাম সম্পর্কিত রোগের জন্য পরামর্শ নিন।

তারিখ এবং সময়	স্থান
সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা রবিবার ২২শে ডিসেম্বর ২০২৪	অ্যাপোলো হসপিটালস (চেন্নাই) তথ্য প্রদান কেন্দ্র হলদিবাড়ি, নিউ মনোরমা ফামাসি, হলদিবাড়ি বাজার (ট্রাফিক মোড়ের নিকট) পিন-৭৩৫১২২

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও নিবন্ধীকরণের জন্য দয়া করে কল করুন :
9932992707 / 9614827525 / 8016699093

অনুশীলনে অনুপস্থিত মহেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার থেকে জামশেদপুর ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। এদিন অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন নাওরেম মহেশ সিং। তবে তিনি সুস্থ রয়েছেন। মহেশ শুক্রবার থেকে অনুশীলনে যোগ দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন পাঞ্জাব ম্যাচে খেলা ফুটবলাররা রিকভারি সেশনেই ব্যস্ত ছিলেন বেশিরভাগ সময়। যদিও বাকি ফুটবলরাদের অনুশীলন করালেন অস্কার।

অনুশীলনে শুরুর দিকে গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রি দিয়ামান্তাকোস সাইডলাইনে থাকলেও পরের দিকে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেন। তিনি জামশেদপুর ম্যাচে দলে ফিরতে পারেন। তবে আরেক বিদেশি হেক্টর প্রায় পুরো সময়টাই সাইডলাইনে কাটালেন। তবে অনুশীলনের পর তিনি অবশ্য জানিয়ে গেলেন, জামশেদপুর ম্যাচ খেলতে কোনও অসুবিধা নেই।

এদিকে বৃহস্পতিবার ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, মাদিহ তালাল বাকি মরশুমে খেলতে পারবেন না। ফলে আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে তাঁর বিকল্প ফুটবলার খোঁজ শুরু করে দিয়েছেন লাল-হলুদ কর্তারা। এদিন এই বিষয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকর্তা ও বিনিয়োগকারী কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন কোচ অস্কার ব্রুঁজো।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে ক্লেইটন সিলভা।

বেতন সমস্যায় জেরবার মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বেতন সমস্যা ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠেছে সাদা-কালো শিবিরে। দলের একাধিক ফুটবলারের দুই থেকে তিন মাসের বেতন বাকি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে ক্লাব ছাড়তে চাইছেন বেশ কয়েকজন ফুটবলার। সব মিলিয়ে প্রবল সমস্যায় রেড রোডের ক্লাবটি।

বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক অনুশীলন করে মহমেডান। সমস্যায় জর্জরিত থাকলেও কেরালা ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'এই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে আমাদের একটা জয়ের প্রয়োজন। একটা ম্যাচ জিততে পারলে আমরা ছন্দে ফিরব বলেই আশাবাদী।'